রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুন ১৪, ১৯৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

আদেশ

তারিখ ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫/১০ই জুন ১৯৯৮

এস আর ও নং ১০৩-আইন/৯৮ইং—Imports and Exports (Control) Act, 1950 (XXXIX of 1950) এর section 3(1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ জারী করিল, যথা :

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও মেয়াদ :—(১) এই আদেশ আমদানি নীতি আদেশ, ১৯৯৭—২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হইলে, এই আদেশ বাংলাদেশে সকল আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা ১৯৯৮ সালের ১৪ই জুন হইতে ২০০২ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার প্রয়োজন মনে করিলে প্রতি বৎসর একবার এই আদেশ পর্যালোচনা করিতে পারিবে এবং যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

মূল্য : টাকা ১৫.০০

২। সংজ্ঞা (১) বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আদেশে—

(ক) "আই,টি,সি, তফসিল" অর্থ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২৯-৬-১৯৮৮ তারিখের এস, আর,ও ১৮১-আইন/৮৮ নম্বর প্রজ্ঞাপনে প্রকাশিত Import Trade Control Schedule, 1988;

(খ) "আই, টি, সি নম্বর" অর্থ আই, টি. সি, তফসিলে উল্লিখিত পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত ছয় বা ততোধিক সংখ্যাবিশিষ্ট এইচ,এস,কোড;

(গ) "আইন" অর্থ Imports and Exports (Control) Act, 1950 (XXXIX of 1950);

(ঘ) "আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ" অর্থ আমদানি ও রপ্তানির প্রধান নিয়ন্ত্রক এবং Imports and Exports (Control) Act, 1950 (XXXIX of 1950) এর অধীন জারীকৃত বিভিন্ন আদেশের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী লাইসেন্স, পারমিট বা নিবন্ধন সনদপত্র প্রদানের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা;

(ঙ) "আমদানির ভিত্তি" অর্থ একজন নিবন্ধিত আমদানিকারকের শেয়ার নির্ধারণ করিবার জন্য গৃহীত শতকরা ভাগ, হার অথবা সূত্র;

(চ) "ইণ্ডেনটর" অর্থ Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981এর অধীনে ইনডেণ্টর হিসাবে নিবন্ধিত ব্যক্তি, গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান, সংঘ বা সংস্থা;

(ছ) "এল,সি" বা "ঋণপত্র" অর্থ এই আদেশের অধীনে আমদানির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ঋণপত্র (লেটার অব ক্রেডিট);

(জ) "এল, সি, অথরাইজেশন (এল, সি, এ) ফরম" অর্থ আমদানি লাইসেন্স ব্যতিরেকে ঋণপত্র খুলিবার জন্য অনুমতি প্রদানের নির্ধারিত ফরম;

(ঝ) "নিষিদ্ধ তালিকা" অর্থ পরিশিষ্ট-১এর (ক) অংশে প্রদত্ত আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা;

(ঞ) "পরিশিষ্ট" অর্থ এই আদেশের সহিত সংযোজিত কোন পরিশিষ্ট;

(ট) "প্রকৃত ব্যবহারকারী" অর্থ নিবন্ধিত আমদানিকারকগণ ব্যতিরেকে এইরূপ কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, সংঘ বা সংস্থা যে নিজের ব্যবহার বা ভোগের জন্য সীমিত পরিমাণে আমদানিযোগ্য পণ্য (শিল্পের যে কাঁচামাল পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন আছে উহা ব্যতীত), এই আদেশের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, আমদানি করিতে পারেন, কিন্তু বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারেন না;

(ঠ) "প্রধান নিয়ন্ত্রক" অর্থ Imports and Exports (Control) Act, 1950 (XXXIX of 1950) এ উল্লিখিত Chief Controller;

(ড) "প্রবাসী বাংলাদেশী" অর্থ বিদেশে কর্মরত বা বসবাসরত বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জক বাংলাদেশী নাগরিক;

(ঢ) "পারমিট" অর্থ আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত অনুমতি পত্র, আমদানি পারমিট, ক্লিয়ারেন্স পারমিট (ছাড়পত্র), ফেরতের ভিত্তিতে আমদানি পারমিট, রপ্তানি পারমিট অর্থ বা ক্ষেত্রমত রপ্তানি-তথা-আমদানি পারমিট;

(গ) "বাণিজ্যিক আমদানিকারক" অর্থ Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981 এর অধীন নিবন্ধিত এমন আমদানিকারক, যিনি পুন:প্রক্রিয়াকরণ ব্যতিরেকেই বিক্রয়ের জন্য পণ্য আমদানি করেন (ইতিপূর্বে এস, ই, এম, হারে আমদানির জন্য নিবন্ধিত আমদানিকারকগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন);

(ঘ) "লিজ ফাইন্যান্সিং আমদানিকারক" অর্থ Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981 এর অধীন, বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে নিবন্ধিত আমদানিকারকগণ, যাহারা শিল্প, শক্তি, খনিজ, কৃষি, নির্মাণ, যানবাহন এবং প্রফেশনাল সার্ভিস খাতে ইজারা দেওয়ার জন্য মেশিনারী ও ইকুইপমেণ্ট আমদানির জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত;

(ঙ) "শর্তযুক্ত তালিকা" অর্থ পরিশিষ্ট-১ এর (খ) অংশে প্রদত্ত শর্তযুক্ত আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকা;

(চ) "শিল্প ভোক্তা বা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কনজিউমার" অর্থ Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981 এর অধীন শিল্প খাতের আমদানিকারক হিসাবে নিবন্ধিত ও অনুমোদিত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(ছ) "সরকারী খাতের আমদানিকারক" অর্থ সরকারী প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, করপোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ;

(২) অন্যান্য যে সকল উক্তি (টার্মস) এই আদেশে ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞায়িত হয় নাই উহাদের অর্থ আইন ও তদধীন জারীকৃত আদেশসমূহে যাহা করা হইয়াছে তাহাই এই আদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমদানি সংক্রান্ত সাধারণ বিধানাবলী

৩। পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ। —এই আদেশের অধীন পণ্যের আমদানি নিম্নরূপ নিয়ন্ত্রিত হইবে যথা:—

(ক) আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা: ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হইলে, এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত পণ্যসামগ্রী আমদানি করা যাইবে না। আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এর (ক) অংশে প্রদত্ত হইয়াছে;

(খ) শর্তযুক্ত আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকা: এই তালিকাভুক্ত যে কোন পণ্য উহার পার্শ্বে উল্লিখিত শর্ত পূরণ হইলেই শুধু আমদানি করা যাইবে। শর্তযুক্ত আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এর (খ) অংশে প্রদত্ত হইয়াছে;

(গ) ফুটনোট: শর্তযুক্ত তালিকার পর প্রদত্ত ফুটনোট নিষিদ্ধ এবং শর্তযুক্ত তালিকার অংশ হিসাবে গণ্য হইবে; ফুটনোটে বর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালন ব্যতীত সংশ্লিষ্ট পণ্য আমদানিযোগ্য হইবে না;

(ঘ) অবাধে আমদানিযোগ্য পণ্য: ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হইলে, নিষিদ্ধ কিংবা শর্তযুক্ত তালিকা বহির্ভূত যে কোন পণ্য অবাধে আমদানিযোগ্য হইবে;

(ঙ) নিষিদ্ধ তালিকা ও শর্তযুক্ত তালিকা ছাড়াও এই আদেশের অধীন বিভিন্ন পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে যে সকল শর্ত, বিধি-নিষেধ ও নিয়ম-পদ্ধতির উল্লেখ রহিয়াছে, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির আমদানির ক্ষেত্রে সেইগুলি যথারীতি প্রযোজ্য হইবে;

(চ) যদি কোন ক্ষেত্রে এই আদেশের নিষিদ্ধ তালিকায় এবং শর্তযুক্ত তালিকায় বর্ণিত কোন পণ্যের আমদানি যোগ্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে পণ্যের বর্ণনা এবং উহার সংশ্লিষ্ট এইচ, এস, কোডের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ বা বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে উক্ত ক্ষেত্রে পণ্যের বর্ণনাই প্রাধান্য পাইবে;

(ছ) নিষিদ্ধকরণ অথবা বাধা-নিষেধ আরোপের শর্তাবলী: এই আদেশ কার্যকর হইবার পূর্বে অথবা এই আদেশে নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণে যদি কোন পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত নিষিদ্ধতা নিম্ন বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে হইবে যথা:-

(অ) স্থানীয় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিশেষ কোন পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করা হইলে সংশ্লিষ্ট পোষক/ট্যারিফ কমিশন উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য উৎপাদনের বিষয়টি কঠোরভাবে নিয়মিত মনিটর করিবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পণ্যের গুণগত মান ও সন্তোষজনক মূল্য রক্ষায় ব্যর্থ হইলে অথবা নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য উৎপাদনে ব্যর্থ হইলে, সংশ্লিষ্ট পোষক/ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে আমদানির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা যাইবে; এই ধরণের সংরক্ষিত প্রতিষ্ঠান বিশেষ করিয়া যাহারা "সংযোজন কাজে" নিয়োজিত তাহাদিগকে সক্রিয়ভাবে এবং সময় প্রশ্নাতিশীল উৎপাদনে যাইতে হইবে।

(আ) আমদানির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার ফলে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মূল্য যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, ট্যারিফ কমিশন ও সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষ সেইদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিবে। কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি অথবা বিনিময় হার হ্রাস পাওয়ার কারণ ব্যতিত যদি কোন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় অথবা আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের মূল্য যতটুকু বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে যদি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য অসমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে উক্ত পণ্যের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ট্যারিফ কমিশন/পোষকের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রত্যাহার করা যাইবে;

(ই) কোন পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধকরণ অথবা বাধা-নিষেধ আরোপের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিষয়টি ট্যারিফ কমিশনের নিকট উপস্থাপন করিবেন। ট্যারিফ কমিশন বিষয়টি পরীক্ষার পর সুপারিশ আকারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বিবেচনার জন্য পেশ করিবে।

৪। পণ্য আমদানী সাধারণ শর্তাবলী—(১) আই, টি, সি, নম্বর—পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে Import Trade Control Schedule, 1988এ বর্ণিত হারমোনাইজড পদ্ধতিতে পণ্যের শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কিত ক্রমপক্ষে ছয় সংখ্যাবিশিষ্ট নূতন আই, টি, সি, নম্বর (এইচ এস কোড) ব্যবহার বাধ্যতামূলক। তবে যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পণ্যের জন্য ছয় এর অধিক সংখ্যার এইচ এস কোড নম্বর রহিয়াছে সেই ক্ষেত্রে উক্ত কোড নম্বর ব্যবহার করিতে হইবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রণীত সাত ডিজিটের এইচ এস কোড এল, সি, এ,

ঋণপত্রে ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্রে অতিরিক্ত হিসাবে বন্ধনীর মধ্যে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। সঠিকভাবে পণ্যের আই, টি, সি নম্বর (এইচ, এস, কোড) উল্লেখ না করিয়া কোন ব্যাংক এল সি অথরাইজেশন ফরম ইস্যু করিতে বা ঋণপত্র খুলিতে পারিবে না।

(২) আর, ও, আর, (Right of Refusal) ভিত্তিক অনাপত্তির প্রয়োজনীয়তা—(ক) পাবলিক সেক্টর এজেন্সী কর্তৃক অবাধে আমদানিযোগ্য কোন পণ্য আমদানির জন্য কোন কর্তৃপক্ষ হইতে আর, ও, আর ভিত্তিক অনাপত্তি গ্রহণের প্রয়োজন নাই। তবে নিষিদ্ধ তালিকা বা শর্তযুক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন পণ্য পাবলিক সেক্টর এজেন্সী কর্তৃক আমদানির প্রয়োজন হইলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি অথবা ক্ষেত্রমত পৌষক মন্ত্রণালয়/বিভাগ অথবা উভয়ের অনাপত্তির ভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য নিষিদ্ধ তালিকা বা শর্তযুক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তর/সংস্থা তাহাদের বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ, চুক্তিপত্রের বিধান প্রভৃতি উল্লেখক্রমে আমদানিতব্য পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ/সংখ্যা, মূল্য ও এইচ, এস, কোড নম্বর উল্লেখক্রমে সীল স্বাক্ষরসহ প্রত্যয়নকৃত তালিকা সরাসরি প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি এর নিকট প্রেরণ করিয়া প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র প্রদানের জন্য অনুরোধ করিবে এবং ইহার ভিত্তিতে প্রধান নিয়ন্ত্রক অনুমতি/পারমিট প্রদান করিবেন।

(৩) পণ্য সংগ্রহের উৎস এবং জাহাজজাতকরণ সম্পর্কিত বাধা নিষেধ—(ক) ইসরাইল হইতে অথবা ঐ দেশে উৎপাদিত কোন পণ্য আমদানিযোগ্য হইবে না। ঐ দেশের পতাকাবাহী জাহাজেও কোন পণ্য আমদানি করা যাইবে না।

(খ) প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী যুগোশ্লাভিয়ার ভগ্নাংশ সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রোর সহিত সকল প্রকার আমদানি ও রপ্তানি নিষিদ্ধ থাকিবে।

(৪) প্রাক জাহাজীকরণ পরিদর্শন—ভিন্নরূপে নির্ধারণ করা না হইলে বেসরকারী খাতে আমদানির জন্য পণ্য জাহাজীকরণের পূর্বে পরিদর্শন বাধ্যতামূলক নহে।

(৫) বাংলাদেশী জাহাজে পণ্য জাহাজীকরণ—নিম্নরূপ রেয়াত সাপেক্ষে পণ্যাদি বাংলাদেশী পতাকাবাহী জাহাজে জাহাজীকরণ করিতে হইবে, যথা: (ক) কোন একক আমদানিকারকের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিশ মেট্রিক টন এবং কোন গোষ্ঠীবদ্ধ আমদানিকারকের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ একশত মেট্রিক টন পণ্য অবাংলাদেশী জাহাজে জাহাজীকরণ করা যাইবে। তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সাধারণ স্বত্বত্যাগপত্র (জেনারেল ওয়েভার) ঘোষণা করিতে পারিবেন, যথা:—(১) যে সকল বিদেশী বন্দরে বাংলাদেশের জাহাজ গমন করে না, সেই সকল বন্দর হইতে পণ্য জাহাজীকরণের ক্ষেত্রে, (২) সি এ্যাণ্ড এফ কন্ট্রাক্ট এর শর্তে কোন নির্দিষ্ট চুক্তির মাধ্যমে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে অবাংলাদেশী জাহাজে পণ্য জাহাজীকরণ করিতে হইলে সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের নিকট হইতে স্বত্বত্যাগপত্র (সার্টিফিকেট অব ওয়েভার) গ্রহণ করিতে হইবে। যদি কোন বন্দরে পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে বাংলাদেশী জাহাজ আগমনের সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে স্বত্বত্যাগপত্র (সার্টিফিকেট অব ওয়েভার) এর জন্য আবেদনের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে স্বত্বত্যাগপত্র প্রদান করা হইবে, অন্যথায় স্বত্বত্যাগপত্র প্রদান করা হইয়াছে মর্মে ধরিয়া নেওয়া হইবে।

তবে, যে সকল ক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণ বা অনুদানের চুক্তিপত্রে ভিন্নরূপ কোন শর্ত রহিয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশী জাহাজে বাধ্যতামূলকভাবে পণ্যসামগ্রী পরিবহণের বা সমুদ্র পরিবহণ

অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের স্বত্বত্যাগপত্র (সার্টিফিকেট অব ওয়েভার) গ্রহণের শর্ত প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য আমদানি-রপ্তানীর ক্ষেত্রে, অবাংলাদেশী জাহাজে চালান বা শিপমেন্ট করা যাইবে।

(৬) প্রতিযোগিতামূলক হারে আমদানি—(ক) সর্বাধিক প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য আমদানি করিতে হইবে এবং আমদানিকারক আমদানিকৃত পণ্য বাবদ প্রদত্ত বা প্রদেয় মূল্য সংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ যে কোন সময়ে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবে।

(খ) বেসরকারী খাতে অবারিত পণ্য সাহায্যের অধীনে আমদানীর ক্ষেত্রে অন্ততঃ দুইটি উৎস দেশের অন্যূন তিনটি সরবরাহকারী/ইনডেন্টর এর নিকট হইতে দরপত্র গ্রহণ করিয়া সর্বাপেক্ষা প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য আমদানি করিতে হইবে। তবে, এই শর্তটি একলক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। সরকারী খাতে প্রতিযোগিতামূলক হারে আমদানির ক্ষেত্রে এই আদেশের অনুচ্ছেদ ১৪ (৮) এ বর্ণিত শর্ত প্রযোজ্য হইবে।

(৭) সি এণ্ড এফ এবং এফ ও বি ভিত্তিতে আমদানি- সি এণ্ড এফ অথবা এফ ও বি ভিত্তিতে জল, স্থল ও আকাশ পথে পণ্য আমদানি করা যাইবে। তবে, এফ ও বি ভিত্তিতে আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে এতদসম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার যথাযথভাবে মানিয়া চলিতে হইবে। ঋণপত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বা কোন বাংলাদেশী ইনসুরেন্স কোম্পানী হইতে প্রয়োজনীয় ইন্সুরেন্স কভার নোট ক্রয় করিতে হইবে। সি, আই, এফ ভিত্তিতে কোন প্রকার পণ্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে আমদানি করা যাইবে না, যদি না সংশ্লিষ্ট বিদেশী ঋণচুক্তি বা প্রকল্প চুক্তিতে সি, আই, এফ, ভিত্তিতে আমদানীর জন্য সুনির্দিষ্ট শর্ত থাকে। তবে, কোন প্রবাসী বাংলাদেশী তাহার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় ও বিদেশী বিনিয়োগকারী ইক্যুইটি শেয়ার অংশের ক্যাপিটাল মেশিনারী ও কাঁচামাল সিআইএফ ভিত্তিতে প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৮)(ক) "কান্ট্রি অব অরিজিন" উল্লেখক্রমে আমদানি। -সকল প্রকার আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যের মোড়ক/পাত্র/কনটেইনারের গায়ে কান্ট্রি অব অরিজিন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে। আমদানি সংক্রান্ত দলিলাদির সংগে রপ্তানীকারক সংশ্লিষ্ট সরকার/অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ/সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত উৎস দেশ "কান্ট্রি অব অরিজিন" সংক্রান্ত সনদপত্র পণ্য খালাসের সময় শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে। তবে 'কান্ট্রি অব অরিজিন' এর এই শর্ত কয়লা ও রপ্তানীমুখী পোষাক শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। তুলা আমদানির ক্ষেত্রে প্রতি বেলের গায়ে 'কান্ট্রি অব অরিজিন' উল্লেখ করা প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু ফাইটো স্যানিটারী সার্টিফিকেটে 'কান্ট্রি অব অরিজিন' উল্লেখ থাকিতে হইবে। ইহা ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে যে সমস্ত শতভাগ রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত সেই সকল শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে 'কান্ট্রি অব অরিজিনের বাধ্যবাধকতা থাকিবে না।

(খ) ছাতক সিমেন্ট কারখানার জন্য কাঁচামাল হিসাবে চুনাপাথর আমদানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন চালান/লটে রজ্জু পথে আমদানিকৃত এবং নৌপথে আমদানিকৃত চুনা পাথরের জন্য রজ্জুপথে পরিবহণকৃত সরবরাহ তালিকা মোতাবেক এবং নৌ-পথের ক্ষেত্রে ঋণপত্রে উল্লেখিত পরিমাণের জন্য প্রত্যেক চালান/লটের পরিবর্তে রপ্তানীকারক সংশ্লিষ্ট সরকার/অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ/সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত উৎস দেশ 'কান্ট্রি অব অরিজিন' সংক্রান্ত সনদপত্র পণ্য খালাসের সময় শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট একবার দাখিল করিলেই চলিবে।

৫। অর্থের উৎস-(১)-নিম্নবর্ণিত উৎসের আওতায় পণ্য আমদানি করা যাইবে, যথা:-

(ক) নগদ—

(অ) নগদ বৈদেশিক মুদ্রা (বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে স্থিতি);

(আ) প্রবাসী বাংলাদেশীদের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব;

(খ) বৈদেশিক অর্থ সাহায্য (পণ্য সাহায্য, ঋণ, অনুদান);

(গ) পণ্য বিনিময়—বার্টার এবং বিশেষ বাণিজ্য ব্যবস্থা (এস, টি, এ)।

(২) বাণিজ্যিক আমদানিকারক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান তাহাদের জন্য বার্টার/এসটিএ'র অধীনে ঘোষিত ভিত্তি অনুপাতে নিজ নিজ প্রাপ্য হিস্যার ব্যবহার করিতে পারিবে।

(৩) সরকারের সুনির্দিষ্ট পূর্বানুমতিক্রমে সম্পাদিত বেসরকারী খাতের বিশেষ বাণিজ্য চুক্তির (এসটিএ) অধীনে পণ্য আমদানি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে করা যাইবে।

(৪) কেবল বর্তমানে বলবৎ চুক্তিসমূহের মেয়াদ অবসান না হওয়া পর্যন্ত এই অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (১) (গ) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৬। আমদানি ব্যয় খাতে অর্থের ব্যবস্থা—ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হইলে; প্রধানতঃ নগদ অর্থের অধীনেই আমদানি কারকগণকে আমদানি করিতে হইবে।

৭। আমদানি পদ্ধতি।—পণ্য আমদানির পদ্ধতি নিম্নরূপ হইবে, যথা :-

(১) আমদানি লাইসেন্স অনাবশ্যক-কোন পণ্য আমদানির জন্য আমদানি লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে না;

(২) এল, সি, এ, ফরমের মাধ্যমে আমদানি—ভিন্নরূপ নির্দেশ না থাকিলে, অর্থের উৎস নির্বিশেষে ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানির ক্ষেত্রে (এল, সি, ব্যাংক ড্রাফট, রেমিটান্স ইত্যাদি) এল, সি, এ, আবশ্যক হইবে;

(৩) ঋণপত্রের মাধ্যমে আমদানি—ভিন্নরূপ নির্দেশ না থাকিলে, শুধু অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্র (এল, সি) খুলিয়া আমদানি করিতে হইবে।

তবে দ্রুত পচনশীল খাদ্যদ্রব্য প্রতি চালানে মার্কিন ডলার পাঁচ হাজার হইতে সাত হাজার পাঁচশত মূল্যসীমায় স্থলপথে আমদানির ক্ষেত্রে এবং শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি মূল্যসীমা নির্বিশেষে আমদানির ক্ষেত্রে ঋণপত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইবে না। বিলম্বে পরিশোধের ভিত্তিতে ঋণপত্রের আওতায় আমদানির জন্য বর্তমানে প্রযোজ্য শর্তাবলী একইভাবে এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে এবং আমদানিকারককে বাংলাদেশ ব্যাংকে ঋণপত্র ব্যতিরেকে আমদানির জন্য নিবন্ধিত হইতে হইবে;

(৪) ঋণপত্র না খুলিয়া এল, সি, এ ফরমের মাধ্যমে আমদানি—নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে ঋণপত্র না খুলিয়া এল, সি, এ, ফরমের মাধ্যমে আমদানি করা যাইবে :

(ক) সাইট ড্রাফট অথবা ইউজেন্স বিলের ভিত্তিতে পুস্তক, জার্নাল, ম্যাগাজিন ও সাময়িকী আমদানি ;

(খ) বাংলাদেশ হইতে মূল্য পরিশোধ করিয়া বাৎসরিক অনধিক পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের যে কোন আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানি। তবে মায়ানমার হইতে অনধিক পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের আমদানিযোগ্য পণ্য একক চালানে ঋণপত্র ব্যতীত আমদানি করা যাইবে এবং সেই ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত বাৎসরিক সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার এর সীমা প্রযোজ্য হইবে না ;

(গ) যে সকল পণ্য সাহায্য, ঋণ ও অনুদানের অধীনে ঋণপত্র ব্যতিরেকে আমদানির জন্য সুনির্দিষ্ট ক্রয় পদ্ধতি রহিয়াছে উহাদের আমদানি ; এবং

(ঘ) স্বীকৃত এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ শিল্প কর্তৃক ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে পরিচালক, ঔষধ প্রশাসনের অনুমোদনক্রমে উৎপাদিত ঔষধের মান নির্ধারণ কাজে ব্যবহার্য "ইন্টারন্যাশনাল কেমিক্যাল রেফারেন্স" আমদানি ;

(৫) আমদানি পারমিট এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ক্লিয়ারেন্স পারমিট (জরিমানাসহ খালাসের নিমিত্তে) এর মাধ্যমে আমদানি—নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে এল, সি, এ ফরম এর অথবা ঋণপত্র খুলিবার প্রয়োজন হইবে না, তবে আমদানিকারককে আমদানি পারমিট অথবা ক্ষেত্রবিশেষে ক্লিয়ারেন্স পারমিট গ্রহণ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) ইউনেস্কো কুপন সমর্পন করিয়া পুস্তক, জার্নাল, ম্যাগাজিন, সাময়িকী এবং বৈজ্ঞানিক ও গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি আমদানি ;

(খ) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে আয় হইতে পরিশোধ প্রকল্পের অধীন কেবল বাংলাদেশ ব্যাংকের ছাড়পত্রের ভিত্তিতে আমদানি, যথা :—

(অ) আমদানিযোগ্য নতুন এবং অনধিক বার বৎসরের পুরাতন প্ল্যান্ট এবং মেশিনারী ;

(আ) নূতন অথবা অনধিক পাচ বৎসরের পুরাতন মটর গাড়ী ;

(ই) যে কোন পরিমাণ পরিবহণ ক্ষমতাসম্পন্ন নূতন অথবা অনধিক পনের বৎসরের পুরাতন রিফ্রিজারেটেড জাহাজসহ ইস্পাত অথবা কাঠের তৈরী মালবাহী ও যাত্রীবাহী জাহাজ, তবে সমুদ্রগামী জাহাজের ক্ষেত্রে অনধিক বিশ বৎসর পুরাতন জাহাজও আমদানিযোগ্য হইবে ;

(ঈ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র গ্রহণ করিয়া রপ্তানীমুখী শিল্প প্ল্যান্ট এবং মেশিনারী ;

(উ) সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য নতুন অথবা অনধিক বিশ বৎসরের পুরাতন জাহাজ ও ট্রলার ;

এই প্রকল্পের অধীন আমদানির অনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অনুমোদনপত্রের কপি প্রধান নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং আমদানিকারকগণ পণ্য আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহকারে প্রধান নিয়ন্ত্রকের নিকট পূর্বানুমতির জন্য আবেদন করিবেন;

(গ) বিদেশ হইতে প্রত্যাগত যাত্রী কর্তৃক ব্যাগেজ রুলসমূহের আওতায় অনুমতিযোগ্য মূল্যসীমার অতিরিক্ত পণ্য আমদানি, যদি উক্ত আমদানিকৃত পণ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাগেজ রুলের অধীন আমদানিযোগ্য হয়;

(ঘ) এই আদেশের ১৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মাত্রার অধিক পরিমাণ বিনা মূল্যের নমুনা, বিজ্ঞাপন সামগ্রী এবং উপহার দ্রব্যাদি আমদানি;

(ঙ) শুধু ভেষজ এবং ঔষধাদি (এ্যালোপ্যাথিক প্রডাক্ট) বোনাস পদ্ধতিতে এই শর্তে আমদানি যে, সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকগণ উক্ত আমদানির সুবিধা ভোক্তাগণকে ভোগ করিতে দিতে বাধ্য থাকিবেন। এই উদ্দেশ্যে পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন যথাযথ পদ্ধতি উদ্ভাবন করিবেন;

(চ) যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত/স্থাপিতব্য অনুমোদিত শিল্পের বিদেশী অংশীদারের মূলধন হিসাবে ক্যাপিটাল মেশিনারী আমদানি;

(ছ) পারমিট হইতে সুনির্দিষ্টভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয় নাই এইরূপ অন্যান্য পণ্য আমদানি।

(৬) বিলম্বিত মূল্য পরিশোধের (ডেফার্ড পেমেন্ট) ভিত্তিতে অথবা সরবরাহকারীর ঋণের বিপরীতে আমদানি—এই আদেশে বর্ণিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিধিবদ্ধ পদ্ধতির ভিত্তিতে বিলম্বিত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে অথবা সরবরাহকারীর ঋণের বিপরীতে মালামাল আমদানি করা যাইবে;

(৭) সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে আমদানি—শুধু প্রবাসী বাংলাদেশী কর্তৃক সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে যে কোন আমদানিযোগ্য পণ্য মূল্যসীমা নির্বিশেষে বাংলাদেশে বসবাসরত বাংলাদেশীর নামে প্রেরণ করা যাইবে এবং প্রাপকের নাম ও ঠিকানা আমদানি সংক্রান্ত দলিলে উল্লেখ করিতে হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কোন অনুমতি বা আমদানি পারমিট প্রয়োজন হইবে না।

(৮) ঋণপত্র খোলার সময়সীমা—ভিন্নতর নির্দেশ না থাকিলে, নগদ অর্থে আমদানির ক্ষেত্রে সকল আমদানিকারককে এল, সি, এ ফরম জারি/নিবন্ধনের একশত পঞ্চাশ দিনের মধ্যে ঋণপত্র খুলিতে হইবে। প্রধান নিয়ন্ত্রক উক্ত সময়সীমা উপযুক্ত মেয়াদ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন। বিদেশী ঋণ বা অনুদান এবং বার্টার/এগ, টি, এ এর অধীন প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ঘোষিত সময়-সীমার মধ্যে ঋণপত্র খুলিতে হইবে।

(৯) পণ্য জাহাজীকরণের সময়সীমা—(ক) ভিন্নরূপ নির্দেশ না থাকিলে, ব্যাংক কর্তৃক এল, সি, এ ফরম জারীর তারিখ অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবন্ধন ইউনিট কর্তৃক এল,সি,এ ফরম নিবন্ধনকরণের তারিখ হইতে যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে সতের মাস এবং অন্যান্য সকল পণ্যের ক্ষেত্রে নয় মাসের মধ্যে পণ্য জাহাজীকরণ করিতে হইবে। পণ্য ঋণ বা অনুদান এবং বার্টার বা এগ, টি, এ এর অধীন আমদানির ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ঘোষিত সময়সীমার মধ্যে পণ্য জাহাজীকরণ করিতে হইবে;

(খ) আমদানিকারকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির কারণে কোন পণ্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জাহাজীকরণ করা সম্ভব না হইলে সংশ্লিষ্ট বেইসের গুণাগুণের ভিত্তিতে প্রধান নিয়ন্ত্রক জাহাজীকরণের সময়সীমা উপযুক্ত মেয়াদের জন্য বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(১০) নিষেধাজ্ঞা বা বাধানিষেধ হওয়ার পর ঋণপত্রের উপর বিধিনিষেধ—কোন পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ অথবা শর্তযুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইলে মনোনীত ব্যাংক অথবা আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ সেই পণ্যের জন্য পূর্বের খোলা ঋণপত্রের জন্য জাহাজীকরণের সময়সীমা বর্ধন অথবা ঋণপত্রের সংশোধন অথবা পণ্যের মূল্য বা পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিবে না।

(১১) এল, সি, এ, ফরমের সহিত যে সকল দলিলপত্র দাখিল করা আবশ্যক—সরকারী এবং বেসরকারী উভয় খাতের আমদানিকারকগণ ঋণপত্র খুলিবার জন্য এল, সি, এ, ফরমের সহিত নিম্নলিখিত দলিলপত্র তাঁহাদের মনোনীত ব্যাংকে দাখিল করিবেন, যথা:—

(ক) আমদানিকারক কর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত ঋণপত্র দরখাস্ত ফরম;

(খ) ইনডেন্টর কর্তৃক মালামালের জন্য প্রদত্ত ইনডেন্ট অথবা বিদেশী সরবরাহকারী প্রদত্ত প্রোফরমা ইনভয়েস, যাহা প্রযোজ্য; এবং

(গ) ইনসিওরেন্স কভার নোট।

(১২) সরকারী খাতের আমদানিকারকগণ কর্তৃক যে সকল অতিরিক্ত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে—উপঅনুচ্ছেদ (১১) এ বর্ণিত কাগজপত্রাদির অতিরিক্ত হিসাবে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ অথবা কর্তৃপক্ষের, যেখানে যাহা প্রযোজ্য, মঞ্জুরীপত্রের সত্যায়িত প্রতিলিপি সরকারী খাতের আমদানিকারকগণকে দাখিল করিতে হইবে;

(১৩) বেসরকারী আমদানিকারকগণকে যে সকল অতিরিক্ত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে—উপ-অনুচ্ছেদ (১১) এ বর্ণিত কাগজপত্রাদি ছাড়াও নিম্নলিখিত কাগজপত্রাদি বেসরকারী খাতের আমদানিকারকগণকে দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

(ক) নিবন্ধনকৃত স্থানীয় বণিক ও শিল্প সমিতি অথবা সিলেট বাংলাদেশ ভিত্তিক বিশেষ ধরণের ব্যবসায়ের প্রতিনিধিত্বকারী শিল্প/বণিক সমিতি হইতে উহার বৈধ সদস্য হিসাবে প্রত্যয়নপত্র;

(খ) সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের জন্য আমদানি নিবন্ধন সনদপত্রের নবায়ন ফি পরিশোধের প্রমাণ পত্র;

(গ) আমদানিকারক পূর্ববর্তী বৎসরের আয়কর পরিশোধ করিয়াছেন অথবা আয়কর রিটার্ন দাখিল করিয়াছেন এই মর্মে তিন প্রস্ত ঘোষণাপত্র;

(ঘ) ব্যক্তিগত ব্যবহার ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে আমদানির ক্ষেত্রে ট্যাক্স আইডেনটিফিকেশন নম্বর (টি আই এন) গ্রহণের প্রমাণপত্র;

(ঙ) এই আদেশের অধীন প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক বিভিন্ন সময় জারিকৃত সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা নির্দেশের মাধ্যমে চাওয়া হইয়াছে বা হইবে এইরূপ কাগজপত্র এবং এই আদেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন দলিলপত্র;

(চ) সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বা বাংলাদেশী ইন্সুরেন্স কোম্পানীর কভার নোট এবং উহার বিপরীতে ষ্ট্যাম্পযুক্ত বীমা পলিসি, যাহা পণ্য খালাসের সময় শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(১৪) এল, সি, এ/এল, সি'র শর্ত/নিয়ম লংঘন—মনোনীত ব্যাংক কর্তৃক এল, সি, এ, ফরম প্রমাণিকরণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে তাহা নিবন্ধন, যেরূপ প্রযোজ্য, এবং ঋণপত্র খোলার পূর্বে অথবা এল, সি, এ ফরম/এল সি'র মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মালামাল জাহাজজাত করা হইলে তাহা এই আদেশ লংঘনক্রমে আমদানি হিসাবে গণ্য হইবে। মিথ্যা অথবা সঠিক নহে এইরূপ তথ্য প্রদান করিয়া অথবা জালিয়াতির মাধ্যমে প্রাপ্ত এল, সি, এ ফরম অবৈধ এবং বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ;

(১৫) ইনডেন্ট এবং প্রোফরমা ইনভয়েসের বিপরীতে আমদানি—নিবন্ধিত স্থানীয় ইনডেন্টর কর্তৃক জারিকৃত ইনডেন্ট অথবা বিদেশী উৎপাদনকারী/বিক্রেতা/সরবরাহকারী কর্তৃক জারীকৃত প্রোফরমা ইনভয়েসের বিপরীতে ঋণপত্র প্রতিষ্ঠা করা যাইবে।

৮। এল, সি, এ ফরমের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের অনুসরণীয় পদ্ধতি।—এল, সি, এ ফরম গ্রহণ বা জারি করার ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহকে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(১) মনোনীত ব্যাংক কর্তৃক এল, সি, এ, ফরম গ্রহণ—(ক) বেসরকারী খাতে স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং নিবন্ধিত বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণ কর্তৃক মালামাল আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলার জন্য এল, সি, এ ফরম ও আনুষঙ্গিক কাগজ-পত্রাদি তাহাদের নিজ নিজ মনোনীত ব্যাংকে দাখিল করিতে হইবে ;

(খ) বেসরকারী সকল আমদানিকারকের নিকট হইতে এল, সি, এ ফরম গ্রহণ করিবার সময় মনোনীত ব্যাংক এই মর্মে নিশ্চিত হইবে যে, সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের বৈধ আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (আই, আর, সি) রহিয়াছে, সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের জন্য প্রদেয় নবায়ন ফি যথাযথভাবে পরিশোধ করা হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেজারী চালানের বিবরণ উক্ত আমদানিকারকের আই, আর, সি'তে যথারীতি রেকর্ড করা হইয়াছে। বেসরকারী খাতের কোন আমদানিকারককে আই, আর, সি হইতে সুনির্দিষ্টভাবে অব্যাহতি প্রদান করা না হইলে বৈধ অথবা বৈধভাবে নবায়নকৃত আই, আর, সি ব্যতীত তাহার এল, সি, এ ফরম গ্রহণ করা যাইবে না অথবা ঋণপত্র প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না ;

(গ) নতুন শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে ক্যাপিটাল মেশিনারী এবং প্রাথমিক যন্ত্রাংশ আমদানির জন্য আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (আই, আর, সি) ছাড়াই এল, সি, খোলা যাইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রকের নিকট হইতে আই, আর, সি অব্যাহতি-পত্র গ্রহণের প্রয়োজন নাই। অবাধ সেক্টরভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় ক্যাপিটাল মেশিনারী ও যন্ত্রাংশ আমদানির জন্য পোষকের কোন আনুষ্ঠানিক অনুমোদনপত্রের প্রয়োজন হইবে না ;

(২) আই, টি, সি নম্বর লিপিবদ্ধকরণ—যথাযথভাবে আই, টি, সি নম্বর লিপিবদ্ধ না করিয়া ব্যাংক কোন এল, সি, এ ফরম অথবা এল, সি, কার্যকর করিবে না। তফসিলী ব্যাংকগুলি উপরোক্ত ব্যবস্থা পালন করিতেছে কি না সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক লক্ষ্য রাখিবে ;

(৩) এল, সি এ, ফরম নিবন্ধন—নগদ বৈদেশিক মুদ্রা, পণ্য ঋণ, অনুদান এবং অন্যান্য যে সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবন্ধণ প্রয়োজন সে সকল ক্ষেত্রে মনোনীত

ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রেশন ইউনিটের নিকট পাঁচ কপি এল, সি, এ ফরম নিবন্ধনের জন্য প্রেরণ করিবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের রেজিষ্ট্রেশন ইউনিট নিবন্ধনের পর এল, সি, এ, ফরমের ১ম ও ২য় কপি সংশ্লিষ্ট মনোনীত ব্যাংকের নিকট এবং ৩য় ও ৪র্থ কপি সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট নিরীক্ষা ও রেকর্ডের জন্য পনের দিনের মধ্যে প্রেরণ করিবে;

(৪) সরকারী বরাদ্দের বিপরীতে যে সকল এল, সি, এ ফরম নিবন্ধনের আবশ্যকতা নাই সেই সকল ক্ষেত্রের বিধান—ঋণ, অনুদান, বিনিময় অথবা বিশেষ বাণিজ্য চুক্তির অধীন আমদানির যে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবন্ধনের প্রয়োজন নাই, সেই ক্ষেত্রে মনোনীত ব্যাংক, আমদানিকারকের এল, সি, এ, ফরমে উল্লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এল, সি, এ, ফরম/এল সি, দরখাস্ত ফরম এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দলিলপত্র নির্ধারিত ব্যাংকের নিকট এল, সি, খুলিবার অনুরোধ জানাইয়া প্রেরণ করিবে এবং নির্ধারিত ব্যাংক তখন এল, সি, খুলিয়া সংশ্লিষ্ট এল, সি, এ, ফরমের ৩য় ও ৪র্থ কপি আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট পনের দিনের মধ্যে অবশ্যই প্রেরণ করিবে;

(৫) নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় এল, সি, এ, ফরম—নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানির জন্য যে সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব অনুমোদনক্রমে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করা হইবে শুধু সেই সকল ক্ষেত্রে নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় জারীকৃত এল, সি, এ, ফরম বাংলাদেশ ব্যাংকের রেজিষ্ট্রেশন ইউনিটে নিবন্ধন করিতে হইবে। জারীকৃত সকল এল, সি, এ ফরমের উপরের দিকে ডান কোণে "নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় ইস্যুকৃত" মর্মে সুস্পষ্ট রাবার ষ্ট্যাম্পের ছাপ দিতে হইবে। যে ব্যাংক নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় ইস্যুকৃত এল, সি, এ ফরমের বিপরীতে ঋণপত্র খুলিবে সেই ব্যাংকে ঋণপত্র খোলার পর সংশ্লিষ্ট এল, সি, এ, ফরমের ৩য় ও ৪র্থ কপি সংশ্লিষ্ট এলাকার আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট পনের দিনের মধ্যে অবশ্যই প্রেরণ করিবে;

(৬) আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের রেকর্ডভুক্তির জন্য, ঋণপত্রের কপি প্রেরণ—ঋণপত্র খোলার পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণপত্রের একটি পঠনযোগ্য কপি এবং সংশোধনী হইয়া থাকিলে উহার একটি কপি সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট তাহাদের রেকর্ডভুক্তির জন্য পনের দিনের মধ্যে প্রেরণ করিবে;

(৭) বেসরকারী আমদানিকারক কর্তৃক দাখিলকৃত আয়কর ঘোষণাপত্র প্রেরণ—সংশ্লিষ্ট বেসরকারী আমদানিকারকের মনোনীত ব্যাংক আমদানিকারক কর্তৃক দাখিলকৃত আয়কর ঘোষণাপত্রের একটি কপি নিজের কাছে রাখিবে এবং অপর একটি কপি পরিচালক (গবেষণা এবং পরিসংখ্যান), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকার নিকট প্রেরণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

আমদানি সংক্রান্ত ফিস

১। আমদানি সম্পর্কিত ফিস।—(১) এল, সি, এ/পারমিট ফিস (মাসুল)-এতদসম্পর্কিত অন্য কোন আদেশে যাহাই থাকুক না কেন, অর্থের উৎস নির্বিশেষে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে এল, সি, এ/পারমিট ফিস প্রদেয় নহে। এল, সি, এ/পারমিট ফিস প্রদানের ক্ষেত্রে শুল্কায়নের উদ্দেশ্যে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরূপিত মূল্যই পণ্যের মূল্য বলিয়া গণ্য হইবে। ঋণপত্রের মূল্য উপরোক্ত মওকুফযোগ্য মূল্যসীমার অধিক না হইলেও যদি শুল্কায়নের উদ্দেশ্যে নিরূপিত মূল্য উক্ত মূল্যসীমার অধিক হয় তাহা হইলে এল, সি, এ বা পারমিট ফিস যথারীতি প্রদান করিতে হইবে। Licences and Permits Fees Order, 1985—এর Paragraph-4 অনুসারে অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য না হইলে, উক্ত মওকুফযোগ্য মূল্যসীমার অধিক মূল্যের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কায়নের উদ্দেশ্যে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরূপিত মূল্যের উপর শতকরা আড়াই ভাগ হারে এল, সি, এ বা পারমিট ফিস প্রদান করিতে হইবে। এই ফিস "—1/1731/0001/1801" হিসাব খাতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ হইতে পণ্য খালাসের পূর্বে আমদানি শুল্ক, সারচার্জ ইত্যাদি প্রদানের সময় একই সংগে অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে। আমদানি শুল্ক, সারচার্জ ইত্যাদি প্রদেয় না হইলেও এল, সি, এ বা পারমিট ফিস প্রদান করিতে হইবে, যদি উপরোক্ত বিধান অনুসারে এল, সি, এ বা পারমিট ফিস প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত না হয় অথবা সুনির্দিষ্টভাবে অব্যাহতি দেওয়া না হয়। প্রদেয় এল, সি, এ বা পারমিট ফিস পরিশোধ ব্যতিরেকে কোন আমদানিকৃত পণ্য শুল্ক কর্তৃপক্ষ খালাস করিবে না। এল, সি, এ, বা পারমিট ফিস বাবদ প্রত্যেক মাসে জমাকৃত টাকার বিবরণ সংশ্লিষ্ট সকল শুল্ক কর্তৃপক্ষ পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঢাকাস্থ আমদানি ও রপ্তানী প্রধান নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করিবে এবং এইরূপ মাসিক হিসাব প্রেরণের সময় চলতি অর্থ বৎসরের মোট পুঞ্জীভূত হিসাবও উল্লেখ করিবে।

(২) নিবন্ধন সনদপত্র নবায়ন বাবদ ফিস—(ক) ১৯৯৭-৯৮ হইতে ২০০১—০২ অর্থ বৎসরের জন্য বাণিজ্যিক এবং শিল্প খাতের আমদানিকারকগণকে বার্ষিক মোট আমদানি মূল্য-সীমার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত চারটি শ্রেণীতে শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে এবং তাহাদের নিবন্ধন (আই, আর, সি) ও নবায়ন ফিস নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে, যথা:—

শ্রেণী নং	বার্ষিক মোট আমদানির সর্বোচ্চ মূল্য সীমা	প্রাথমিক নিবন্ধন ফিস	বার্ষিক নবায়ন ফিস
(ক)	ট ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ	ট ৫০০.০০	ট ৫০০.০০
(খ)	ট ১৫.০০ (পনের) লক্ষ	ট ১,৫০০.০০	ট ১,৫০০.০০
(গ)	ট ৫০.০০ (পঞ্চাশ) লক্ষ	ট ৩,০০০.০০	ট ৩,০০০.০০
(ঘ)	ট ৫০.০০ (পঞ্চাশ) লক্ষের উর্ধ্বে	ট ৫,০০০.০০	ট ৫,০০০.০০

(খ) যে কোন আমদানিকারক তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী উপরোক্ত চারটি শ্রেণীর মধ্যে যে কোন একটি শ্রেণীর আমদানিকারক হিসাবে নিবন্ধনের জন্য লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের বরাবরে আবেদন জানাইবেন এবং নির্ধারিত ফিস পরিশোধের প্রমাণ স্বরূপ ট্রেজারী চালানের মূল কপি এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র আবেদনপত্রের সহিত যথারীতি দাখিল করিবেন। প্রত্যেক আমদানিকারক-এর আই, আর, সি-তে নবায়ন ফিসের হার এবং বার্ষিক মোট আমদানির সর্বোচ্চ মূল্যসীমা সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সীল-স্বাক্ষর-সহ রেকর্ড করিয়া দেওয়া হইবে।

(গ) ইতোমধ্যে নিবন্ধিত সকল শ্রেণীর আমদানিকারকগণ উপরোক্ত চারটি শ্রেণীর মধ্যে কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন, সেই বিষয়ে লিখিত দরখাস্তের দুইকপি নিজ নিজ মনোনীত ব্যাংকের নিকট আই, আর, সি এর মূল কপিসহ দাখিল করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত নবায়ন ফিস যথাযথ রশিদ নিয়া মনোনীত ব্যাংকে নগদ টাকায় প্রদান করিবেন। ব্যাংক-সমূহ নবায়ন ফিস বাবদ গৃহীত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা নাই সেখানে সোনালী ব্যাংকে "1/1731/0001/1801"—হিসাব খাতে পৃথক পৃথকভাবে জমা দিবে। ব্যাংক কর্তৃক বার্ষিক নবায়ন ফিসের হার ও বার্ষিক মোট আমদানির সর্বোচ্চ মূল্য সীমা আমদানিকারকের আই আর সি'তে সীল স্বাক্ষরসহ রেকর্ড করা হইবে এবং আই, আর, সি, এর মূলকপি আমদানিকারককে ফেরত দেওয়া হইবে। আমদানি কারকের দরখাস্তের এক কপি মনোনীত ব্যাংক নিজের নিকট রাখিবে এবং অপর এক কপি নবায়ন ফিস প্রদান সম্পর্কিত ট্রেজারী চালানের মূলকপি বিভিন্ন শ্রেণীর আমদানিকারকের পৃথক পৃথক তালিকাসহ সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে প্রেরণ করিবে।

(ঘ) কোন প্রকার সারচার্জ ব্যতিরেকে আমদানিকারকগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের জন্য উক্ত অর্থ বৎসরের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখ পর্যন্ত নবায়ন ফিস পরিশোধযোগ্য। তবে উক্ত তারিখের পূর্বে পণ্য সামগ্রী আমদানির উদ্দেশ্যে কোন প্রকার ঋণপত্র খুলিতে আগ্রহী হইলে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে প্রথমে নির্ধারিত হারে উক্ত বৎসরের জন্য নবায়ন ফিস যথাযথভাবে পরিশোধ করিতে হইবে। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে নবায়ন ফিস প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে বকেয়া নবায়ন ফিসসহ নিম্নোক্ত হারে সার-চার্জ প্রদান করিতে হইবে, যথা :—

এক বৎসর বা উহার কম বিলম্বের জন্য সারচার্জ।	এক বৎসরের উর্ধ্বে কিন্তু দুই বৎসরের উর্ধ্বে নহে এইরূপ বিলম্বের জন্য সারচার্জ।	দুই বৎসরের উর্ধ্বে কিন্তু তিনি বৎসরের উর্ধ্বে নহে এইরূপ বিলম্বের জন্য সারচার্জ।
৳ ৫০.০০	৳ ১০০.০০	৳ ২০০.০০

(ঙ) উপরোক্ত চারটি শ্রেণীর মধ্যে নিবন্ধিত কোন আমদানিকারক উচ্চতর শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হইয়া বর্ধিত অংকের আমদানি সুবিধা গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে তিনি উচ্চতর শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য নবায়ন ফিসের অবশিষ্ট অংশ উপরোক্ত পদ্ধতিতে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করিবে এবং মনোনীত ব্যাংকের নিকট এই উদ্দেশ্যে দুই কপি আবেদনপত্র দাখিল করিবেন। আই, আর, সি, তে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর পর ব্যাংক কর্তৃক আবেদনপত্রের এক কপি নবায়ন ফিসের অবশিষ্ট অংক প্রদান সম্পর্কিত ট্রেজারী চালানের মূল কপিসহ প্রেরণপূর্বক বিষয়টি সংশ্লিষ্ট

আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে। কোন আমদানিকারক তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বার্ষিক সর্বোচ্চ মূল্যসীমার অতিরিক্ত অংকের পণ্য সামগ্রী আমদানির জন্য ঋণপত্র খুলিতে পারিবেন না। এই শর্ত লংঘিত হইলে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক ও তাহার মনোনীত ব্যাংক উভয়েই সমভাবে দায়ী হইবেন।

(চ) নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে আই, আর, সি প্রদানের জন্য প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরে সুপারিশ প্রেরণ করিবার সময় বার্ষিক সর্বোচ্চ মূল্যসীমার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কোন শ্রেণীর আমদানিকারক হিসাবে নিবন্ধিত করিতে হইবে সেই বিষয়ে পোষক কর্তৃপক্ষ (বিনিয়োগ বোর্ড/বিসিক/বেপজা) তাহাদের সুপারিশপত্রে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করবেন।

(ছ) ইনডেন্টর এবং রপ্তানীকারকগণ নিম্নবর্ণিত হারে নিবন্ধন ও নবায়ন ফিস প্রদান করিবেন, যথা:—

	প্রাথমিক নিবন্ধন ফিস	নবায়ন ফিস
ইনডেন্টর	৳ ১০,০০০.০০	৳ ৩,০০০.০০
রপ্তানীকারক	৳ ১,০০০.০০	৳ ১,০০০.০০

ইনডেন্টরগণ যথাযথ রশিদ নিয়া তাহাদের নিজ নিজ মনোনীত ব্যাংকে নগদ টাকায় নিবন্ধন সনদ পত্র নবায়ন ফিস প্রদান করিবেন। ব্যাংকসমূহ নবায়ন ফিস বাবদ গৃহীত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা নাই সেখানে সোনালী ব্যাংকে দফা (গ) এ বর্ণিত হিসাব খাতে পৃথক পৃথকভাবে জমা দিবে এবং জমাকৃত চালানের মূল কপি রেকর্ড এবং যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক আমদানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে প্রেরণ করিবে। রপ্তানীকারকগণ নিজ নিজ নবায়ন ফিস বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা নাই সেখানে সোনালী ব্যাংকে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে উপরোক্ত হিসাব খাতে জমা দিবেন এবং জমাকৃত চালানের মূলকপি রপ্তানী নিবন্ধন সনদপত্রসহ এই ফিস প্রদানের বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক আমদানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে প্রেরণ করিবেন।

(জ) কোন সারচার্জ ব্যতিরেকে ইনডেন্টর এবং রপ্তানীকারকগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের জন্য উক্ত অর্থ বৎসরের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখ পর্যন্ত নবায়ন ফিস পরিশোধযোগ্য। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে নবায়ন ফিস প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে বকেয়া নবায়ন ফিসসহ নিম্নোক্ত হারে সারচার্জ প্রদান করিতে হইবে, যথা :—

	এক বৎসর বা উহার কম বিলম্বের জন্য সার চার্জ।	এক বৎসরের উর্ধ্বে কিন্তু দুই বৎসরের উর্ধ্বে নহে এইরূপ বিলম্বের জন্য সারচার্জ	দুই বৎসরের উর্ধ্বে কিন্তু তিন বৎসরের উর্ধ্বে নহে এইরূপ বিলম্বের জন্য সার চার্জ।
ইনডেন্টর	৳ ২৫০.০০	৳ ৫০০.০০	৳ ১০০০.০০
রপ্তানীকারক	৳ ৫০.০০	৳ ১০০.০০	৳ ২০০.০০

যে সকল ইনডেন্টর নবায়ন ফিস জমা দিয়া নিবন্ধন সনদপত্র নবায়ন করিবেন তাহাদের তালিকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক আঞ্চলিক আমদানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে প্রেরণ করিবে।

(ঝ) তিন বৎসরের অধিক সময়ের জন্য নবায়ন ফিস প্রদানে ব্যর্থ হইয়াছেন এইরূপ আমদানিকারক, রপ্তানীকারক ও ইনডেন্টরগণের নিবন্ধন সনদপত্র নবায়নের আবেদন গুণাগুণের ভিত্তিতে প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিবিধ বিধানাবলী

১০। যৌথ আমদানি—সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী আমদানিকারকগণ তাঁহাদের সুবিধা মত এক বা একাধিক দলে যৌথভাবে আমদানি করিতে পারিবেন। তবে শিল্প ভোক্তাগণ কেবল মাত্র অন্য শিল্প ভোক্তার সহিত গোষ্ঠিভুক্ত হইতে পারিবেন এবং বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণ অপর বাণিজ্যিক আমদানিকারকের সহিত এক বা একাধিক গোষ্ঠিভুক্ত হইতে পারিবেন। যৌথভাবে আমদানির পদ্ধতি পরিশিষ্ট—৩ এ দেওয়া হইয়াছে।

১১। প্রকৃত ব্যবহারকারী কর্তৃক আমদানি—আমদানিকারক হিসাবে নিবন্ধিত নহে এইরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান শুধু নিজ ব্যবহারের জন্য কোনরূপ অনুমতি ব্যতিরেকে সর্বোচ্চ মার্কিন ডলার দুই হাজার পর্যন্ত মূল্যের অবাধে আমদানিযোগ্য পণ্য নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানি করিতে পারিবেন। মার্কিন ডলার দুই হাজার এর অধিক কিন্তু মার্কিন ডলার পাঁচ হাজার পর্যন্ত মূল্যের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। মার্কিন ডলার পাঁচ হাজার এর অধিক মূল্যের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারী কর্মচারী এবং বর্তমানে বলবৎ কোন আইনের অধীনে সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারী খাতের বিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের কর্মচারীগণের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে। তবে তাহাদিগকে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা সংস্থা প্রধানের নিকট হইতে এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে যে, আমদানিতব্য পণ্য আবেদনকারীর প্রকৃত ব্যবহারের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে। প্রকৃত ব্যবহারকারীগণ কর্তৃক আমদানীকৃত পণ্য আমদানির তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে বিক্রয় করা যাইবে না।

১২। প্রবাসী পেশাজীবি কর্তৃক আমদানি—প্রবাসী বাংলাদেশী পেশাজীবীগণ (ডাক্তার, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী ইত্যাদি) বিদেশে উপার্জিত নিজ অর্থ হইতে মূল্যসীমা নির্বিশেষে নিজ পেশাগত কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে পারিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কোন অনুমতি বা পারমিট প্রয়োজন হইবে না।

১৩। নমুনা, বিজ্ঞাপন সামগ্রী এবং উপহার দ্রব্য আমদানী—(১) প্রতি অর্থ বৎসরে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি এবং পারমিট ব্যতিরেকেই বিনা মূল্যে যথার্থ উপহার দ্রব্য, বিজ্ঞাপন সামগ্রী এবং নমুনা আমদানি করা যাইবে, যথা:—

আমদানিকারকের শ্রেণী	দ্রব্যাদি	আমদানি পারমিট/পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে যে পরিমাণ/সি এণ্ড এফ মূল্য পর্যন্ত আমদানি করা যাইবে।
১	২	৩
এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের আমদানিকারক/ইন-ডেন্টর এবং এজেন্ট।	ভেষজ এবং ঔষধাদি (এ্যালোপ্যাথিক)।	টা: ৫০,০০০·০০ (পঞ্চাশ হাজার) মাত্র।
সকল আমদানিকারক, ইনডেন্টর এবং এজেন্ট।	অন্যান্য নমুনা এবং বিজ্ঞাপন সামগ্রী।	টা: ৫০,০০০·০০ (পঞ্চাশ হাজার) মাত্র।
বাংলাদেশে নিয়োজিত বিদেশী প্রস্তুতকারকের এজেন্ট।	ভোক্তাগণের নিকট পরিচিতির উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের জন্য নূতন ব্রাণ্ডের পণ্য।	টা: ৫০,০০০·০০ (পঞ্চাশ হাজার) মাত্র।
ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	যথার্থ উপহার সামগ্রী	টা: ১৫,০০০·০০ (পনের হাজার) মাত্র।
	সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের ব্যবসায়ের সহিত জড়িত অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে ডায়েরী, পুস্তিকা, পোষ্টার, দিনপঞ্জী, প্রচারপত্র, কারিগরী পুস্তিকা এবং কোম্পানীর নাম মুদ্রিত/খোদাইকৃত বলপেন, চাবির রিং এবং লাইটার বিজ্ঞাপন সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।	

(২) রপ্তানির উদ্দেশ্যে নূতন নূতন ডিজাইনের সামগ্রী উৎপাদনের সুবিধার্থে অথবা বিদেশী ক্রেতাদের পছন্দ অনুযায়ে স্থানীয়ভাবে মালামাল উৎপাদনের সুবিধার্থে প্রতি অর্থ বৎসরে প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি ও পারমিট ছাড়া বিনামূল্যে নমুনা আমদানির জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর রপ্তানীকারকগণ নিম্নরূপ সুবিধা পাইবেন, যথা:—

ক্রমিক নং।	রপ্তানিকারকের শ্রেণী	নমুনা আমদানির বার্ষিক মূল্যসীমা/সর্বোচ্চ সংখ্যা।	মন্তব্য
(১)	রপ্তানিমুখী তৈরী পোষাক শিল্প	ক্যাটাগরী প্রতি ২০ (বিশ)টি করিয়া সর্বোচ্চ ১০০ (একশত)টি নমুনা।	
(২)	রপ্তানীমুখী যন্ত্রচালিত জুতা শিল্প।	সর্বোচ্চ ১০০ (একশত) জোড়া নমুনা।	
(৩)	রপ্তানিমুখী ট্যানারি শিল্প	সর্বোচ্চ ১০০ (একশত)পিস পাকা চামড়ার নমুনা।	
(৪)	অন্যান্য রপ্তানিকারক/উৎপাদক	মার্কিন ডলার ১০০০ (এক হাজার) মাত্র।	ই,পি,বি, হইতে প্রত্যয়ন পত্র। সুপারিশপত্র দাখিল সাপেক্ষে।

রপ্তানি অর্ডার সম্পাদনের জন্য এইরূপ নমুনা আমদানির প্রকৃত প্রয়োজন হইলে এবং সংশ্লিষ্ট বিদেশী সরবরাহকারী বিনামূল্যে তাহা সরবরাহ করিতে সম্মত না হইলে, সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক/উৎপাদনকারীগণ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর সুপারিশ ও প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি-ক্রমে উপরোল্লিখিত নিজ নিজ মূল্য/পরিমাণের মধ্যে নগদ বৈদেশিক মুদ্রার অধীনে স্বাভাবিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মূল্য পরিশোধ করিয়াও নমুনা আমদানি করিতে পারিবেন। রপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্য প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনবোধে নিষিদ্ধ বা শর্তযুক্ত দ্রব্যাদিও উপরে উল্লেখিত নিজ নিজ মূল্য/পরিমাণ এর মধ্যে নমুনা হিসাবে আমদানি করা যাইবে।

উপ-অনুচ্ছেদ (১) এবং এই উপ-অনুচ্ছেদ-এ বর্ণিত মূল্যসীমার অতিরিক্ত পণ্য আমদানি করার প্রয়োজন হইলে প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি এবং আমদানি পারমিট গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) তৈরী অবস্থায় আমদানি নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি স্থানীয়ভাবে সংযোজন/উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট সেকটরের স্বীকৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানু-মতিক্রমে এইরূপ পণ্যের প্রত্যেক প্রকার মডেল অনূর্ধ দুইটি করিয়া বিনামূল্যে আমদানি করা যাইবে। বিদেশী সরবরাহকারীর স্থানীয় এজেন্টগণও টেণ্ডারে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়ো-জন হইলে এইরূপ সামগ্রী নমুনা হিসাবে আমদানির অনুরূপ সুবিধা পাইবে।

(৪) আমদানিকারক, ইন্ডেন্টর এবং বিদেশী প্রস্তুতকারকের এজেন্ট কর্তৃক আমদানি পারমিট/পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে বিনামূল্যে নমুনা ও বিজ্ঞান সামগ্রী হিসাবে নূতন ব্রাণ্ডের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কোন মূল্যসীমা থাকিবে না।

(৫) প্রবাসী বাংলাদেশীগণ কর্তৃক দেশে অবস্থানরত নিজ পরিবারের সদস্যদের ব্যব-হারের জন্য অবাণিজ্যিক পরিমাণে প্রেরিত পাঁচ হাজার টাকা মূল্যসীমা পর্যন্ত উপহার সামগ্রী (নিষিদ্ধ ও শর্তযুক্ত তালিকাভুক্ত পণ্যসহ) কোন প্রকার পারমিট ব্যতিরেকে প্রদেয় শুল্ক ও কর যথারীতি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক কর্তৃপক্ষ হইতে সরাসরি ছাড় করা যাইবে। উল্লেখিত মূল্যসীমার মধ্যে প্রতি অর্থ বৎসরে আমদানিকৃত কোন একটি পণ্যের সংখ্যা ইলেকট্রনিক সামগ্রীর ক্ষেত্রে একটির অধিক এবং অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে পাঁচটির অধিক হইবে না।

১৪। পুনঃ রপ্তানির জন্য অস্থায়ী আমদানি—বিদেশী প্রস্তুতকারীগণের এজেন্ট এবং প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশে প্রদর্শনের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অস্থায়ীভাবে তাহাদের প্রিন্সিপাল অথবা প্যারেন্ট কোম্পানীর যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম আমদানি করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) এইরূপ প্রদর্শনীর জন্য আনীত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম এক বৎসরের মধ্যে পুনঃ রপ্তানি করিতে হইবে;

(খ) এইরূপ দ্রব্যাদি সময়মত পুনঃ রপ্তানি করা হইবে, এই শর্তে আমদানিকারক শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক মুচলেকা এবং একটি ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা আইনগত দলিল মাল খালাসের সময় দাখিল করিবেন;

(গ) বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অথবা অন্য কোন সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে ফেরতের ভিত্তিতে যে সমস্ত সরঞ্জাম/সামগ্রী আমদানী করিবার প্রয়োজন হয়, তাহাতে কোন নিষিদ্ধ কিংবা শর্তযুক্ত পণ্য অন্তর্ভুক্ত থাকিলে ঐ সকল পণ্য প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতিক্রমে অস্থায়ী ভিত্তিতে আমদানী করা যাইবে;

(ঘ) দফা (গ)-এ উল্লেখিত পুনঃ রপ্তানির ভিত্তিতে আমদানিকৃত সরঞ্জাম/সামগ্রী (নিষিদ্ধ ও শর্তযুক্ত পণ্য ব্যতিরেকে) যে কোন স্থানীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতিক্রমে রেয়াতি শুল্ক হস্তান্তর করা যাইবে।

১৫। রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় (ই, পি, জেড) আমদানি এবং তথা হইতে রপ্তানি—(১) রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় আমদানি এবং তথা হইতে রপ্তানি এই আদেশের বহির্ভূত থাকিবে। রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় বাংলাদেশের বাহিরে অন্য কোন দেশ হইতে আমদানি অথবা তথা হইতে বিদেশে রপ্তানি সম্পর্কিত ব্যাংকিং ও শুল্ক পদ্ধতি যথাক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত নির্দেশাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় আমদানি এবং তথা হইতে রপ্তানি বিষয়ক সকল পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রক্ষিত হইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) ও (৫)-এ উল্লেখিত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা এবং উক্ত এলাকার বাহিরে বাংলাদেশের অন্য যে কোন স্থানের মধ্যে পণ্য চলাচল প্রচলিত আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ রেগুলেশন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৪) ই, পি, জেড, এলাকায় ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে ক্রয় করিবার প্রয়োজন আছে এইরূপ পণ্যের তালিকা ই, পি, জেড, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণয়ন করিবার পর (জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনাপত্তির ভিত্তিতে) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হইবে। উক্ত তালিকায় যে কোন পরিবর্তন বা সংশোধন একই পদ্ধতিতে করা যাইবে। এই তালিকা মোতাবেক বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে পণ্য ক্রয় বাবদ ই, পি, জেড, এলাকায় অবস্থিত শিল্পসমূহকে তাহাদের বৈদেশিক মুদ্রার একাউন্ট হইতে কনভার্টিবল মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে। প্রতি বৎসর, প্রতি অর্ধ বৎসর বা প্রতি তিন মাস সময়কালে স্থানীয় ভাবে কত টাকার দ্রব্যাদি ক্রয় করা যাইবে তাহা উল্লেখক্রমে ই, পি, জেড, কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট শিল্প ইউনিটের অনুকূলে একটি পাস বুক ইস্যু করিবে। পাস বুকের প্রকরণ ও হিসাব পদ্ধতি ই, পি, জেড, কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের শুল্ক কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনাক্রমে ঠিক করিবেন। এইভাবে একটি পাস বুকের মূল্যসীমা শেষ হইয়া গেলে ই, পি, জেড, কর্তৃপক্ষ নূতন মূল্যসীমা এনডোর্স করিবে অথবা নূতন পাস বুক ইস্যু করিবে।

(৫) ই, পি, জেড এলাকার যে সকল যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য এলাকার বাহিরে আনার প্রয়োজন হইবে সেইগুলির জন্য ই, পি, জেড, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় "ইন পাস" ও 'আউট পাস" ইস্যু করিবে। এই পাসের ভিত্তিতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ যথাযথ রেজিষ্টারে এন্ট্রি করিয়া সেইগুলি মেরামতের উদ্দেশ্যে বাহিরে আনিবার ও মেরামত শেষে ভিতরে নিবার অনুমতি প্রদান করিবে। তবে বাহিরে ও ভিতরে আনানেওয়ার হিসাব ও ডকুমেন্টেশন পদ্ধতি ই, পি, জেড কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম শুল্ক কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার মাধ্যমে স্থির করিবে।

১৬। মানুষের খাদ্য দ্রব্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অতিরিক্ত শর্তাদি।—(১) যে কোন দেশে উৎপন্ন দুগ্ধ, দুগ্ধজাত খাদ্য দ্রব্যাদি, ভোজ্যতৈল ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে উহাদের পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত সব্জি বীজ সরাসরি খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে সেই সমস্ত সব্জি বীজ আমদানির ক্ষেত্রেও তেজস্ক্রিয়তার পর্যায় পরীক্ষা বাধ্যতামূলক :

তবে শর্ত থাকে যে, আন্তর্জাতিক মানের হোটেলসমূহ এবং ডিপ্লোম্যাটিক বণ্ডেড ওয়্যার হাউজসমূহ তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা ছাড়াই উহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদি আমদানি করিতে পারিবে।

তবে এইরূপ আমদানিতব্য খাদ্যসামগ্রী যে বাংলাদেশে নির্ধারিত গ্রহণযোগ্য তেজস্ক্রিয়তা মাত্রার মধ্যে রহিয়াছে, সেই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে যে দেশে উক্ত খাদ্য সামগ্রী উৎপাদিত ও প্যাকেটজাত করা হইয়াছে সেই দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অথবা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরীক্ষা এজেন্সির নিকট হইতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করিয়া বিল অব লেডিং এর সাথে দাখিল করিতে হইবে। ইহাছাড়া আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য গ্রাহক বা অতিথিদের নিকট বিক্রয় বা পরিবেশন করার পূর্বে উহা যে মানুষের খাওয়ার উপযোগী তাহা হোটেল কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট ডিপ্লোমেটিক বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করিবেন।

(২) যে কোন দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে শিপিং ডকুমেন্টের সহিত রপ্তানিকারক দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ প্রতিবেদন বাধ্যতামূলকভাবে থাকিতে হইবে এবং এই প্রতিবেদন তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষায় আমদানিতব্য দ্রব্যটির আহাজীকরণ অবস্থায় প্রতি কিলোগ্রামে সিজিয়াম-১৩৭ এর মাত্রা কি পরিমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। অবশ্য ইহাছাড়াও খাদ্যদ্রব্য মানুষ-এর খাওয়ার উপযোগী এই সাধারণ সার্টিফিকেটও প্রয়োজন হইবে।

(৩) উল্লেখিত খাদ্য দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে লোড পোর্ট হইতে আহাজজাত খাদ্যসামগ্রীর নমুনা সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করার প্রয়োজন হইবেনা।

(৪) যে কোন দেশ হইতে আমদানিতব্য উল্লেখিত খাদ্য দ্রব্যের তেজস্ক্রিয়তার পর্যায় পরীক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে, যথা :—

(ক) আমদানিতব্য উল্লিখিত খাদ্যসামগ্রী আহাজীকরণের পূর্বে সরবরাহকারীর পরীক্ষণ এজেন্ট অথবা ক্রেতা/প্রাপকের পরীক্ষণ এজেন্ট এই সমস্ত খাদ্য দ্রব্যের তেজস্ক্রিয়তার পর্যায় পরীক্ষা করাইবার বন্দোবস্ত করিবেন। ক্রেতা/প্রাপক বা তাহার পরীক্ষণ এজেন্ট উপরোক্ত পণ্যবাহী কোন আহাজ—

বাংলাদেশী বন্দরে আগমনের পূর্বেই তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র কুরিয়ার সার্ভিস যোগে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নির্ধারিত সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য সীমা অপেক্ষা অধিক হইলে উক্ত খাদ্যসামগ্রী আহাজজাত করা যাইবে না। তবে যে সমস্ত খাদ্য ইউরোপীয় দেশে উৎপন্ন নহে এবং তৃতীয় কোন দেশে প্যাকেটজাত/টিনজাত অথবা আহাজজাত ও নহে সে সমস্ত খাদ্যসামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র কুরিয়ার সার্ভিসযোগে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করার প্রয়োজন হইবে না। তবে, আমদানিতব্য খাদ্যসামগ্রীর তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণের একটি প্রতিবেদন (এই প্রতিবেদনে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষায় আমদানিতব্য দ্রব্যাদির প্রতি কিলোগ্রামে সিজিয়াম-১৩৭ কি মাত্রায় পাওয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ থাকিতে হইবে) এবং উক্ত খাদ্যসামগ্রী যে মানুষের খাওয়ার উপযোগী' সেই মর্মে সার্টিফিকেট, বিল অব লেডিং (বি, এল) এর সংগে প্রেরণ করিতে হইবে।

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এবং দফা (ক) এ বর্ণিত শর্তাদি সন্তোষজনকভাবে পূরণ করার পরই শুল্ক বিভাগ ও বন্দর কর্তৃপক্ষ আহাজ হইতে সংশ্লিষ্ট মাল জেটিতে নামাইবার অনুমতি প্রদান করিবে ;

(গ) আহাজ বন্দরে পৌছার পর আমদানিকারকের প্রতিনিধি এবং বন্দর কর্তৃপক্ষ (বন্দর এলাকা হইতে নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে) অথবা আহাজের মাষ্টার (বহির্নোংগর বা বয়ারিং-এ আহাজ থাকিবার ক্ষেত্রে যেখানে Special Appraisement করা হইবে)

এর উপস্থিতিতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ জাহাজযোগে প্রেরিত মালামালের প্রয়োজনীয় সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ করিবে এবং নমুনা যথাযথভাবে Packing করিবার পর উহার সহিত বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত প্রোফর্মা সম্বলিত হাউবোর্ডের একটি ট্যাগ লাগাইবে। উক্ত ট্যাগে নমুনা সংগ্রহে জড়িত কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, আমদানিকারকদের প্রতিনিধি, বন্দর কর্তৃপক্ষ ও জাহাজের মাষ্টারের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট থাকিতে হইবে। এইভাবে প্যাকিং ও ট্যাগিংসহ নমুনাটি সংগ্রহকারী কাষ্টমস কর্মকর্তা কাষ্টমস নমুনারুমে পাঠাইয়া দিবেন। নমুনারুমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাষ্টমস কর্মকর্তা সকল নমুনার যথাযথ রেকর্ড রাখিবেন এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট যথাযথ রেকর্ড রক্ষণ ও স্বাক্ষর গ্রহণ সাপেক্ষে হস্তান্তর করিবেন। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ঐ সকল নমুনা পরীক্ষণের ফলাফল নমুনারুমে হস্তান্তর করার ব্যবস্থা করিবেন। কোন নমুনা অফিস সময়ের পর সংগৃহীত হইলে তাহা দায়িত্বপ্রাপ্ত কাষ্টমস কর্মকর্তার ব্যক্তিগত তদারকিতে থাকিবে এবং পর দিন অফিস খোলার সংগে সংগে তিনি তাহা নমুনারুমে হস্তান্তরিত করিবেন। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রতিনিধি যথাযথ খবর সাপেক্ষে সকাল বেলায় নমুনারুম হইতে ঐ নমুনা সংগ্রহ করিবেন এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষণ শেষে পরীক্ষণ ফলাফল রিপোর্ট কাষ্টমস-এর নমুনারুমে পাঠানোর ব্যবস্থা করিবেন। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রতিনিধি নমুনারুম হইতে দিনে দুইবার অর্থাৎ সকাল ও বিকালে নমুনা সংগ্রহ করিবেন।

(৫) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পরীক্ষায় আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য তেজস্ক্রিয়তার সীমা গ্রহণযোগ্য সীমার উর্ধে প্রমাণিত হইলে প্রেরিত মালামাল খালাস করা হইবে না। এবং রপ্তানিকারক/পরিবহনকারী তাহা নিজ ব্যয়ে ফেরত লইতে বাধ্য থাকিবেন।

(৬) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর দফা (ক), (খ) ও (গ) এ বর্ণিত পরীক্ষণ পদ্ধতি যে কোন দেশে উৎপন্ন দুগ্ধ, দুগ্ধখাদ্য, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, ভোজ্য তেল ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী অন্য কোন দেশে টিনজাত প্যাকেটজাত বা জাহাজীকরণ করা হইলে সেই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(৭) উপ-অনুচ্ছেদ (২), (৪) (ক), (৪)(খ) এবং (৫) এ বর্ণিত শর্তগুলি সংশ্লিষ্ট এল, সি/ক্রয় চুক্তিতে সন্নিবেশিত হইবে।

(৮) আমদানিকৃত খাদ্যসামগ্রী বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক পরীক্ষার পর উহার তেজস্ক্রিয়তা গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে রহিয়াছে এইরূপ প্রত্যয়নপত্র পাওয়ার পরই কেবল শুল্ক কর্তৃপক্ষ যথা নিয়মে তাহা ছাড় করিবার অনুমতি দিবেন।

(৯) উল্লিখিত খাদ্যদ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উৎস নির্বিশেষে এইরূপ খাদ্যদ্রব্য ক্ষেত্র অনুসারে "মানুষের খাওয়ার উপযোগী" এই মর্মে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র শিপিং ডকুমেন্টের সহিত অবশ্যই সংযোজন করিতে হইবে।

(১০) মালয়েশিয়ায় উৎপন্ন এবং মালয়েশিয়া ও সিংগাপুর হইতে আমদানিকৃত/আমদানিতব্য পাম অয়েল, পাম ওলিন ও আরবিডি পাম ষ্টীয়ারিনের কোন তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে না। তবে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন মাঝে মাঝে বাজার হইতে উক্ত দ্রব্যাদির নমুনা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিবেন এবং তাহাতে ক্ষতিকর মাত্রার তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া গেলে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হইবে।

(১১) আমদানিকৃত পাম অয়েল; পাম ওলিন ও আর বিডি পাম ষ্টিয়ারিনের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ কর্তৃক পরীক্ষা করাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্য শুল্ক কর্তৃপক্ষ, বন্দর কর্তৃপক্ষ, সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের মনোনীত কর্মকর্তা এবং আমদানিকারক ও তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পাম অয়েল, পাম ওলিন ও আর বি ডি পাম ষ্টিয়ারিনের নমুনা সংগ্রহ করিবে এবং তাহা সীলকরিয়া বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ঢাকা-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিবে। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমদানিকৃত উক্ত দ্রব্যাদির নমুনা দ্বারা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন এবং তাহা আমদানি দলিলে উল্লেখিত পাম অয়েল/পাম ওলিন আর বি ডি পাম ষ্টিয়ারিন কিনা সেই সম্পর্কে একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন প্রদান করিবেন। সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের মনোনীত কর্মকর্তা বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের উক্ত প্রতিবেদন শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

(১২) আমদানিকৃত/আমদানিতব্য উল্লেখিত খাদ্য দ্রব্যাদির জেতফ্রিক্রয়তার পর্যায় পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় আমদানিকারকগণ বহন করিবেন। আমদানিকৃত/আমদানিতব্য আর বি ডি পাম ষ্টিয়ারিন, পাম অয়েল ও পাম ওলিন বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ কর্তৃক পরীক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয়ও আমদানিকারকগণ বহন করিবেন।

(১৩) সিগারেট, সিগারেট পেপার, পাইপের তামাক, হুইস্কি, বিয়ার ও অন্যান্য মদ জাতীয় পানীয়, কনসেনট্রেটেড এসেন্স, মদ্যসার, ঔষধ আমদানির ক্ষেত্রে কোন তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে না।

(১৪) আমদানিকৃত/আমদানিতব্য যে সমস্ত খাদ্যের তেজস্ক্রিয়তার সীমা এবং পরীক্ষণ পদ্ধতি খাদ্য মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করিয়াছে সেই সকল খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে এই আদেশে উল্লেখিত পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে না। খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিই সেই সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে অনুসৃত হইবে।

(১৫) দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্যের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য তেজস্ক্রিয়তার সীমা প্রতি কিলোগ্রামে সিজিয়াম-১৩৭ এর ৯৫ বি কিউ এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের জন্য সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য তেজস্ক্রিয়তার সীমা প্রতি কিলোগ্রামে সিজিয়াম-১৩৭ এর ৫০ বি, কিউ। আমদানিকৃত দ্রব্যাদিতে বিদ্যমান সিজিয়াম-১৩৭ এর তেজস্ক্রিয়তা কোন প্রকার তরলীকরণ, ঘণীভূতকরণ, বা প্রক্রিয়াকরণ ব্যতিরেকে যে অবস্থায় বন্দরে পৌছিবে তদবস্থায়ই বিবেচ্য হইবে। স্থানীয় দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে বাজারজাত অবস্থায় সিজিয়াম-১৩৭ এর তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ ধরা হইবে। এই সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য তেজস্ক্রিয়তার সীমা সরকার কর্তৃক সময় সময় পুনঃ নির্ধারিত হইতে পারিবে।

(১৬) সার্কভুক্ত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশসমূহ হইতে চাউল এবং খাদ্যদ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা সংক্রান্ত উপরোক্ত বাধ্যবাধকতা নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে শিথিলযোগ্য হইবে, যথা :—

(ক) আমদানিকৃত চাউল এবং খাদ্যদ্রব্য সার্কভুক্ত বা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় কোন দেশে উৎপন্ন হইতে হইবে এবং আমদানি সংক্রান্ত দলিলাদির সংগে রপ্তানিকারক দেশের সংশ্লিষ্ট সরকারী/অনুমোদিত সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত উৎস দেশ-সংক্রান্ত সনদপত্র (সার্টিফিকেট অব অরিজিন) শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে;

(খ) আমদানিকৃত চাউলের এবং খাদ্যদ্রব্যের মান ও গুণাগুণ মানুষের খাওয়ার উপযোগী মর্মে রপ্তানীকারক দেশের সরকারী/অনুমোদিত সংস্থা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করিতে হইবে।

(গ) সার্কভুক্ত দেশসমূহ হইতে দ্রুত পচনশীল খাদ্যসামগ্রী যথা—তাজা ফলমূল, মাছ, শাকসব্জী ইত্যাদী আমদানীর ক্ষেত্রে রপ্তানীকারক দেশের সরকার/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত তেজস্ক্রিয়তা সংক্রান্ত সনদ গ্রহণযোগ্য হইবে।

(১৭) হাঁস-মুরগীর খাদ্য ও পশুর খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অতিরিক্ত শর্তাদি হাঁস-মুরগীর খাদ্য ও পশুর খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে রপ্তানীকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন এবং উক্ত খাদ্যদ্রব্য হাঁস-মুরগী/পশুর খাওয়ার উপযোগী মর্মে প্রত্যয়নপত্র শিপিং ডকুমেন্টস এর সহিত বাধ্যতামূলকভাবে থাকিতে হইবে এবং এই প্রতিবেদনে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষায় আমদানিতব্য দ্রব্যের জাহাজীকরণ অবস্থায় প্রতি কিলোগ্রামে সিজিয়াম-১৩৭ এর মাত্রা কি পরিমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা সুস্পষ্টভাবে থাকিতে হইবে। উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী আমদানিতব্য দ্রব্যের তেজস্ক্রিয়তা গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকিলেই শুধু তাহা ছাড় করা যাইবে, অন্যথায় প্রেরণকারী নিজ ব্যয়ে সংশ্লিষ্ট চালান ফেরত নিতে বাধ্য থাকিবে।

ইহাছাড়া হাঁস-মুরগী/পশু খাদ্য আমদানীর জন্য ঋণপত্র খোলার সময় এই শর্তগুলি ঋণ-পত্রে উল্লেখ করিতে হইবে। হাঁস-মুরগী ও পশুর খাদ্যের আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বন্দরে পৌছার পর তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পুনরায় পরীক্ষা করার প্রয়োজন হইবে না।

১৮। শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আটককৃত মালামাল খালাস—শুল্ক কর্তৃপক্ষ আমদানিকৃত কোন পণ্যের চালান আটক করিলে, সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক চালানটি খালাসের জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষের বরাবরে প্রয়োজনীয় নির্দেশদানের অনুরোধ জানাইয়া প্রধান নিয়ন্ত্রকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। তবে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিতভাবে আপত্তি জানাইবার নব্বই দিনের মধ্যে এইরূপ আবেদন পত্র প্রধান নিয়ন্ত্রকের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে উক্ত সময়সীমার পরে দাখিলকৃত কোন আবেদনপত্র বিবেচনা করা হইবে না। এইরূপ আবেদনপত্রের সহিত শুল্ক কর্তৃপক্ষের লিখিত অথবা চালানটি আটক করার কারণ সম্বলিত আটক মেমো দাখিল করিতে হইবে। প্রধান নিয়ন্ত্রক এইরূপ কেসসমূহ আনুষংগিক সকল বিষয়াদি যথাযথ বিচার বিবেচনা করিয়া দ্রুত নিষ্পত্তি করিবেন।

১৯। রিভিষ্ট, আপীল এবং রিভিশনের উদ্দেশ্যে গৃহীত ক্ষেত্রসমূহে আমদানি সুবিধার দাবী।—কোন পণ্য সংশ্লিষ্ট সময়ে আমদানিযোগ্য না হইলে ১৯৭৭ সালের রিভিষ্ট, আপীল এবং রিভিশন আদেশের অধীন গৃহীত ক্ষেত্রসমূহে উক্ত পণ্য আমদানির কোন দাবী গ্রাহ্য হইবে না। এই সকল ক্ষেত্রে আমদানির অনুমোদন প্রচলিত আমদানী নীতি আদেশ মোতাবেক করা হইবে।

২০। "এই আদেশ লংঘনক্রমে আমদানি।—এই আদেশের কোন বিধান অথবা উহার অধীন প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত কোন প্রজ্ঞাপন লংঘন করিয়া কোন পণ্য আমদানি করিলে তাহা আইন এর বিধানাবলী লংঘনক্রমে আমদানি করা হইয়াছে বলিয়া পণ্য হইবে।

২১। এই আদেশের সংশোধন অথবা পরিবর্তন।—সরকার প্রয়োজনবোধে যে কোন সময় এই আদেশের যে কোন বিধান সংশোধন, পরিবর্তন অথবা শিথিল করিতে পারিবে।

২২। রপ্তানী সম্পর্কিত বিধানাবলী।—এই আদেশে রপ্তানী সম্পর্কিত যে সকল বিধান রহিয়াছে তাহা রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

শিল্প খাতে আমদানির সাধারণ বিধানাবলী

২৩। শিল্প খাতে আমদানির সাধারণ নিয়মাবলী।—(১) এই আদেশে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, যে সকল পণ্যের বাণিজ্যিক আমদানি নিষিদ্ধ এবং যাহাদের আমদানি একমাত্র শিল্প খাতের জন্য বৈধ, সেই সকল পণ্য নিয়মিত ভিত্তিতে অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়মিত স্বত্ব অনুসারে আমদানি স্বত্বের সর্বাধিক তিন গুণ পর্যন্ত আমদানি করা যাইবে। তবে এতদ্ব্যতীত ভিত্তিতে অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য উল্লেখিত শর্তযুক্ত পণ্য পোষক কর্তৃক সুপারিশকৃত উক্ত পণ্যের ষান্মাসিক অংকের দ্বিগুন পর্যন্ত আমদানি করা যাইবে। যে সকল শিল্প খাতের জন্য একাধিক শিফট উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে আমদানি স্বত্ব নির্ধারণ করা হইয়াছে সেই সকল খাতের অন্তর্ভুক্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বত্বে এইরূপ শর্তযুক্ত কোন কাঁচামাল বা মোড়ক সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত থাকিলে তাহা নিয়মিত ভিত্তিতে অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বার্ষিক আমদানি স্বত্বের ১০০% এবং এতদ্ব্যতীত ভিত্তিতে অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ষান্মাসিক আমদানি স্বত্বের ১০০% এর বেশী আমদানি করা যাইবে না। সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শর্তযুক্ত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট বার্ষিক প্রয়োজন অর্থ বৎসরের প্রারম্ভে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কর্তৃক অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লেখিত বিধানাবলী এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ শিল্প ও বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতিতে পরিচালিত রপ্তানিমুখী পোশাক, হোসিয়ারী, ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। উহাদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে অনুচ্ছেদ ২৪(৩) ও ২৪(৬) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৩) নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানি—উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন সরকারী বরাদ্দ ঘোষিত হয় নাই সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান উহাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, মোড়ক সামগ্রী এবং যন্ত্রাংশ নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় (শর্তযুক্ত/নিষিদ্ধ পণ্য সামগ্রী ব্যতীত) কোন নির্দিষ্ট সীমা ছাড়াই অবাধে আমদানি করিতে পারিবে।

(৪) শিল্পের ক্যাপিটাল মেশিনারী আমদানির জন্য এলসিএ/আইপি ফিস মওকুফ বেপজা, বিসিক ও বিনিয়োগ বোর্ড পোষক কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত পোষক কর্তৃপক্ষ সমূহের সুপারিশের মাধ্যমে শুল্ক কর্তৃপক্ষ Licences and Permits Fees Order, 1985 এর আওতায় ১০০% রপ্তানীমুখী শিল্প এবং দেশের অনুন্নত/স্বল্পোন্নত এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য ক্যাপিটাল মেশিনারী ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে এলসিএ/আইপি ফিস মওকুফের অনুমোদন দিবে।

২৪। শিল্প প্রতিষ্ঠানের পণ্যাদি আমদানির জন্য নির্ধারিত শর্তাবলী।—(১) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হোটেল কর্তৃক আমদানি—বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হোটেলসমূহ শর্তযুক্ত তালিকায় উল্লেখিত উহাদের জন্য আমদানিযোগ্য পণ্যসমূহ, বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিয়া আমদানি করিতে পারিবে। বিদেশ হইতে আমদানির পরিবর্তে প্রচলিত হারে শুল্ক ও কর প্রদান সাপেক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হোটেলসমূহ নির্ধারিত দ্রব্যাদি বাংলাদেশ পর্যটন

কর্পোরেশনের শুল্কমুক্ত বিপনি হইতেও ক্রয় করিতে পারিবে। উক্ত, আমদানি (স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত পণ্যসহ) এর জন্য উহাদিগকে নিম্ন বর্ণিত নিয়ম পালন করিতে হইবে, যথা :—

(ক) শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য পণ্যগুলির আমদানি সংশ্লিষ্ট হোটেল কর্তৃক বিগত বৎসরে অর্জিত মোট বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা বিশ ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে;

(খ) মোট অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সর্বোচ্চ শতকরা সাড়ে সাত ভাগের মধ্যে এ্যালকোহলিক বেভারেজ ও যন্ত্রাংশ আমদানি সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং অবশিষ্ট শতকরা সাড়ে বারো ভাগ অন্যান্য শর্তাধীনে আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানির জন্য ব্যবহার করা যাইবে; দফা (ক)-তে বর্ণিত শর্ত অনুসারে শর্তাধীনে আমদানিযোগ্য পণ্য সমূহের মোট আমদানির মূল্য অর্জিত মোট বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা বিশ ভাগের বেশী হইতে পারিবে না।

(গ) সংশ্লিষ্ট হোটেল কর্তৃক অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়কারী ব্যাংক-রেকর্ড করিবে; শর্তাধীনে আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলার সময় মনোনীত ব্যাংক হোটেল কর্তৃক ব্যবহৃত মুদ্রার হিসাব রেকর্ড করিবে;

(ঘ) শর্তাধীনে আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানির জন্য এল সি এ ফরম দাখিলের এবং ঋণপত্র খোলার পূর্বে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হোটেলসমূহ সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উহাদের আই আর সিতে প্রয়োজনীয় এনডোর্সমেন্ট করাইয়া নিবে।

(২) এম এস শীট ও প্লেট (হট রোল্ড), জি পি শীট, বি পি শীট, ষ্টেইনলেস ষ্টীল; সি আর সি এ শীট, টিন প্লেট, এম এস শীট ও সিলিকন শীট—(ক) স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য এম এস শীট, ষ্টেইনলেস ষ্টিল শীট, সি আর সি এ শীট, সিলিকন শীট, বি পি শীট বা টিন প্লেট (মিস প্রিন্ট) এর আমদানি স্বত্ব অন্তর্ভুক্ত থাকিলে সেকেণ্ডারী কোয়ালিটির এই সকল দ্রব্যও আমদানি করা যাইবে। এই সকল পণ্যের প্রাইম কোয়ালিটি ও সেকেণ্ডারী কোয়ালিটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য হইবে।

(খ) কোন প্রকার মূল্যসীমা, সাইজ, গেজ বা জিংক প্রলেপের পরিমাণের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই জি পি শীট বাণিজ্যিক আমদানিকারক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবাধে আমদানিযোগ্য হইবে। সেকেণ্ডারী কোয়ালিটির জি পি শীটও অবাধে আমদানিযোগ্য হইবে।

(৩) এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী—(ক) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত ফার্মাসিউটিক্যাল (এ্যালোপ্যাথিক) ঔষধ প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উহাদের বার্ষিক উৎপাদন কর্মসূচীর ভিত্তিতে পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন হইতে কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রীর বিবরণ, মূল্য ও পরিমাণ সম্বলিত তালিকা (ব্লকলিষ্ট) অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

(খ) ঔষধ শিল্পে আমদানির ক্ষেত্রে ব্লকলিষ্ট ব্যবহৃত হইবে। ব্লকলিষ্টে বর্ণিত শর্তযুক্ত তালিকাভুক্ত বা শর্তযুক্ত তালিকা বহির্ভূত কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী সংশ্লিষ্ট ব্লকলিষ্টে উল্লেখিত মূল্য ও পরিমাণ অনুসারে যথারীতি আমদানি করা যাইবে। উক্ত ব্লকলিষ্ট বহির্ভূত কোন পণ্য অবাধে আমদানিযোগ্য হইলেও সংশ্লিষ্ট ঔষধ শিল্প কর্তৃক উহা আমদানি করা যাইবে না।

(গ) ঔষধ শিল্পের যে সকল কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে পরিচালক, ঔষধ প্রশাসনের অনুমোদনের অতিরিক্ত কোন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণের শর্ত এই আদেশে উল্লেখ রহিয়াছে ঐ সকল কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের

অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। অনুমোদিত ব্লকলিষ্ট এর অনুলিপি যথারীতি পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট এবং প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরে সরবরাহ করিতে হইবে।

(ঘ) আমদানিকৃত কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানি সংক্রান্ত ইনভয়েস ও কাঁচামালের বিশ্লেষণ প্রতিবেদন পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন এজেন্ট (Pre-shipment Inspection Agent) এর নিকট হইতে প্রতিটি পণ্যের পরিমাণ, মূল্য ও গুণাগুণ সম্পর্কে সনদপত্রের ভিত্তিতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ ছাড় প্রদান করিবে।

(৪) আর বি ডি পাম ষ্টিয়ারীণ—(ক) সাবান শিল্পের অধীনে স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে পোষকের সুনির্দিষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতে কেবল উহাদের আমদানি-স্বত্ব অনুসারে এই পণ্যটি আমদানি করিতে দেওয়া হইবে।

(খ) আর বি ডি পাম ষ্টিয়ারীণ অর্থের উৎস নির্বিশেষে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানি-যোগ্য হইবে না।

(৫) এডহক আইডন্টিউটি অপারেটর, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুর খামার (পোলট্রি এণ্ড ডেয়ারী ফার্ম) এবং মাছ ধরা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পণ্যাদির আমদানি—শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত নহে এইরূপ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ অপারেটর, মাছ ধরা প্রতিষ্ঠান এবং হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুর খামার উহাদের প্রয়োজনমত আমদানিযোগ্য পণ্যসমূহ কাহারও সুপারিশ/অনুমতি ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবে। তবে এইরূপ আমদানির জন্য অত্র আদেশের শর্তাদি ও নিয়মাবলী যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।

(৬) রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্যাদি আমদানি—(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার আলোকে নিশ্চয়কৃত ও অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্রের ভিত্তিতে তৈয়ারী পোশাক রপ্তানীর জন্য বণ্ডেড অয়ার হাউজ পদ্ধতির অধীন পরিচালিত স্বীকৃত তৈয়ারী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী (নিষিদ্ধ ও শর্তযুক্ত তালিকাভুক্ত পণ্যসহ) আমদানি করিতে পারিবে। তবে গ্রে-কাপড় ছাড়া অন্যান্য কাপড় আমদানির ক্ষেত্রে কেবল বিশ গজ বা তদূর্ধ্ব পরিমাণে নিয়মিত ও অবিচ্ছিন্ন থান কাপড় আমদানি করা যাইবে। এই ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে টুকরা কাপড় বা যে কোন আকারের কাটা কাপড় আমদানি করিতে দেওয়া হইবে না। অধিকন্তু, ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের অধীন স্টেপল পিন আমদানি করা যাইবে না। গ্রে-কাপড় আমদানির ক্ষেত্রে এই আদেশের অনুচ্ছেদ ২৪ (৭) (খ) এ বর্ণিত বিধান প্রযোজ্য হইবে। তবে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের অধীনে চারশত গ্রামের ডুপ্লেক্স বোর্ড (গ্রে-ব্যাক) পাস বইতে এন্ট্রি করিয়া আমদানি করা যাইবে। কলার ও ব্যাক বোর্ড হিসাবে ব্যবহার্য স্বল্পতর পুরুত্বের (ই পি বি কর্তৃক ধার্যকৃত) ডুপ্লেক্স বোর্ড পাস বইতে এন্ট্রি করিয়া ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে আমদানি করা যাইবে।

এই ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান মনোনীত ব্যাংকে যথাযথভাবে পূরণকৃত এলসিএ ফরম দাখিল করিয়াও ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানি করিতে পারিবে। এই ব্যবস্থায় ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে আমদানিকৃত কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী খালাস করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আই পি/সি পি নিতে হইবে না। তৈয়ারী পোশাক শিল্পের অধীনে এইরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহকে

রপ্তানি আদেশ সম্পাদনের জন্য বিনা মূল্যে (অন নো কষ্ট বেসিস) নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে কাঁচামাল আমদানি করিতে দেওয়া হইবে, যথা :—

(অ) প্রতিটি কেইস পৃথকভাবে কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে বিবেচনা করা হইবে এবং ইহার জন্য বাংলাদেশ হইতে কোন বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করা যাইবে না ;

(আ) তৈরারী সামগ্রী রপ্তানির ব্যাপারে প্রাক-জাহাজজাত পরিদর্শন সার্টিফিকেট চাওয়া হইলে তাহা ক্রেতার খরচে প্রস্তুতকরতঃ রপ্তানি সম্পাদন করার সময় দাখিল করিতে হইবে ; তবে এইরূপ ক্ষেত্রে রপ্তানির উদ্দেশ্যে তৈরারী পোশাক প্রত্যাখ্যান করা যাইবে না ;

(ই) তৈরারী পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের সম্পূর্ণ পরিমাণ/অংক বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন করিতে হইবে। মূল্য সংযোজনের ন্যূনতম হার নিম্নরূপ হইতে হইবে, যথা :

(১) নীটপোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের ন্যূনতম হার হইবে শতকরা পঁচিশ ভাগ ;

(২) সকল নন-কোটা ক্যাটাগরীর ওভেন পোষাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য সংযোজনের হার হইবে শতকরা পঁচিশ ভাগ;

(৩) কোটা ক্যাটাগরীর প্রতি ডজন এফওবি চল্লিশ মার্কিন ডলার পর্যন্ত মূল্যের ওভেন পোষাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য সংযোজনের হার হইবে শতকরা পঁচিশ ভাগ ;

(৪) প্রতি ডজন এফওবি চল্লিশ মার্কিন ডলারের অধিক মূল্যের কোটা ক্যাটাগরীর ওভেন পোষাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য সংযোজনের হার হইবে শতকরা পঁচিশ ভাগ। তবে কোনক্রমেই ডজন প্রতি মূল্য সংযোজন হার মার্কিন-ডলারের কম হইবে না;

(৫) অধিকতর উচ্চ মূল্যের পোষাক রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের হার কোটা ও নন-কোটা অনুযায়ী শতকরা বিশ এবং পনের ভাগ হইবে। তবে এই ক্ষেত্রে প্রতি ডজনের এফওবি মূল্য ষাট মার্কিন ডলার বা তাহার অধিক হইতে হইবে;

(৬) সকল প্রকার স্যুয়েটার রপ্তানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য সংযোজনের হার হইবে শতকরা পঁচিশ ভাগ ; এবং

(৭) সকল প্রকার শিশু পোষাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য সংযোজনের হার হইবে শতকরা বিশ ভাগ।

(ঈ) কনসাইনমেণ্ট ভিত্তিতে আমদানিকৃত সামগ্রীর বর্ণনা, পরিমাণ ও মূল্য অবশ্যই ইনভয়েসে উল্লেখ করিতে হইবে।

তবে, রপ্তানীমুখী তৈরারী পোষাক শিল্প কতৃক বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতিতে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে আমদানিকৃত কাঁচামাল, মোড়ক সামগ্রী ও গ্রে-কাপড় এবং সাদা কাপড় ডাইং ও প্রিন্টিং করাইবার জন্য ইণ্টার বণ্ড ট্রান্সফার এর মাধ্যমে হস্তান্তর/স্থানান্তর করা

যাইবে না। বণ্ডের ওয়্যার হাউজ পদ্ধতিতে পরিচালিত রপ্তানিমুখী তৈয়ারী পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক শুধু রোল বা থান আকারে নীটেড কাপড় আমদানি করিতে হইবে।

(খ) অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজনের হার এবং ঐ সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানি ঋণপত্রের নীট এফ,ও,বি মূল্যের বিপরীতে কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রজ্ঞাপিত সর্বোচ্চ শতাংশ পর্যন্ত ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র স্থাপন করা যাইবে।

(গ) নিশ্চয়কৃত ও অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্রের ভিত্তিতে স্পেশালাইজড টেক্সটাইল পণ্যাদি রপ্তানির জন্য বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতির অধীন পরিচালিত স্বীকৃত স্পেশালাইজড টেক্সটাইল শিল্পসমূহ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণে কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী (নিষিদ্ধ ও শর্তযুক্ত তালিকাভুক্ত পণ্যসহ) আমদানি করিতে পারিবে। ইহার জন্য প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হইবে না।

(ঘ) নিশ্চয়কৃত ও অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্রের ভিত্তিতে হোসিয়ারী ও নিটেড পোষাক দ্রব্যাদি রপ্তানির জন্য বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতির অধীনে পরিচালিত স্বীকৃত রপ্তানীমুখী হোসিয়ারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমানের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী (নিষিদ্ধ ও শর্তযুক্ত তালিকাভুক্ত পণ্যসহ) আমদানি করিতে পারিবে। ইহার জন্য প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হইবে না। তবে, এই ধরণের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে থান অথবা রোল (in rolls) আকারে অথবা যে কোন আয়তনের টুকরা আকারে কাটা কোন প্রকারের হোসিয়ারী নিটেড (Knitted) বা ওভেন (Woven) কাপড় আমদানি করিতে দেওয়া হইবে না। হোসিয়ারী এবং অন্যান্য নিটেড গুডস খাতের জন্য রোল (in rolls) আকারে স্যুয়েটার, জাম্পার, পুলওভার ও মাফলার এবং টুকরা আকারে নিটেড কাপড়সহ সকল প্রকার নিটেড কাপড় রোল আকারে বা থান আকারে আমদানি যোগ্য হইবে না।

(ঙ) রপ্তানিমুখী তৈয়ারী পোষাক/হোসিয়ারী ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল ব্যতীত অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে পোষকের সুপারিশের ভিত্তিতে এবং প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতিক্রমে সুনির্দিষ্ট রপ্তানি আদেশ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হইলে নিষিদ্ধ বা শর্তাধীন আমদানিযোগ্য কাঁচামাল, মোড়ক সামগ্রী এবং যন্ত্রাংশ রপ্তানিমুখী শিল্প-সমূহকে আমদানির অনুমতি দেওয়া হইবে। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহকে আমদানিকৃত নিষিদ্ধ অথবা শর্তাধীন আমদানিযোগ্য পণ্য/পণ্যসমূহের মূল্যের শতকরা একশত ভাগ ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করিতে হইবে। তবে, যে সকল রপ্তানিমুখী শিল্প বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ লাইসেন্সের অধীনে পরিচালিত উহাদের ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিলের প্রয়োজন হইবে না।

(চ) বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতির অধীনে পরিচালিত অন্যান্য সকল সেক্টরের স্বীকৃত প্রস্তুতকারী ও রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে উহাদের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানি করিতে পারিবে। এই বিধান প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারক ও পরোক্ষ রপ্তানিকারক উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে।

(ছ) প্রচ্ছন্ন রপ্তানীমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণ পত্রের বিপরীতে বণ্ডেড ওয়্যার হাউজের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানি করা যাইবে।

(ঙ) বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতির আওতায় পরিচালিত কেবল ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণ পত্রের বিপরীতে অথবা চার মাসের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং মোড়ক সামগ্রী "মাষ্টার রপ্তানি ঋণ পত্র" (master export L/C) ছাড়াই আমদানি করিতে পারিবে এবং এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণ পত্রের মাধ্যমে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অথরাইজেশনের প্রয়োজন হইবে না। প্রচলিত বিধান অনুযায়ী রপ্তানি ঋণপত্র ছাড়াও চুক্তির বিপরীতে ব্যাংক গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সাইট/ইউজেন্স ঋণ পত্রের মাধ্যমে কাচামাল আমদানি করা যাইবে।

(চ) তৈয়ারী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বস্ত্রের কণ্টেইনারে/চালানে বিচ্ছিন্ন কিছু টুকরা বা কাটা কাপড় পাওয়া গেলে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পূর্ণ কণ্টেইনার বা চালান আটক না করিয়া কেবলমাত্র কাটা বা টুকরা কাপড়ের অংশগুলিই আটক করিতে হইবে।

(ছ) তৈয়ারী পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রপ্তানি আদেশ সম্পাদনের জন্য আমদানিকৃত এমব্রয়ডার্ড কাপড়, ব্যাজ, লেবেল, ষ্টিকার্স ও প্যাচ এর ক্ষেত্রে বিশ গজের নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে না।

(জ) রপ্তানিমুখী তৈয়ারী পোশাক/বস্ত্র শিল্পের জন্য ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ক্রেতা/সরবরাহকারী কর্তৃক কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী যদি জাহাজীকরণ করা হয় তাহা হইলে ইহা আমদানি নীতি লংঘন হিসাবে গণ্য হইবে না, যদি বাংলাদেশী আমদানিকারক কর্তৃক এইরূপ জাহাজীকরণের পরপরই এতদসম্পর্কিত তথ্য সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয় এবং মালামাল বহনকারী জাহাজ বহির্নোংগরে পৌছাইবার পূর্বে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

(ঝ) বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ লাইসেন্স প্রাপ্তি সাপেক্ষে ১০০% রপ্তানিমুখী অলংকার উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে ঋণপত্র খোলার প্রয়োজন হইবে না। উক্তরূপে ঋণপত্র না খুলিয়া আমদানিকৃত উপকরণ ছাড়করণের জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঞ) বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতির অধীনে পরিচালিত করোপটেড কার্টন, থ্রেড, পলিব্যাগ বাটার ফ্লাই লেবেল, ইন্টারলাইনিং, গামটেপ ইত্যাদি প্রস্তুত কারক ১০০% রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি সুবিধার পাশাপাশি পূর্ববর্তী প্রক্রিয়া অর্থাৎ বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ এর আওতায় এস ই এম পদ্ধতিতে আমদানির ব্যবস্থাও চালু থাকিবে।

(৭) গ্রে-কাপড় (ক) স্বীকৃত টেক্সটাইল ফিনিশিং (মেকানাইজড) ইউনিট কর্তৃক ব্যাক-টু-ব্যাক এল সি'র বিপরীতে বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতিতে সকল প্রকার গ্রে-কাপড় এই শর্তে আমদানি করা যাইবে যে আমদানিকৃত সমস্ত গ্রে-কাপড় ফিনিশিং ডাইং বা প্রিন্টিং এর পর রপ্তানীমুখী পোষাক শিল্পকে সরবরাহ করিতে হইবে অথবা তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদেশে রপ্তানী করিতে হইবে। আমদানিকৃত গ্রে-কাপড় ফিনিশিং, ডাইং বা প্রিন্টিং-এর পর সরাসরি বিদেশে রপ্তানি করা হইলে একই অর্থ বৎসরে আমদানিকৃত গ্রে-কাপড়ের সমপরিমাণ স্থানীয় গ্রে-কাপড় ফিনিশিং, ডাইং বা প্রিন্টিং এর পর রপ্তানীমুখী পোষাক শিল্পের নিকট সরবরাহ করিতে হইবে অথবা বিদেশে রপ্তানী করিতে হইবে। তবে আমদানিকৃত গ্রে-কাপড় ফিনিশিং, ডাইং বা প্রিন্টিং এর পর রপ্তানিমুখী পোষাক শিল্পের নিকট সরবরাহ করা হইলে সমপরিমান স্থানীয় গ্রে-কাপড় ব্যবহারের শর্ত প্রযোজন হইবে না। গ্রে-কাপড় আমদানি সম্পর্কিত উল্লেখিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পালনের বিষয়ে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো মনিটর করিবে।

(খ) স্বীকৃত টেক্সটাইল ফিনিশিং (মেকানাইজড) ইউনিট ছাড়াও রপ্তানীমুখী পোষাক প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাক-টু-ব্যাক এল সি'র বিপরীতে ও বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতিতে নিজ নিজ শুল্ক পাসবুকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কাষ্টমস এস আর ও অথবা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ইউটিলাইজেশন এক্সপার্ট কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অথবা সুপারিশকৃত পরিমাণ গ্রে-কাপড় শুধু পকেটিং এবং ইন্টারলাইনিং এর জন্য আমদানি করা যাইবে। তবে আমদানিকৃত উক্ত গ্রে-কাপড় দ্বারা তৈয়ারী পোষাক সম্পূর্ণরূপে বিদেশে রপ্তানী করতঃ বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী ঐ পরিমাণ গ্রে-কাপড় পাস বুকে অন্তর্ভুক্ত করাইয়া সমন্বয় করিতে হইবে।

(গ) সুনির্দিষ্ট রপ্তানি আদেশের বিপরীতে রপ্তানি শিল্পে ব্যবহার ও সরাসরি রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া গ্রে-কাপড় আমদানি করা যাইবে।

(ঘ) ১০০% রপ্তানিমুখী স্পেশালাইজড টেক্সটাইল (ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং, কেবল মাত্র যাহাদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত যোগ্যতা আছে, বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতিতে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র ব্যতিরেকেও চার মাসের প্রয়োজনীয় গ্রে-কাপড় (উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ৩৩%) দফা (ক)-তে বর্ণিত শর্তে আমদানি করা যাইবে।

(৮) পার্টস, একসেসরিজ ও কম্পোন্যান্টস এর আমদানি-সকল পার্টস, একসেসরিজ ও কম্পোন্যান্টস এর আমদানি নিষিদ্ধ বা শর্তাধীন আমদানিযোগ্য সেই গুলির মোশনারীর অখণ্ড ও অপরিহার্য অংশ হিসাবে আমদানিযোগ্য হইবে, তবে শর্ত এই যে সংশ্লিষ্ট মোশনারীও আমদানিযোগ্য হইতে হইবে।

(৯) ননীযুক্ত গুঁড়োদুধ-ননীযুক্ত গুঁড়োদুধ প্যাকিং/ক্যানিং সেক্টরের স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি স্বল্প পর্যন্ত টিনের পাত্রে/বৃহৎ মোড়কে আমদানি করা যাইবে। এই আদেশের ২৬(১) অনুচ্ছেদে ননীযুক্ত গুড়োদুধ আমদানির ক্ষেত্রে যে সকল তথ্যাদি টিনের পাত্রের উপর উল্লেখ করার শর্ত রাহিয়াছে তাহা এই ক্ষেত্রেও টিনের মোড়কের উপর যথাযথভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

এই আদেশের অধীন তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণের বিধানও এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণ কর্তৃক আমদানি

২৫। বাণিজ্যিক আমদানি—(১) বাণিজ্যিক আমদানি প্রধানতঃ নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় করিতে হইবে। তবে অর্থের সংস্থান সাপেক্ষে সরকারী বরাদ্দের বিপরীতেও বাণিজ্যিক পণ্য আমদানির জন্য অনুমতি দেওয়া যাইবে। সেই ক্ষেত্রে পণ্যের নাম ও তহবিলের উৎস এবং অন্যান্য শর্ত সময় সময় প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হইবে।

(২) বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক শিল্পের কাঁচামাল, মোড়ক সামগ্রী ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি—নিষিদ্ধ ও শর্তযুক্ত তালিকা বহির্ভূত সকল শিল্পের কাঁচামাল, মোড়ক সামগ্রী ও যন্ত্রাংশ নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অবাধে আমদানি যোগ্য হইবে।

(৩)* বিদেশী সংস্থা কর্তৃক বাণিজ্যিক আমদানি—কোম্পানী আইন ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীনে বাংলাদেশে রেজিষ্ট্রীকৃত বিদেশী কোম্পানী/সংস্থাগুলি তাহাদের বাণিজ্যিক আমদানি নিবন্ধন সনদপত্রের বিপরীতে আমদানিযোগ্য বাণিজ্যিক পণ্য প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি ছাড়াই আমদানি করিতে পারিবে। তবে বিদেশী কোম্পানী/সংস্থাগুলি এইরূপ বাণিজ্যিক পণ্য আমদানির পূর্বে প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানী দপ্তরকে লিখিত-ভাবে উক্ত পণ্য সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি (যথা পণ্যের এইচ এস কোড নম্বর, পণ্যের বিবরণ পরিমাণ, মূল্য, বিদেশী রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ইত্যাদি) অবহিত করিতে হইবে।

(৪) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ক্যাপিটাল মেশিনারী আমদানি—শিল্প ব্যবহার্য আমদানিযোগ্য ক্যাপিটাল মেশিনারী ও একসেসরিজ নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় কোন মূল্যসীমা ছাড়াই বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অবাধে আমদানি করা যাইবে।

২৬। কতিপয় বাণিজ্যিক পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তাবলী—(১) দুগ্ধজাত খাদ্য (মিল্ক ফুড)—নিম্নরূপ শর্ত সাপেক্ষে দুগ্ধজাত খাদ্য সামগ্রী আমদানি করা যাইবে, যথা:—

(ক) নলীযুক্ত দুগ্ধজাত খাদ্য/শিশুখাদ্য কেবল টিনের পাত্রে আমদানি করিতে হইবে;

(খ) নলীযুক্ত শিশুখাদ্যের টিনের উপর দৃশ্যমান স্থানে "মায়ের দুধের বিকল্প নাই" কথাটি বাংলায় সুস্পষ্টভাবে ও অপেক্ষাকৃত বড় হরফে লিখিত থাকিতে হইবে;

(গ) মিল্ক ফুডের টিনের উপর দুধের উপাদান এবং বিভিন্ন উপকরণের আনুপাতিক হার বাংলায় লিখিত থাকিতে হইবে;

(ঘ) প্রতিটি টিনের পাত্রের গায়ে মিল্ক ফুড প্রস্তুতের তারিখ ও মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ বাংলা বা ইংরেজীতে সুস্পষ্টভাবে এমবস (Emboss) করা থাকিতে হইবে, ইহা ছাড়া প্রতিটি টিনের গায়ে মিল্ক ফুড এর প্রকৃত ওজন (Net Weight) বাংলা বা ইংরেজীতে লিখিত থাকিতে হইবে;

(ঙ) উপরের (খ), (গ) ও (ঘ) দফাসমূহে বর্ণিত শর্তাবলী টিনের গায়ে এমবস করা থাকিতে হইবে এবং উহা কোন ক্রমেই পৃথকভাবে লেবেল ছাপাইয়া তাহা টিনের গায়ে লাগানো যাইবে না;

(চ) শিশু খাদ্যের অর্থাৎ যাহাতে অন্ততঃ ১৯% পর্যন্ত ফ্যাট জাতীয় দ্রব্য থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রতিটি টিনের মধ্যে মাপিবার চামচও সরবরাহ করিতে হইবে।

(২) নলীবিহীন গুঁড়া দুধ নিম্নরূপ শর্ত সাপেক্ষে আমদানি করা যাইবে, যথা—

(ক) বস্তায় অথবা টিনের প্যাকিংয়ে গুঁড়া দুধ আমদানি করা যাইবে;

(খ) রপ্তানীকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত বিশ্লেষণ সনদ আমদানিকারককে অবশ্যই পেশ করিতে হইবে। উক্ত সনদে এই মর্মে একটি ঘোষণা বিবৃত থাকিতে হইবে যে, আমদানিকৃত গুঁড়া দুধ মানুষের খাওয়ার জন্য যোগ্য;

(গ) বস্তা বা পাত্রের উপর দুধ তৈরীর তারিখ ও মানুষের খাওয়ার উপযোগিতার মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ অবশ্যই লিখিত থাকিতে হইবে।

(ঘ) দুগ্ধজাত খাদ্য ও গুঁড়া দুধ আমদানির ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নির্ধারণের জন্য প্রাক জাহাজীকরণ পরীক্ষণ (প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন) করাইতে হইবে এবং তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সীমার মধ্যে থাকিলেই কেবল উহা জাহাজজাত করা যাইবে। এতদসংক্রান্ত পরীক্ষণ রিপোর্ট শিপিং ডকুমেন্ট হিসাবে অন্যান্য কাগজ-পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। আমদানিকৃত দুগ্ধজাত খাদ্য ও গুড়াদুধ দেশে পৌঁছার পর ছাড় করিবার পূর্বে দ্বিতীয়বার তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরীক্ষা করা হইবে এবং তাহা গ্রহণযোগ্য ও অনুমোদিত সীমার মধ্যে পাওয়া গেলেই শুধু ছাড় করিতে দেওয়া হইবে। আমদানিকৃত দুগ্ধজাত খাদ্য ও গুঁড়া দুধ দেশে পৌঁছিবার পর ইহার তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরীক্ষার বর্তমান পদ্ধতি যথারীতি বহাল থাকিবে।

(৩) খাদ্য ও পানীয় আমদানির ক্ষেত্রে উৎপাদনের ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ—সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয় আমদানির ক্ষেত্রে উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ প্রতিটি পাত্র/কনটেইনার এর গায়ে সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকিতে হইবে। মদ্য জাতীয় পানীয় আমদানির ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

(৪) বিস্ফোরক দ্রব্য—বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ কোন প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য আমদানি করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না। টি সি বি এর মাধ্যম ছাড়া অন্য কাহাকেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিস্ফোরক পদার্থ আমদানি করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না। টি সি বি কর্তৃক আমদানিকৃত বিস্ফোরক পদার্থ কেবল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবগত করাইয়া প্রকৃত ব্যবহারকারীর নিকট বিক্রয় করা যাইবে। সরকার কর্তৃক স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে উহাদের রেজিষ্ট্রীকৃত স্বত্ব পর্যন্ত ঐ জাতীয় বিস্ফোরক সামগ্রী আমদানি করিতে পারিবে। তবে এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই আদেশের অনুচ্ছেদ ২৩ (১) এর আওতায় আমদানি স্বত্ব/অংকের অতিরিক্ত বিস্ফোরক দ্রব্য আমদানি করা যাইবে না। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক ছাড় পত্র প্রদানের সংগে সংগে আমদানিতব্য পটাশিয়াম ক্লোরেটের পরিমাণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে। শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি স্বত্বের বিপরীতে আমদানিকৃত বিস্ফোরক পদার্থ শুধু উহাদের কারখানায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হইবে এবং উহা বিক্রয় হস্তান্তর অথবা অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৫) কীটনাশক এবং বালাই নাশক দ্রব্যাদি নিম্নোক্ত শর্তাদি সাপেক্ষে আমদানি করা যাইবে, যথা :—

(ক) আধার মজবুত এবং সমুদ্র পথে পরিবহনসহ উঠানো-নামানোর সকল প্রকার ঝুঁকি প্রতিরোধ করিবার উপযোগী হইতে হইবে;

(খ) আধারের গায়ে অভ্যন্তরস্থ বস্তুর রাসায়নিক/টেকনিক্যাল নাম লিখিত থাকিতে হইবে

(গ) নিম্নরূপ তথ্যাদি আধারের গায়ে বাংলায় স্পষ্টভাবে লিখিত থাকিতে হইবে; যথা :—

(অ) পণ্যের নাম;

(আ) উৎপাদনকারীর বা সূত্রবদ্ধকারীর বা যাহার নামে কীটনাশক ওষুধটির নিবন্ধন করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা;

(ই) আধারের অভ্যন্তরস্থ পণ্যের প্রকৃত পরিমাণ;

(ঘ) উৎপাদনের তারিখ;

(ঙ) পরীক্ষার তারিখ;

(চ) মওজুদের সাধারণ মেয়াদ ও স্থায়িত্ব;

(ছ) সক্রিয় উৎপাদনসমূহের নাম ও ওজনের হার এবং অন্যান্য উৎপাদনের মোট শতাংশ, "ছোট ছেলেমেয়েদের থেকে দূরে রাখুন", "বিপদজ্জনক", "হুঁশিয়ার" বা "সাবধান" ইত্যাদি সাবধান বাণী বা বিপদ সংকেত;

(জ) সাধারণ ওজনমাত্রা অবস্থায় ভাল থাকার গুণাগুণ।

(৬) পুরাতন কাপড়—কেবল নির্বাচিত আমদানিকারকগণ কর্তৃক তাহাদের অনুকূলে প্রদত্ত পূর্বানুমতির ভিত্তিতে এবং নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে পুরাতন কাপড় আমদানি করা যাইবে, যথা:

(ক) কেবলমাত্র কম্বল, স্যুয়েটার, লেডিস কার্ডিগ্যান, জীপার জ্যাকেটসহ পুরুষের জ্যাকেট পুরুষের ট্রাউজার এবং সিনথেটিক ও ব্লেন্ডেড কাপড়ের শার্ট, পুরাতন কাপড় হিসাবে আমদানিযোগ্য হইবে; ইহার বাহিরে কোন কিছু আমদানিযোগ্য হইবে না।

(খ) প্রত্যেক আমদানিকারকের হিস্যা অনুর্ধ পঞ্চাশ হাজার টাকা হইবে এবং উক্ত হিস্যার মধ্যে পুরাতন কাপড় আমদানির সর্বোচ্চ পরিমাণ নিম্নে সংশ্লিষ্ট পণ্যের পার্শ্বে উল্লেখিত ওজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে, যথা:—

(অ)	স্যুয়েটার	৪ (চার) টন
(আ)	লেডিস কার্ডিগ্যান	৪ (চার) টন
(ই)	জীপার জ্যাকেটসহ পুরুষের জ্যাকেট ..	৪ (চার) টন
(ঈ)	পুরুষের ট্রাউজার	৪ (চার) টন
(উ)	কম্বল	১½ (দেড়) টন
(ঊ)	সিনথেটিক ও ব্লেন্ডেড কাপড়ের শার্ট	১ (এক) টন

কোন একজন আমদানিকারক উল্লেখিত ৬(ছয়) টি পণ্যের একাধিক পণ্য আমদানি করিতে চাহিলে সেইক্ষেত্রে তাহার প্রাপ্য পঞ্চাশ হাজার টাকার সামগ্রিক হিস্যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলির মূল্যের আনুপাতিক হারে নিরূপিত ওজনের মধ্যেই সেইগুলির আমদানি সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(গ) অন্যান্য প্রাসংগিক শর্তাদি উল্লেখ পূর্বক পৃথকভাবে যথাসময়ে প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক পণ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হইবে এবং উক্ত পণ বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে নির্বাচিত আমদানিকারকগণ কর্তৃক পুরাতন কাপড় আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলা যাইবে।

(ঘ) পুরাতন কাপড়ের সকল চালানের সংগে রপ্তানিকারক দেশের শিল্প ও বণিক সমিতি হইতে এইমর্মে একটি সনদ পত্র দাখিল করিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট চালানের মধ্যে আমদানি নিষিদ্ধ কোন পণ্য নাই।

(ঙ) পুরাতন কাপড়ের জন্য নিবন্ধিত বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণ নির্বাচন প্রক্রিয়া বহির্ভূতভাবে পুরাতন কাপড় আমদানি করিতে পরিবেনা। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত ৩ সদস্যবিশিষ্ট জেলা কমিটি কর্তৃক মোট ৩,০০০ (তিন হাজার) আমদানিকারক শুধু প্রকাশ্য লটারীর মাধ্যমে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত জেলা কোটা

অনুযায়ী নির্বাচন করা যাইবে। সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকগণ যাহাতে আমদানিকৃত পুরাতন কাপড় নিজ নিজ জেলায় লইয়া যায় সেই বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৭) ঔষধ—ঔষধ প্রশাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত আমদানিযোগ্য ঔষধের তালিকাভুক্ত ঔষধসমূহ অবাধে আমদানিযোগ্য হইবে।

(৮) সিগারেট—আমদানিযোগ্য সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে বাংলায় সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ "ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর" স্পষ্টভাবে মুদ্রিত থাকিতে হইবে। তবে বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ কর্তৃক সিগারেট আমদানির ক্ষেত্রে সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে উক্ত সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ বাংলা ব্যতীত অন্য যে কোন ভাষায় মুদ্রিত থাকিতে হইবে।

(৯) কম্পিউটার—কম্পিউটার ব্যবসায় নিয়োজিত বিদেশী বাণিজ্যিক সংস্থা তাহাদের নিজস্ব (প্রোপ্রাইটরী) পণ্য অর্থাৎ কম্পিউটার ও উহার খুচরাংশ এবং সরাসরি ঋণপত্র খুলিয়া অথবা সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে আমদানি করিতে পারিবে।

(১০) স্বর্ণ ও রৌপ্য—Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act VII of 1947) এর প্রদত্ত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানি করা যাইবে।

সপ্তম অধ্যায়

সরকারী খাতে আমদানিকারকগণ কর্তৃক আমদানি

২৭। সরকারী খাতে আমদানি—(১) সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের বিপরীতে মন্ত্রণালয় এবং সরকারী বিভাগসমূহ পণ্য আমদানি করিতে পারিবে। এইরূপ আমদানির জন্য কোন আমদানি লাইসেন্স বা পারমিট লাগিবে না। মন্ত্রণালয় ও সরকারী বিভাগসমূহ এই আদেশের বিধান সাপেক্ষে উহাদের প্রয়োজনীয় পণ্য সরাসরি অথবা সরবরাহ ও পরিদর্শন দপ্তরের মাধ্যমে আমদানি করিতে পারিবে। তবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যতীত অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সরকারী বিভাগ কর্তৃক পণ্যসামগ্রী আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলার পূর্বে প্রথমে নিজ মনোনীত ব্যাংকের মাধ্যমে যথাযথভাবে এল, সি, অথরাইজেশন ফরম জারি করাইতে হইবে।

(২) সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের বিপরীতে আমদানি—সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের বিপরীতে সকল সরকারী সংস্থা, কর্পোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারী বরাদ্দের বিপরীতে আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানি করিতে পারিবে। অনুরূপভাবে সকল যোগ্য আমদানিকারক তাহাদের অনুকূলে বরাদ্দের মাধ্যমে/উপ-বরাদ্দের মাধ্যমে কোন আমদানি লাইসেন্স ব্যতিরেকেই সরাসরি তাহাদের মনোনীত ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানিযোগ্য পণ্যের জন্য এল, সি, এ ফরমের ভিত্তিতে ঋণপত্র খুলিতে পারিবেন।

(৩) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক সরকারী বরাদ্দের বিপরীতে আমদানি—বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান সাপেক্ষে সরকারী বরাদ্দের বিপরীতে আমদানির জন্য সরকারী খাতের সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অনুকূলে উহাদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আনুপাতিক হারে অর্থ বরাদ্দ করা যাইতে পারে। এইরূপ সরকারী আমদানিকারকগণ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত সকল পণ্য উহাদের সামগ্রিক বরাদ্দের মধ্যে যে কোন অনুপাতে আমদানি করিতে পারিবে। তবে তাহারা উহাদের আমদানিকৃত মালামাল কোন অবস্থাতেই অপ্রক্রিয়াজাত অবস্থায় বিক্রি, হস্তান্তর বা অন্য কোন ভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(৪) নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় অনুমোদিত আমদানি—সরকারী খাতের আমদানিকারকগণ সরকারী বরাদ্দের অতিরিক্ত নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানিযোগ্য যে কোন পণ্য আমদানি করিতে পারিবে।

(৫) সরকারী খাতে আমদানি নিবন্ধন সনদের প্রয়োজনীয়তা—সরকারী খাতের আমদানি-কারকগণের ক্ষেত্রে আমদানি নিবন্ধন সনদের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) সি এ ডি এর ভিত্তিতে আমদানি—বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারী সংস্থাসমূহ "ক্যাশ এগেইনষ্ট ডেলিভারী (সি এ ডি)" ভিত্তিতে আমদানি করিতে পারিবে।

(৭) সরকারী খাতের সংস্থাসমূহ কর্তৃক পণ্য আমদানির নীতিমালা—(ক) পণ্য আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলার পূর্বে তুলনামূলক বাজার দর যাচাই এর উদ্দেশ্যে দরপত্র আহবান করিতে হইবে এবং সর্বাপেক্ষা প্রতিযোগীতামূলক হারে পণ্য আমদানি করিতে হইবে।

(খ) নগদ অর্থ এবং শর্তযুক্ত ঋণ অথবা অনুদানের অধীনে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নিবন্ধন প্রাপ্ত ইনডেন্টর বা বিদেশী সরবরাহকারীর নিকট হইতে অন্ততঃপক্ষে তিনটি দরপত্র নিতে হইবে। তবে নিজস্ব পণ্য (প্রোপ্রাইটরী আইটেম) আমদানির ক্ষেত্রে বা চালান মূল্য ত্রিশ হাজার টাকার কম হইলে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে না।

(৮) জাহাজীকরণের পূর্বে মালামাল পরিদর্শন—যে সকল ক্ষেত্রে একটি মাত্র পণ্যের মূল্য টাকা পাঁচ লক্ষ বা উহার অধিক সেই সকল ক্ষেত্রে আমদানিকারক সংস্থা জাহাজীকরণের পূর্বে মালামাল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করাইবেন। জাহাজীকরণের পূর্বে একটি আন্তর্জাতিক মানের সনীক্ষক দ্বারা পণ্য পরিদর্শন করাইতে হইবে। তবে সরকারী সংস্থা কর্তৃক আমদানিকৃত মালামাল পূর্ব পরিদর্শন সনদ ছাড়াই ছাড় করানো যাইবে, যদি আমদানিকারক সংস্থার প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এই মর্মে প্রত্যয়ণ করে যে, মন্ত্রণালয় কর্তৃক পূর্ব পরিদর্শনের শর্ত সংশ্লিষ্ট আমদানির ক্ষেত্রে শিথিল করা হইয়াছে অথবা কোন একটি নির্দিষ্ট চালানের ক্ষেত্রে পূর্ব পরিদর্শন প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

(৯) টি, সি, বি কর্তৃক আমদানি—টিসিবি যে কোন আমদানিযোগ্য পণ্য, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে অনুমোদিত পরিমাণ নিষিদ্ধ বা শর্তযুক্ত পণ্য আমদানি করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়

ইম্পোর্ট ট্রেড কন্ট্রোল (আই টি সি) কমিটি

২৮। আই টি সি কমিটি—আমদানিকারক এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষের মধ্যে আমদানিকৃত পণ্যের আই, টি, সি তফসিলে উল্লিখিত আইটেমের শ্রেণী বিন্যাস অথবা বিবরণ সম্পর্কে কোন বিরোধের ক্ষেত্রে, আমদানিকারক চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, বেনাপোল এবং সিলেটে গঠিত স্থানীয় আই, টি, সি কমিটির নিকট বিষয়টি ন্যায়সংগত নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। স্থানীয় আই, টি, সি কমিটি প্রধান নিয়ন্ত্রক, স্থানীয় শিল্প ও বণিক সমিতি এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হইবে। আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রন দপ্তরের প্রতিনিধি এই কমিটির প্রধান হইবে। বিশেষ কোন শ্রেণীর পণ্য সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন থাকিলে ঐ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট পেশাভিত্তিক সমিতির প্রতিনিধিকে স্থানীয় আই, টি, সি কমিটির সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে। স্থানীয় আই, টি, সি কমিটিতে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে তাহার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। উক্ত কমিটি কর্তৃক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। আমদানিকারক স্থানীয় আই, টি, সি কমিটির সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইলে প্রধান নিয়ন্ত্রকের সভাপতিত্বে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সংশ্লিষ্ট পোষাক ও ফেডারেশন অব চেম্বারস অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রির প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় আই, টি, সি কমিটির বরাবরে আপীল করিতে পারিবেন। আমদানিকারক আপীল পর্যায়ের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইলে Review, Appeal and Revision Order, 1977 এর বিধান অনুসারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট রিভিশন আবেদন করিতে পারিবেন। আপীল, আবেদন ছাড়াও প্রধান নিয়ন্ত্রক আই, টি, সি সম্পর্কীত যে কোন কেস প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় আই টি সি কমিটির নিকট উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

নবম অধ্যায়

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী এবং ট্রেড এসোসিয়েশন এর বাধ্যতামূলক সদস্য পদ

২৯। সদস্য পদ গ্রহণ ইত্যাদি:—

(ক) সকল আমদানীকারক, রপ্তানীকারক ও ইনডেন্টরকে স্বীকৃত শিল্প ও বণিক সমিতি অথবা সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিক ট্রেড এসোসিয়েশনের সদস্যপদ/সাময়িক সদস্যপদ/প্রাথমিক সদস্যপদ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে নিজ এলাকা বা জেলাভিত্তিক শিল্প ও বণিক সমিতি অথবা জাতীয় ভিত্তিক অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিক তাহার নিজ ব্যবসার প্রতিনিধিত্বকারী বিশেষ ট্রেড এসোসিয়েশন হইতে সদস্যপদ/সাময়িক সদস্যপদ/প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করিলেও চলিবে। সরকার কর্তৃক স্বীকৃত/অনুমোদিত শিল্প ও বণিক সমিতি এবং ট্রেড এসোসিয়েশনগুলির তালিকা পরিশিষ্ট-২ এ দেওয়া হইয়াছে।

(খ) যে সকল ক্ষেত্রে আমদানিকারক, রপ্তানীকারক ও ইনডেন্টরগণকে স্বীকৃত শিল্প ও বণিক সমিতি অথবা সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিক ট্রেড এসোসিয়েশনের সাময়িক সদস্যগণ/প্রাথমিক সদস্যপদের বিপরীতে আইআরসি/ইআরসি জারি করা হইবে, সেই সকল ক্ষেত্রে তাহাদের আই আরসি/ইআরসি এর মেয়াদ সাময়িক সদস্যপদ/প্রাথমিক সদস্যপদের মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। পরবর্তীতে স্থায়ী/নিয়মিত সদস্য সনদপত্র দাখিল করা হইলে সাময়িক ইআরসি/আইআরসি ফেরত নেওয়ার পর স্থায়ী/নিয়মিত আইআরসি/ইআরসি জারী করা হইবে।

পরিশিষ্ট—১

নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকা

(ক) আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা

[অনুচ্ছেদ ৩(ক) দ্রষ্টব্য]

এইচএস হেডিং নং	এইচ এস কোড নম্বর (আইটিসি নম্বর)	সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড নম্বরের আওতাধীন আমদানী নিষিদ্ধ পণ্যের বিবরণ
১	২	৩
০১.০৩	সকল এইচ এস কোড	জীবিত শূকর
০১.০৫	সকল এইচ এস কোড	'প্যুরেন্ট ষ্টক' এবং 'গ্রাণ্ড প্যারেন্ট ষ্টক' ব্যতীত মুরগীর বাচ্চা
০২.০৯	০২০৯.০০	সকল পণ্য
০৩.০২	০৩০২.৭০	চিংড়ির ডিম
০৩.০৬	০৩০৬.২৩	চিংড়ির পোনা
০৪.০৭	০৪০৭.০০	ডিম ("হ্যাচিং ডিম" ব্যতীত)
০৫.০২	সকল এইচ এস কোড	সকল পণ্য
০৫.১১	০৫১১.১০	ফ্রিজিয়ান, ফ্রিজিয়ান ক্রস, শাহিওয়াল, শাহিওয়াল ক্রস, ফ্রিজিয়ান, শাহিওয়াল ক্রস; এ, এফ, এস; এ, এফ, এস ক্রস জাতের গবাদি পশুর হিমায়িত সীমেন (deep frozen semen) ব্যতীত অন্যান্য গরুর সীমেন।
১২.০৭	সকল এইচ এস কোড	পপি সীড ও পোস্ত দানা (মসলা হিসেবে অথবা অন্য কোন ভাবেও পোস্ত দানা আমদানিযোগ্য হইবে না)।
১২.১১	ঐ	ঘাস (এনড্রোপোজেন এস পি পি) এবং ভাং (ক্যানাবিস সাটিভা)
১৩.০২	ঐ	আফিম
১৪.০৪	১৪০৪.১০১	টেণ্ডু ভাতা (বিড়ি পাতা)
১৫.০১	১৫০১.০০	লার্ডসহ সকল পণ্য
১৫.০৩	১৫০৩.০০১ ১৫০৩.০০৯	"খাওয়ার অযোগ্য ট্যালো এবং আরবিডি পাম ষ্টিয়ারিন" ব্যতীত লার্ড ষ্টিয়ারিনসহ সকল পণ্য।
২২.০৭	সকল এইচ এস কোড	"ইথানল (ইথাইল এ্যালকোহল) এনালার গ্রেড (আনডিনেচার্ড)" ব্যতীত সকল পণ্য।
২৩.০৭	২৩০৭.০০	সকল পণ্য।

১	২	৩
২৭.১১	সকল এইচ এস কোড	পেট্রোলিয়াম গ্যাস এবং অন্যান্য গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন।
২৭.১৩	ঐ	পেট্রোলিয়াম কোক, পেট্রোলিয়াম বিটুমিন এবং পেট্রোলিয়াম তৈলের রেসিডিউ সমূহ সহ সকল পণ্য।
২৯.৩০	২৯৩০.৯০৯	কৃত্রিম সরিষার তৈল (এ্যালাইল আইসোথায়ো সায়োনেট)
৩১.০৩	৩১০৩.১০	রং মিশ্রিত ও দানাদার এসএস পি অর্থাৎ যে কোন প্রকার রং মিশ্রিত এসএসপি এবং সকল প্রকার দানাদার এসএস পি সার।
৩৮.০৮	সকল এইচ এস কোড	হেপ্ট্যাক্লোর-৪০ ডব্লিউপি, ডিডিটি, ডাইক্রোটোফস জেনেরিক নামে বাইড্রিন ব্রাণ্ড, মিথাইল ব্রোমাইড, সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড, ক্লোরেডেন-৪০ ডব্লিউপি এবং ডায়েলড্রিন নামক কীটনাশকসমূহ।
৪৮.১৯	ঐ	(১) ষ্টেট এক্সপ্রেস ৫৫৫ সিগারেটে ব্যবহৃত গ্রাভিউর পদ্ধতির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত বহিঃমোড়ক এবং (২) চিংড়ি মাছসহ সকল হিমায়িত খাদ্য রপ্তানির জন্য ব্যবহৃত ন্যামিনেটেড ইনার কার্টুন ব্যতীত সকল প্রকার কার্টুন।
৫০.০৭	ঐ	সিল্ক অথবা সিল্ক ওয়েষ্টের ওভেন ফেব্রিক।
৫১.০২ হইতে ৫১.০৫ এবং ৫১.০৮ ৫১.০৯	সকল এইচ এস কোড	শুকরের পশম ও শুকরের পশমের তৈরী সূতা
৫২.০৮ হইতে ৫২.১২	সকল এইচএস কোড	নিম্নবর্ণিত পণ্যগুলি ব্যতীত সকল পণ্য— (১) ৩৩ এস কাউন্ট পর্যন্ত এবং ৩৬" প্রস্থ পর্যন্ত লংক্লথ (শুধুমাত্র সাদা); (২) ৪০ এস কাউন্ট পর্যন্ত এবং ৩৬" প্রস্থের সাদা ডাইড, প্রিন্টেড, ষ্ট্রাইপড এবং চেক শার্টিংসহ পপলিন; (৩) ৪০ এস কাউন্ট পর্যন্ত এবং ৩৬" প্রস্থের সাদা ডাইড, প্রিন্টেড, ষ্ট্রাইপড এবং চেক শার্টিংসহ কেমব্রিক; (৪) ৪৫" পর্যন্ত প্রস্থের সকল গঠনের সার্জ এবং গ্যাবাডিন; (৫) ৪৫" পর্যন্ত প্রস্থের সকল গঠনের টুইল এবং কর্ডুরয়; (৬) ৬৫" এস কাউন্ট পর্যন্ত এবং ৩৫" প্রস্থের সাদা, ডাইড অথবা প্রিন্টেড মল, অগাণ্ডি, লন, ভয়েল; (৭) ৪৫" পর্যন্ত প্রস্থের সাদা, ডাইড এবং প্রিন্টেড ফ্লানেল; (৮) ৬০" পর্যন্ত প্রস্থের সকল গঠনের কটন সিনথেটিক ব্লেন্ডেড স্যুটিং;

১	২	৩
		(৯) ৪৫" পর্যন্ত প্রস্থের সাদা, ডাইড এবং প্রিন্টেড কটন সিনথেটিক ব্লেন্ডেড শার্টিং;
		(১০) ছাতার কাপড়,
৫৪.০৭ এবং ৫৪.০৮	সকল এইচএস কোড	(১) স্ক্রীণ প্রিন্টিং মেশিন/টেবিলের জন্য প্রয়োজনীয় ৮০—১৫০ মেশের পলিয়েষ্টার শিয়ার ও থানে অথবা রোলে ভিন্ন ৫ইঞ্চি হইতে ৬ গজ টুকরার ৮৫% বা তদূর্ধ অনুপাতে কৃত্রিম আঁশ বা ম্যানমেইড ফাইবার (সিনথেটিক, রিজেনারেটেড বা উভয়েই মিশ্রিত তন্তু) এর তৈয়ারী শাড়ী কাপড় ব্যতীত ফেল্ট এবং ক্লাটপিসসহ যে কোন রূপ ৮৫% বা তদূর্ধ অনুপাতের আঁশ বা ম্যানমেইড ফাইবার (সিনথেটিক, রিজেনারেটেড অথবা উভয়ের মিশ্রিত তন্তু) এর তৈয়ারী শার্টিং, স্যুটিং এবং অনুরূপ কাপড়;
		(২) ফেল্ট, ক্লাটপিস, ফেব্রিক্স কাট ইন্ট সাইজেস অথবা পিসগুডস; এবং
		(৩) ৬০" প্রস্থের উর্ধে সকল গঠনের সূতী এবং সিনথেটিক মিশ্রিত স্যুটিং।
৫৫.১২ হইতে ৫৫.১৬	সকল এইচএস কোড	স্ক্রীন প্রিন্টিং মেশিন/টেবিলের জন্য প্রয়োজনীয় ৮০–১৫০ মেশের পলিয়েষ্টার শিয়ার ব্যতীত নিম্নোক্ত পণ্য:-
		(১) ৮৫% বা তদূর্ধ অনুপাতে কৃত্রিম আঁশ বা ম্যানমেইড ফাইবার (সিনথেটিক, রিজেনারেটেড অথবা উভয়ের মিশ্রিত তন্তু) এর তৈয়ারী শার্টিং, স্যুটিং এবং যে কোনরূপ একই ধরনের অন্যান্য ফেব্রিক;
		(২) ফেল্ট, ক্লাটপিস, ফেব্রিক্স কাট পিস ইন্ট পিসেস এবং অন্যান্য টুকরা কাপড়;
		(৩) ৪৫" প্রস্থের উর্ধে ডাইড এবং প্রিন্টেড কটন সিনথেটিক ব্লেন্ডেড শার্টিং, এবং;
		(৪) ৬০" প্রস্থের উর্ধে সকল গঠনের কটন সিনথেটিক স্যুটিং।
৫৬.০৭	৫৬০৭.৪১ হইতে ৫৬০৭.৯০	নাইলন কর্ড ফর ভি বেল্ট ব্যতীত নাইলনের এবং পলিথিনের দড়ি।
৫৬.৭৮	সকল এইচ এস কোড	৪.৫ সেন্টিমিটার বা তদপেক্ষা কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের ফাঁস-বিশিষ্ট মাছ ধরার জাল তথা ফ্লারেন্ট জাল (Gillnet)।

১	২	৩
৬০.০১ ৬০.০২	সকল এইচ এস কোড	নিট ফেব্রিকস, মেশফেব্রিক, পকেটিং ক্লথ, রিবিং ম্যাটেরিয়ালস নাইলন সাটিন এবং নিট ফেব্রিক ব্রেসিয়ার প্যাড ব্যতীত অন্যান্য সকল পণ্য।
৮৭.১১	সকল এইচ এস কোড	৩(তিন) বৎসরের অধিক পুরাতন সকল প্রকার মোটর সাইকেল।
৮৯.০৬	সকল এইচ এস কোড	সকল প্রকার যুদ্ধ জাহাজ (নূতন এবং পুরাতন উভয়) ব্যতীত ১৫ (পনের) বৎসরের অধিক পুরাতন অন্যান্য জাহাজ।
৯০.২৮	৯০২৮.৩০	সিংগেল ফেজ বৈদ্যুতিক মিটার (সম্পূর্ণ তৈয়ারী অবস্থায়)।

আমদানী নিষিদ্ধ তালিকার ফুট নোট

নিম্নবর্ণিত পণ্যসমূহ আমদানীযোগ্য নহে:—

(১) বাংলাদেশ সার্ভে ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত মানচিত্র অনুযায়ী বাংলাদেশের সীমারেখা দেখানো হয় নাই এইরূপ মানচিত্র, চার্ট ও ভৌগোলিক গ্লোব ;

(২) ভীতি প্রদায়ক কৌতুক, অশ্লীল ও নাশকতামূলক সাহিত্য ও অনুরূপ ধরনের পুস্তিকা, সংবাদপত্র, সাময়িকী, পোষ্টার ফটো ফিল্ম, গ্রামোফোন রেকর্ড এবং অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট, টেপ ইত্যাদি;

(৩) এইরূপ বই-পুস্তক, সংবাদপত্র, সাময়িকী, দলিল দস্তাবেজ, কাগজ-পত্রাদি, পোষ্টার, ফটো, ফিল্ম, গ্রামোফোন রেকর্ড, অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট, টেপ ইত্যাদি যাহার বিষয়সমূহ বাংলাদেশের যে কোন শ্রেণীর নাগরিকের ধর্মীয় বিশ্বাস অথবা অনুভূতিতে আঘাত হানিতে পারে;

(৪) এই আদেশে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, সেকেণ্ডারী বা সাব-ষ্ট্যাণ্ডার্ড কোয়ালিটি বা নিম্নমানের পণ্য অথবা পুরাতন, ব্যবহৃত, পুনঃসংস্কৃত (রিকণ্ডিশণ্ড) পণ্য অথবা কারখানায় বাতিলকৃত বা জব লট ও ইক লটের পণ্য।

(৫) রিকণ্ডিশণ্ড অফিস ইকুইপমেন্ট, ফটোকপিয়ার, টাইপরাইটার মেশিন, টেলেক্স, ফোন, কম্পিউটার, ফ্যাক্স;

(৬) এই আদেশে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, সকল প্রকার বর্জ্য পদার্থ;

(৭) এইরূপ পণ্যাদি ও উহার পেটিকা যাহাতে কোন ধর্মীয় গ্রন্থার্থ সম্পর্কীয় এমন কোন শব্দ বা উৎকীর্ণ লিপি বিদ্যমান আছে যাহার ব্যবহার বা বিবরণ বাংলাদেশের কোন নাগরিকের ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুভূতিতে আঘাত হানিতে পারে; এবং

(৮) এইরূপ পণ্য সামগ্রী ও উহার পেটিকা যাহাতে অশ্লীল ছবি, লিখন বা উৎকীর্ণ-লিপি অথবা দৃশ্যমান নিদর্শন বিদ্যমান আছে।

(খ) শর্তযুক্ত আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকা

(অনুচ্ছেদ ৩(খ) দ্রষ্টব্য)

এইচ এস হেডিং নং	এইচ এস কোড নম্বর (আইটিসি নম্বর)	পণ্যের বিবরণ	পণ্যের আমদানি যোগ্যতা/আমদানির শর্তাবলী
১	২	৩	৪
০১.০৫	সকল এইচ এস কোড	মুরগীর বাচ্চা	কেবলমাত্র 'প্যারেন্ট ষ্টক' এবং গ্রাণ্ড প্যারেন্ট ষ্টক' এর এক দিনের মুরগীর বাচ্চা আমদানি করা যাইবে এবং আমদানিতব্য বাচ্চা সংক্রামক ব্যাধিমুক্ত ও প্যারেন্ট ষ্টক/গ্রাণ্ড প্যারেন্ট ষ্টক এই মর্মে রপ্তানীকারক দেশের পশু সম্পদ বিভাগের ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তার সনদপত্র থাকিতে হইবে। তাহাছাড়া, আমদানিকারক কে অবশ্যই ঋণপত্র প্রতিষ্ঠার সময় তাহার হ্যাচারী বা ব্রীডার ফার্ম রহিয়াছে মর্মে পশু-সম্পদ অধিদপ্তরের পরিচয়/ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র ব্যাংকে প্রদর্শন করিতে হইবে।
০২.০৩	ঐ	সকল পণ্য	নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে কেবলমাত্র বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী হোটেলসমূহ কর্তৃক ২৪(১) অনুচ্ছেদের শর্ত মোতাবেক আমদানি যোগ্য।
০২.০৬	ঐ	সকল পণ্য	ঐ
০৪.০২	সকল এইচ এস কোড	দুগ্ধজাত দ্রব্য	এই আদেশের ২৬(১), ২৬(২), ২৬(৩), ও ২৪(৯) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালন ক্রমে আমদানিযোগ্য।
০৪.০৭	০৪০৭.০০	ডিম	বাচ্চা ফুটানোর জন্য "হ্যাচিং, ডিম" আমদানির ক্ষেত্রে ডিম হ্যাচিং এর উপযোগী মর্মে রপ্তানী কারক দেশের সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র এবং আমদানিকারকগণকে পশুসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালকের নিকট হইতে উল্লেখিত সংখ্যক বাচ্চা ফুটানোর ডিম আমদানির প্রয়োজন রহিয়াছে মর্মে প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করিতে হইবে।

১	২	৩	৪
০৫.১১	০৫১১.১০	গরুর হিমায়িত "সীমেন"	ক্রিজিয়ান, ক্রিজিয়ান ক্রস, শাহিওয়াল, শাহিওয়াল ক্রস; ক্রিজিয়ান-শাহিওয়াল ক্রস; এ, এক এস; এ, এফ এস; ক্রস জাতের গবাদি পশুর হিমায়িত সীমেন, (deep frozen semen) আমদানি করা যাইবে। উক্ত সীমেন এর জাত এবং উহা সংক্রামক ও যৌনব্যাধিমুক্ত এই মর্মে রপ্তানীকারক দেশের পশুসম্পদ বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সনদপত্র থাকিতে হইবে।
০৭.০১	০৭০১.১০	আলু বীজ	নিম্নে বর্ণিত শর্তাদি সাপেক্ষে আলুবীজ আমদানি করা যাইবে, যথা :— (ক) আমদানিকারকের কাগজপত্রের সহিত মূল সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদত্ত সংগরোধ (কোয়ারেনটাইন) সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র এবং আলুবীজ রপ্তানীকারক দেশের সরকারী সংস্থা কর্তৃক "ফাইটোসেনিটারী" সার্টিফিকেট রপ্তানি সংক্রান্ত দলিলাদির সংগে আমদানিকারককে দাখিল করিতে হইবে। (খ) আমদানিকৃত আলু বীজ শুল্ক কর্তৃপক্ষ হইতে ছাড়করণের পূর্বে উহার সংগরোধ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ হইতেও গ্রহণ করিতে হইবে।
১৩.০২	সকল এইচ এস কোড	সকল পণ্য	আফিম, আগর, আগর ও পেকটিন ব্যতীত সকল পণ্য ড্রাগ প্রশাসনের পরিচালকের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।
১৫.১১	সকল এইচ এস কোড	শোধিত পাম অলিন	(ক) শোধিত পাম অলিন আমদানির জন্য রপ্তানীকারক দেশের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এবং শিল্প ও বণিক সমিতির নিকট হইতে উহা মানুষের খাওয়ার উপযোগী মর্মে পৃথক পৃথক সনদপত্র পেশ করিতে হইবে। মাল খালাসের সময় এই সনদ পত্রগুলি সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে।

১	২	৩	৪
			(খ) ভোজ্য তৈল হিসাবে নিম্নরূপ পণ্য আমদানি যোগ্য হইবে না, যথা: –ঘন (সলিড) বা আধাঘন (সেমি সলিড) পাম তৈল যাহা দেখিতে ভেজিটেবল ঘি এর অনুরূপ :— –আর বিডি পাম ষ্টিয়ারিণ; –অশোধিত পাম ষ্টিয়ারিণ; –শোধিত ও অশোধিত পাম তৈল।
১৫.১৩	সকল এইচ এস কোড	নারিকেল তৈল	স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আমদানি করা যাইবে। তবে মাথায় ব্যবহারের জন্য আমদানিতব্য নারিকেল তৈলের এসিড ভ্যালু ০.৫ এর উর্ধে হইবে না এবং সাবান শিল্পের জন্য আমদানিতব্য নারিকেল তৈলে সর্বোচ্চ এসিড ভ্যালু ১০.০ পর্যন্ত থাকিতে পারে। নারিকেল তৈল বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অবাধে আমদানি যোগ্য হইবে এবং এই ক্ষেত্রে উহার এসিড ভ্যালু ০.৫ এর উর্ধে হইবে না।
১৬.০১	১৬০১.০০	শুকরের মাংসের সসেজস	বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী হোটেলসমূহ কর্তৃক এই আদেশের ২৪(১) অনুচ্ছেদের শর্ত মোতাবেক আমদানি যোগ্য।
১৭.০১	সকল এইচ এস কোড	(ক) কাঁচা চিনি (দানাবাঁধানো সাদা চিনি অথবা পরিশোধিত দানা বাঁধানো চিনি, তবে উভয় ক্ষেত্রে সনবর্তন বা পোলা-রাইজেশন ৯৯.৭ এর কম হইবে না); সাধারণ চিনি/ খাওয়ার গুড়।	(ক) সাধারণ ভাবে চিনি আমদানি নিষিদ্ধ। তবে সরকার কর্তৃক ধার্য্যকৃত নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করিয়া যথাসময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সীমিত পরিমাণের চিনি আমদানিযোগ্য হইবে।
		(খ) অন্যান্য চিনি (সলিড ফর্মে বিট সুগার এবং কেইন সুগার)	(খ) পরিচালক, ঔষধ প্রশাসনের সুনির্দিষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতে এবং প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি ক্রমে কেবলমাত্র স্বীকৃত ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সীমিত পরিমাণে আমদানি যোগ্য।

১	২	৩	৪
		(গ) সুক্রোজ, কেমিক্যালী পিউর সুগার ও রিফাইণ্ড সুগার।	(গ) ঔষধ প্রশাসনের ব্লক লিষ্টে অনুমোদিত স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে নির্ধারিত বিনির্দেশ মোতাবেক আমদানিযোগ্য।
১৯.০১	সকল এইচ এস কোড	শিশুখাদ্য (ননীযুক্ত)	এই আদেশের ২৬(১), ২৬(২), ২৬(৩) ও ২৪(৯) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালন স্বাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।
২২.০৩ হইতে ২২.০৬	সকল এইচ এস কোড	সকল পণ্য	বিয়ার ও সকল প্রকার মদ কেবল বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী হোটেল কর্তৃক এই আদেশের অনুচ্ছেদ ২৪(১)-এ উল্লেখিত বিধান সাপেক্ষে আমদানি করা যাইবে। বিশেষ ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ও প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানী এর পূর্বানুমতির ভিত্তিতে অনুরূপ পানীয় নির্দিষ্ট শর্তাধীনে আমদানি করা যাইতে পারে। তবে বিয়ার ও মদ জাতীয় পানীয় আমদানির জন্য সকল ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক কর্তৃক প্রথমে মহা পরিচালক, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, হইতে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স/অনুমতিপত্র অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।
২২.০৭	সকল এইচ এস কোড	সকল পণ্য	কেবল "ইথানল (ইথাইল এ্যালকোহল) এনালার গ্রেড (আনডিনেচার্ড)" স্বীকৃত ঔষধ শিল্প কর্তৃক পরিচালক, ঔষধ প্রশাসনের অনুমতি ও নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।
২২.০৮	ঐ	সকল পণ্য	বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী হোটেলসমূহ কর্তৃক এই আদেশের ২৪(১) অনুচ্ছেদের শর্ত মোতাবেক আমদানি যোগ্য।
২৫.০১	সকল এইচ এস কোড	(ক) টেবিল লবণ ব্যতীত সাধারণ লবণ	(ক) সরকার কর্তৃক যথাসময়ে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে আমদানিযোগ্য।
		(খ) টেবিল লবণ	(খ) কেবল বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী হোটেলসমূহ কর্তৃক এই আদেশের ২৪(১) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী আমদানি যোগ্য।
২৫.০৩	ঐ	সালফার	বিস্ফোরক পদার্থ আমদানি সংক্রান্ত ২৬(৪) অনুচ্ছেদে নির্ধারিত শর্ত মোতাবেক আমদানি যোগ্য।

১	২	৩	৪
২৫.২৩	সকল এইচ এস কোড	সিমেন্ট	বেসরকারী খাতে সিমেন্ট আমদানির ক্ষেত্রে সিমেন্টের আনুপাতিক মান ২৩২ : ১৯৯৩ (বিএসটিআই কর্তৃক নির্ধারিত) মান সম্পন্ন হইতে হইবে। ইহাছাড়া বিএসটিআই কর্তৃক মান নির্ধারণকৃত পোর্টল্যাণ্ড পালভারাইজড ফুয়েল এ্যাস সিমেন্টের মান বিডিএস ১৫৫৭ : ১৯৯৭ অনুযায়ী এবং পোর্টল্যাণ্ড স্লাষ্ট ফার্নেস স্লাগ সিমেন্টের মান বিডিএস ১৫৫৮ : ১৯৯৭ অনুযায়ী হইতে হইবে। সকল ক্ষেত্রে পণ্যের ঘোষিত পরিমাণ ওজন ও সিমেন্টের আনুপাতিক মান নির্ধারিত মান অনযায়ী রহিয়াছে মর্মে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সার্ভেয়ারের নিকট হইতে প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে এবং সকল ক্ষেত্রেই প্রতিটি সিমেন্টের ব্যাগের গায়ে সিমেন্টের নাম উল্লেখ থাকিতে হইবে।
২৭.০১ ২৭.০৪	সকল এইচ এস কোড	কয়লা/পাথুরে কয়লা	সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতে কয়লা ও হার্ড কোক আমদানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সার্ভেয়ারের নিকট হইতে এই মর্মে প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে যে, পণ্যের ঘোষিত পরিমাণ, মাপ ও গুনগতমান যথাযথ রহিয়াছে।
২৭.০৫	সকল এইচ এস কোড	গ্যাস-ইন-সিলিণ্ডার	কেবল প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।
২৭.০৯	২৭০৯.০০	(ক) পেট্রোলিয়াম তৈল এবং বিটুমিনাস মিনারেল হুড হইতে সংগৃহীত সকল তৈল এবং এলপিজি।	(ক) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক আমদানিযোগ্য। তবে বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে আমদানিযোগ্য।
		(খ) ইথাইলিন অক্সাইড গ্যাস	(খ) শুধুমাত্র প্রশাসনের ব্লক লিষ্টে অনুমোদিত স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে নির্ধারিত বিনির্দেশ মোতাবেক আমদানিযোগ্য।

১	২	৩	৪
২৭.১০	সকল এইচ এস কোড	তরল প্যারাফিন ব্যতীত পেট্রোলিয়ামজাত সকল পণ্য	কেবলমাত্র বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক আমদানিযোগ্য তবে, বৈদ্যুতিক ট্রান্স-ফর্মার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কেবলমাত্র কাঁচামাল হিসাবে তাহাদের নিজস্ব ব্যবহারের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ট্রান্স ফর্মার অয়েল বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর ছাড়পত্র এবং উক্ত কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আমদানি যোগ্য।
২৮.০২	২৮০২.০০	গালফার	বিস্ফোরক পদার্থ আমদানি সংক্রান্ত এই আদেশের ২৬(৪) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।
২৮.০৪	২৮০৪.০০	ফসফরাস	ঐ
২৮.২৯	২৮২৯.১৯	পটাশিয়াম ক্লোরেট	ঐ
২৮.৩৪	২৮৩৪.২১	(ক) পটাশিয়াম নাইট্রেট	ঐ
	২৮৩৪.২৯৯	(খ) বেরিয়াম নাইট্রেট	ঐ
	২৮৩৪.২৯৯	(গ) থোরিয়াম নাইট্রেট	কেবল বাংলাদেশ পরমাণুশক্তি কমিশনের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।
২৮.৪৪ হইতে ২৮.৪৬	সকল এইচ এস কোড	তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক দ্রব্য ও আইসোটোপসহ সকল পণ্য	কেবল বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অনুমতিক্রমে আমদানিযোগ্য।
২৯.০৪	ঐ	ট্রাইনাইট্রোটলুইন (টি, এন, টি,)	বিস্ফোরক পদার্থ আমদানি সংক্রান্ত এই আদেশের ২৬(৪) অনুচ্ছেদের শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।
২৯.৩৫	২৯৩৫.০০	সালফোনামাইডস	এই আদেশের ১৫(৮) ও ১৬(৩) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঔষধ প্রশাসনের পরিচালকের অনুমতি ও নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।

১	২	৩	৪
২৯.৩৬	সকল এইচ এস কোড	সকল পণ্য	পরিচালক, ঔষধ প্রশাসনের অনুমতিক্রমে এই আদেশের ২৬(৭) ও ২৪(৩) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ঔষধ আমদানিকারক ও ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিযোগ্য। তবে ভিটামিন এ এণ্ড ডি (ফুড গ্রেড) অন্যান্য আমদানিকারকদের ক্ষেত্রে অবাধে আমদানি-যোগ্য।
২৯.৩৭ হইতে ২৯.৩৯	সকল এইচ এস কোড	সকল পণ্য	ঔষধ প্রশাসনের পরিচালকের অনুমতি ও এই আদেশের ২৬(৭) ও ২৪(৩) অনুচ্ছেদের বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।
২৯.৪১	ঐ	এন্টিবায়োটিকস	ঐ
৩০.০১	ঐ	সকল পণ্য	ঐ
৩০.০২	ঐ	জীবিত ভ্যাকসিন সহ সকল পণ্য	ঐ
৩০.০৩ } ৩০.০৪ }	ঐ	সকল পণ্য	ঐ
৩১.০২ হইতে ৩১.০৪	সকল এইচ এস কোড	রাসায়নিক সার	১। আমদানিকৃত সার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত সার উৎপাদনে ব্যবহৃত উৎপাদনসমূহের তালিকা জাহাজীকরণ দলিলের সাথে থাকিতে হইবে। ২। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন পরিদর্শন কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত প্রাক জাহাজীকরণ পরিদর্শন সনদ জাহাজীকরণ দলিলের সাথে থাকিতে হইবে। এতদসংগে বর্ণিত আমদানি-কৃত সারের বিনির্দেশিকা (specification) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বিনির্দে-শিকার সাথে সংগতিপূর্ণ হইতে হইবে। কেবলমাত্র ম্যানুফ্যাকচারার কিংবা তাহার প্রতিনিধির নিকট হইতে সার আমদানি করা যাইবে। ৩। জাহাজীকরণ দলিলের ইনভয়েস এ আমদানিকৃত সারের বিনির্দেশিকা এবং বাহ্যিক ও রাসায়নিক গুনাবলী (Physical and Chemical Properties) সম্পর্কে তথ্যাদি

১	২	৩	৪
			পরিবেশন করিতে হইবে। পরিবেশিত বিনির্দেশিকা ও গুণাবলী কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বিনির্দেশিকা ও গুণাবলীর সাথে সংগতিপূর্ণ হইতে হইবে। ৪। বিল অব লোডিং এ আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে অন্যান্য তথ্যাদি পরিবেশন করিতে হইবে। ৫। উপরে বর্ণিত শর্তাদি পূর্ণ হইলে আমদানীকৃত সার "Post landing Inspection" ছাড়াই খালাস করা যাইবে, তবে শর্ত থাকে যে, পরবর্তীতে পরীক্ষায় দূষণীয় পদার্থ পাওয়া গেলে সরবরাহকারী ও আমদানিকারক যৌথভাবে দায়ী থাকিবে।
৩৫.০৭	সকল এইচ এস কোড	এনজাইমস	ঔষধ ও ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিচালক, ঔষধ প্রশাসনের অনুমতিক্রমে এই আদেশের ২৬(৭) ও ২৪(৩) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য তবে, "এনজাইম (ফুড গ্রেড)" অবাধে আমদানিযোগ্য।
৩৬.০১ হইতে ৩৬.০৪	ঐ	বিস্ফোরক পদার্থ সহ সকল পণ্য	কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে এই আদেশের ২৬(৪) অনুচ্ছেদের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।
৩৭.০৬	সকল এইচ এস কোড	সাউণ্ড ট্রাকসহ অথবা ব্যতীত চলচ্চিত্র	(ক) ইংরেজী ভাষায় প্রস্তুতকৃত ছায়াছবি কোন প্রকার সাব-টাইটেল ব্যতিরেকে এবং অন্যান্য ভাষায় প্রস্তুতকৃত ছায়াছবি (উপ মহাদেশের ভাষায় প্রস্তুতকৃত ছায়াছবি ব্যতীত) বাংলা অথবা ইংরেজী সাব-টাইটেলসহ আমদানি করা যাইবে। (খ) উপ-মহাদেশীয় ভাষায় প্রস্তুতকৃত কোন ছায়াছবি (সাব-টাইটেলসহ বা সাব-টাইটেল ব্যতীত) আমদানি করা যাইবে না। তবে এফ ডি সি এর সুনির্দিষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতে যৌথ প্রযোজনায় তৈয়ারী ছায়াছবির প্রিন্ট নেগেটিভ আমদানি বা রপ্তানীর জন্য প্রয়োজন অনুসারে আমদানি বা রপ্তানী পারমিট প্রদান করা যাইবে। (গ) ছায়াছবি আমদানি সেন্সর বিধি সাপেক্ষে হইবে।

১	২	৩	৪
৪৮.০৮	সকল এইচ এস কোড	নিষিদ্ধ তালিকায় বর্ণিত পণ্যসমূহ ব্যতীত সকল পণ্য।	(ক) এই আদেশের ২৬(৫) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য। (খ) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সার্টিফিকেট ও নিঃশ্চয়তা প্রদানের ভিত্তিতে কেবলমাত্র জনস্বাস্থ্যে ব্যবহৃত হইবে এমন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড গ্রুপের ডেট্রানিথিণ আমদানি করা যাইবে।
৫২.০৮ হইতে ৫২.১২	সকল এইচ এস কোড	(১) সকল প্রকার গ্রে-কাপড়।	"সকল প্রকার গ্রে-কাপড়" এই আদেশের ২৪(৭) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।
		(২) ইনডিগো-ডেনিম (জীন্স ফেব্রিক) ১০০% কটন ফেব্রিক ৩৬" প্রস্থের উপর (থান বা রোলে), কাটপিস অথবা সাইজ মত কাটা নহে।	"ইনডিগোডেনিম (জীন্স ফেব্রিক) ১০০% কটন ফেব্রিক্স ৩৬" প্রস্থের উপর থান বা রোলে), কাট পিস অথবা সাইজ মত কাটা নহে" ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে কেবলমাত্র রপ্তানীমুখী পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতিতে আমদানিযোগ্য।
		(৩) কম্ব্যাট কাপড় এবং	"কম্ব্যাট কাপড়" কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা সার্ভিস সমূহ কর্তৃক আমদানিযোগ্য।
		(৪) মিনারেল খাকীসহ ড্রিল এবং সেলুলার ডাইড।	"মিনারেল খাকীসহ ড্রীল এবং সেলুলার ডাইড" বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের ভিত্তিতে কেবলমাত্র সরকারী খাতে আমদানিযোগ্য।
৫৫.১২ হইতে ৫৫.১৬	ঐ	(১) সকল প্রকার গ্রে-কাপড়;	(১) "সকল প্রকার গ্রে-কাপড়" এই আদেশের ২৪(৭) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।
		(২) কম্ব্যাট কাপড়;	(২) কেবল প্রতিরক্ষা সার্ভিসসমূহ কর্তৃক আমদানিযোগ্য।
৫৬.০৮	সকল এইচ এস কোড	মাছ ধরার জাল	৪·৫ সেন্টিমিটার এবং তদূর্ধ ফাঁস বিশিষ্ট জাল সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ-১৯৮৩-এর আওতায় মৎস্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের পূর্বানুমোদন ক্রমে কেবলমাত্র ডীপ সি-ফিশিং নৌযান কর্তৃক আমদানিযোগ্য হইবে। মৎস্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক ফি বছর টুলার প্রতি একজন

১	২	৩	৪
			আমদানিকারককে ৪.৫ মেন্টিমিটার ব্যাস/ফাঁস বিশিষ্ট জালের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৮ (আট) ব্যাগ-ব্যাক পর্যন্ত আমদানির অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।
৬০.০১ ৬০.০২	সকল এইচ এস কোড	নিট ফেব্রিক্স, দেশ ফেব্রিক, পকেটিং ক্লথ, রিবিং ম্যাটেরিয়ালস এবং সাইলন সাটিন।	ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে কেবলমাত্র রপ্তানীমুখী পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বণ্ডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতিতে আমদানিযোগ্য।
৬৩.০৯	ঐ	পুরাতন কাপড়	এই আদেশের ২৬(৬) অনুচ্ছেদের বর্ণিত শর্ত ও পদ্ধতি অনুসারে আমদানিযোগ্য।
৭২.০৭	ঐ	এম এস বিলেট	স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কেবল উত্তম মানের (প্রাইম কোয়ালিটি) এম এস বিলেট অর্থের উৎস নির্বিশেষে আমদানি করিতে পারিবে। তবে জাহাজজাত করণের পূর্বে আন্তর্জাতিক-ভাবে খ্যাতি সম্পন্ন সার্ভেয়ার কর্তৃক পরিদর্শন সাপেক্ষে এম এস বিলেট আমদানি যোগ্য হইবে। প্রাক-জাহাজজাতকরণ পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট মালামাল খালাসের সময় শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে। একই শর্তে ইহা বাণিজ্যিক ভিত্তিতেও আমদানিযোগ্য হইবে।
৭২.১০	ঐ	সি আই শীট	প্রতি বর্গ মিটারে ৩৮১.৪৫ গ্রাম বা তদূর্ধ জিংক প্রলেপসহ ০.৪৫৭ মিঃ মিঃ বা তদূর্ধ পুরুত্বের সি আই শীট অবাধে আমদানি করা যাইবে। ইহাছাড়া প্রতি বর্গ মিটারে ১৫০ গ্রাম বা তদূর্ধ জিংক এলুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতব মিশ্রণের প্রলেপসহ রংগীন বা রংবিহীন ০.৩৫ মিঃ মিটার বা তদূর্ধ পুরুত্বের সি আই শীট আমদানি করা যাইবে।
৮৪.০১	ঐ	পারমাণবিক রি-এক্টর এবং উহার যন্ত্রাংশ।	পোষক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে কেবলমাত্র বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক আমদানিযোগ্য।
৮৪.০২ ৮৪.০৪	ঐ	বয়লার	সরকার অনুমোদিত আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি সম্পন্ন প্রাক জাহাজীকরণ পরিদর্শন এজেন্টের সনদের ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য হইবে।

১	২	৩	৪
৮৪.০৭ ৮৪.০৮	ঐ	ব্যবহৃত ইঞ্জিন ও গিয়ার বক্স	(ক) বাস, ট্রাক, কার, মিনিবাস ও মাইক্রো-বাসের পুরাতন/রিকন্ডিশন্ড ইঞ্জিন ও গিয়ার বক্স বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য। তবে এইরূপ ইঞ্জিন ও গিয়ার বক্স পাঁচ বৎসরের অধিক পুরাতন হইলে তাহা আমদানিযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে না। এই ক্ষেত্রে রপ্তানী কারক দেশের স্বীকৃত শিল্প ও বণিক সমিতি অথবা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সার্ভেয়ারের নিকট হইতে বয়স সীমার প্রত্যয়নপত্র উল্লেখিত পণ্যাদি খালাসের সময় শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে। (খ) কোষ্টার, লঞ্চ, স্বয়ং চালিত বার্জ এবং এই ধরণের অন্যান্য জলযানে ব্যবহার্য ৩৫ (পয়ত্রিশ) অশ্বশক্তির অধিক শক্তিসম্পন্ন সেকেণ্ডহ্যাণ্ড/রিকণ্ডিশণ্ড মেরিন ডিজেল ইঞ্জিন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য।
৮৪.২৩	ঐ	পরিমাপক যন্ত্র	কেবল মেট্রিক পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ওজন পরিমাপ, মাপিবার যন্ত্রপাতি ও উহাদের যন্ত্রাংশ (সংযুক্ত বা বিমুক্ত অবস্থায়) আমদানি-যোগ্য।
৮৫.২৫	ঐ	রেডিও ট্রান্সমিটার ও ট্রান্স রিসিভার ওয়্যারলেস ইকুই-পমেন্ট, ওয়া কি-টকি এবং সাউণ্ড রেকর্ডার বা রি-প্রডিউসারসহ অন্যান্য রেডিও ব্রডকাষ্ট রিসিভার	পোষক মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের ভিত্তিতে রেডিও বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক আমদানিযোগ্য। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণা-লয়ের অনাপত্তির ভিত্তিতে অন্যান্য সরকারী-আধাসরকারী এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা কর্তৃকও আমদানিযোগ্য। ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তির ভিত্তিতে কেবলমাত্র টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার যন্ত্রপাতি বেসরকারী খাতেও আমদানিযোগ্য।
৮৫.২৬	সকল এইচ এস কোড	রেডিও নেভিগেশ-নাল এইড এ্যাপা রেটাস, রাডার এ্যাপারেটাস এবং রেডিও রিমোট কন্ট্রোল এ্যাপারেটাস	পোষক মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের ভিত্তিতে ব্যবহার কারী এজেন্সী কর্তৃক আমদানিযোগ্য।

১	২	৩	৪
৮৭.০১ ৮৭.০২ ৮৭.০৩ ৮৭.০৪	সকল এইচ এস কোড	বিভিন্ন প্রকার মোটর গাড়ী এবং ট্রাক্টর।	আমদানীকরণ করিবার সময় কোন যানবাহনই ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক পুরাতন হইবে না। সংশ্লিষ্ট গাড়ী তৈয়ারীর তারিখ/বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে গাড়ীর চেসিস তৈরীর তারিখের পরবর্তী বছরের প্রথম দিন হইতে গাড়ীর বয়স গণনা শুরু করিতে হইবে। জাপান হইতে গাড়ী আমদানির ক্ষেত্রে জাপান অটোমোবাইলস এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত চেসিস বুক পরীক্ষা করিয়া তৈরীর তারিখ নির্ধারিত হইবে। অন্যান্য দেশ, যে সকল দেশ হইতে চেসিস বুক প্রকাশিত হয় না সেই সকল দেশ হইতে গাড়ী আমদানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সার্ভেয়ারের নিকট হইতে গাড়ী তৈরীর তারিখ সম্পর্কে সার্টিফিকেট আমদানিকারককে উপস্থাপন করিতে হইবে।
৮৭.১০	ঐ	ট্যাংক এবং সাঁজোয়া যানসহ সকল পণ্য।	কেবল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমদানিযোগ্য
৮৭.১১	ঐ	অনধিক ৩(তিন) বৎসরের পুরাতন সকল প্রকার মোটর সাইকেল	এই ৩(তিন) বৎসর সময়কাল যানবাহন তৈয়ারীর পরবর্তী বৎসরের প্রথম দিন হইতে গণনা করা হইবে। পুরাতন মোটর সাইকেলের বয়স নির্ধারণের জন্য রেজিষ্ট্রেশন ক্যানসেলেশন সার্টিফিকেটের বিকল্প হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদিত পরিদর্শন কোম্পানীর (পি এস আই) প্রদত্ত সনদ গ্রহণযোগ্য হইবে।
৮৯.০১ ৮৯.০২	ঐ	সমুদ্রগামী জাহাজ অয়েল ট্যাংকার ও মৎস্য ট্রলার।	২০ (বিশ) বৎসরের অধিক পুরাতন হইলে আমদানিযোগ্য হইবে না।
৮৯.০৬	ঐ	সকল প্রকার যুদ্ধ জাহাজ (নতুন এবং পুরাতন উভয়েই)।	কেবল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমদানিযোগ্য

১	২	৩	৪
৯০.১৬	সকল এইচ এস কোড	ওজন ও ঘাটখারা	কেবল মেট্রিক পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রস্তুত ওজন পরিমাপ, মাপিবার যন্ত্র ও ঘাটখারা আমদানি যোগ্য হইবে।
৯০.২৮	৯০২৮.৯০	বৈদ্যুতিক মিটারে যন্ত্রাংশ এবং সম্পূর্ণ বা আংশিক বিযুক্ত (সিকেডি/ এসকেডি) অবস্থায় সিংগেল ফেজ বৈদ্যুতিক মিটারের যন্ত্রাংশ/কম্পোন্যান্টস	কেবল স্বীকৃত বৈদ্যুতিক মিটার প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি স্ব স্ব অনুসারে আমদানিযোগ্য।
৯৩.০১	৯৩০১.০০	সমরাস্ত্রসহ সকল পণ্য।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমদানিযোগ্য।
৯৩.০২	সকল এইচ এস কোড	রিভলভার ও পিস্তলসহ সকল পণ্য।	আগ্নেয়াস্ত্রের অনুমোদিত ডিলার কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে আমদানিযোগ্য। বৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক প্যাসেঞ্জার ব্যাগেজ হিসাবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে আমদানি-যোগ্য হইবে। ব্যক্তি বিশেষ বা বেসরকারী খাতের জন্য টিসিবি কর্তৃক আমদানি করা যাইবে।
৯৩.০৩ হইতে ৯৩.০৫	ঐ	অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র সহ সকল পণ্য (মিথিল ঘোর ব্যতীত)	ঐ
৯৩.০৬	ঐ	(ক) ক্রীড়া, শিকার ইত্যাদির জন্য এ্যামিউনিশন	ঐ
		(খ) অন্যান্য	(খ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমদানিযোগ্য
৯৩.০৭	ঐ	তরবারী ও বেয়োনেটসহ সকল পণ্য	কেবল ব্যবহারকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক পোষক /প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য।

শর্তযুক্ত আমদানিযোগ্য পণ্য তালিকার কূট নোট

নিম্নোক্ত মালিটপল এইচ্ এস হেডিংভুক্ত পণ্যসামগ্রী পণ্যের বিপরীতে উল্লেখিত শর্তাবলী প্রতিপালনপূর্বক আমদানিযোগ্য হইবে।

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রযোজ্য শর্তাবলী
১।	প্রাণী, উদ্ভিদ ও উদ্ভিজ পণ্য	কোয়ারান্টাইন শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে।
২।	সেকেণ্ডহ্যাণ্ড/রিকণ্ডিশণ্ড মেশিনারীজ	শিল্প কারখানায় ব্যবহার্য সেকেণ্ডহ্যাণ্ড/রিকণ্ডিশণ্ড ক্যাপিটাল মেশিনারীজ মূল্যসীমা নির্বিশেষে আমদানিযোগ্য। তবে প্রতিটি মেশিনারীজ এর অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল কমপক্ষে ১০ (দশ) বৎসর রহিয়াছে এই মর্মে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত সার্ভেয়ার কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র অবশ্যই বিল অব এন্ট্রি এর সহিত দাখিল করিতে হইবে।
৩।	টায়ার কর্ড ফেব্রিক্স (সেকেণ্ডারী কোয়ালিটি)।	মাছ ধরার জাল তৈরীর উপযোগী সেকেণ্ডারী কোয়ালিটির টায়ার কর্ড ফেব্রিক্স বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অবাধে আমদানিযোগ্য হইবে।
৪।	খাদ্য ও পানীয়	সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয় আমদানির ক্ষেত্রে উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ প্রতিটি পাত্র/কনটেইনার এর গায়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে। তবে মদ জাতীয় পানীয় আমদানির ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।
৫।	কীটনাশক ও বালাই নাশক	কীটনাশক ও বালাই নাশক আমদানির ক্ষেত্রে এই আদেশের ২৬(৫) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলী পালন করিতে হইবে। তাহাছাড়া The Pesticides Ordinance, 1971 (Ordinance No. 11 of 1971) মোতাবেক বালাই নাশক নির্ধারিত হইবে।

পরিশিষ্ট-২

এফবিসিসিআই সদস্য সংস্থাসমূহের তালিকা

চেম্বার গ্রুপ

"এ" শ্রেণীর চেম্বার

(১) বাংলাদেশ চেম্বার অব ইণ্ডাস্ট্রিজ
বিসিআইসি ভবন (৪র্থ তলা)
৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ
ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৫১৬৬৯,৯৫৬৪১৭০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৫৬৪১৭০

(২) বগুড়া চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি
চেম্বার বিল্ডিং
কবি নজরুল ইসলাম রোড
খাউতলা
বগুড়া।
ফোন : (০৫১)৬২৫৭,৪১৩৮ (চেম্বার)

(৩) চাঁদপুর চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি
পুরান বাজার
চাঁদপুর।
ফোন : (০৮৪১) ৪৮৫৮

(৪) চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি
চেম্বার হাউস
আগ্রাবাদ বা/এ, পোষ্ট বক্স নং ৪৮১
চট্টগ্রাম।
ফোন : (০৩১)৭১১৩৫৫, পিবিএক্স ৭১৩৩৬৬-৯
টেলেক্স : ৬৬৪৭২ চেম্বার বিজে, ফ্যাক্স : ৮৮০-৩১-৭১০৭৮৩

(৫) ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি
ঢাকা চেম্বার বিল্ডিং
৬৫-৬৬, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা।
ফোন : পিবিএক্স ৯৫৫২৫৬২,৯৫৫২৬৯৩,৯৫৫২৮০৮
টেলেক্স : ৬৩২৪৭৫ ডিসিসিআই বিজে
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬৩৬০৮,৯৫৬০৮৩০

(৬) ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি
মাহবুব ক্যাস্টল (৫ম তলা)
৩৫-১, পুরানা পল্টন লাইন
ইনার সার্কুলার রোড
ঢাকা।
ফোন : ৮৩৯৪৪৮, ৮৩৯৪৪৯, ৪১২৮৭৭
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৩৯৪৪৯

(৭) গাজীপুর চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি
নিরালা মার্কেট
জয়দেবপুর
গাজীপুর।
ফোন: (০৬৮১) ২৪১২, ২২০৮

(৮) যশোর চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র রোড
যশোর।
ফোন: (০৪২১)৬০১৯

(৯) খুলনা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি
চেম্বার ম্যানসন
পিও বক্স ২৬
৫ কেডি এ বাণিজ্যিক এলাকা
খান-এ-সবুর রোড
খুলনা।
ফোন: (০৪১)২১৬৯৫,২১৭৪৫,২৫৬৩৫,২৪১৩৫,২০১৮৬,
২০০৬৭,২০৩৩৫,২৫৬৬৯,২১০০৫

(১০) মানিকগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি
১২৮, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭।
ফোন: ৮৩৩৭৬৭,৮৩৪৭২৭,৪০৫৬৬৬,৪০১৯৭৮, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৩৩৫৭০

(১১) মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি, ঢাকা
চেম্বার বিল্ডিং
১২২-১২৪, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৬৫২০৮-১০
টেলেক্স ৬৪২৪১৩ এমসিসিআই বিজে
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৫৬৫২১২

(১২) মৌলভী বাজার চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
পুরাতন হাসপাতাল রোড
মৌলভী বাজার।
ফোন: (০৮৬১) ৫২৮৩৫

(১৩) মুন্সিগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
মীর কাদিম
কমলাঘাট
মুন্সিগঞ্জ।

(১৪) নারায়নগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
পোষ্ট বক্স নং ২
৫৩ বঙ্গবন্ধু রোড
নারায়ণগঞ্জ।
ফোন: ৯৭১৬৮২১

(১৫) নরসিংদী চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
জিলা সদর রোড
পোষ্ট: নরসিংদী কলেজ, নরসিংদী।
ফোন: (০৬২১)২৪৫৪

(১৬) রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
পোষ্ট: ঘোড়ামারা
ষ্টেশন রোড, রাজশাহী।
ফোন: (০৭২১)৭৭২৪১২, ৭৭২১১৫
ফ্যাক্স: ৮৮০-৭২১-২৪৮৮, ৭৬০৩১১

(১৭) রংপুর চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
চেম্বার ভবন
জি, এল, রায় রাড, রংপুর।
ফোন: (০৫২১) ৩০৮১

(১৮) সিলেট চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
চেম্বার বিল্ডিং
পোষ্ট বক্স নং ৯৭
জেল রোড, সিলেট।
ফোন: (০৮২১)৭১৪৪০৩, ৭১৬০৬৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-৮২১-৭১৫২১০

(১৯) আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী ইন বাংলাদেশ
রুম নং ৩১৯, ঢাকা শেরাটন হোটেল
১ মিন্টু রোড, ঢাকা।
ফোন: ৮৬৩৩৯১, ৮৬১১৯১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৩২৯১৫, ৮৩২৯৭৫

'খ' শ্রেণীর চেম্বার

(১) বাগেরহাট চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
মেইন রোড, বাগেরহাট।
ফোন: (০৪০১) ৪৬০, ৬৬৭

(২) বরগুনা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
বরগুনা-৮৭০০।
ফোন: (০৪৪৬) ৩০৩, (চেম্বার)

(৩) বরিশাল চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
পি, ও বক্স ৩০
স' রোড (নাজিরেরপুল), বরিশাল।
ফোন: (০৪৩১) ৩০৬৪

(৪) ভৈরব চেম্বার অব মার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
পোষ্ট বক্স ২৩৫০
ভৈরব বাজার, কিশোরগঞ্জ।
ফোন: (০৯৪২) ৪৫৪

(৫) ভোলা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
বাংলাদেশ টেইলারিং বিল্ডিং
চক বাজার, ভোলা।
ফোন: (০৪৯১) ৫৮৩

(৬) ব্রাহ্মণবাড়িয়া চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
আমে মসজিদ রোড
পোষ্ট+জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

(৭) চুয়াডাংগা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
বড়বাজার, চুয়াডাংগা।
ফোন: (০৭৬১) ২০৯,৩৫৭,৩৭৯

(৮) কুমিল্লা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
রামমালা রোড, রাণীবাজার কুমিল্লা।
ফোন: (০৮১) ৮০৯৫

(৯) দিনাজপুর চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
মালদহ পট্টি, পুরাতন গরু হাট, দিনাজপুর।
ফোন: (০৫৩১) ৩১৮৯

(১০) ফরিদপুর চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
চেম্বার হাউস শিলটুলী, ফরিদপুর।
ফোন: (০৬৩১) ৩৫৩০

(১১) কেনী চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
ট্রাঙ্ক রোড, কেনী।
ফোন: (০৩৩১) ৩৫১৯

(১২) গাইবান্ধা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
৯৫৭ ষ্টেশন রোড
অনামিকা লেন, ৩য় তলা, গাইবান্ধা।
ফোন: (০৫৪১) ৬৫৫

(১৩) গোপালগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
ইসলাম সুপারমার্কেট গোপালগঞ্জ।
ফোন:

(১৪) হবিগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
মসজিদ রোড, হবিগঞ্জ।
ফোন: (০৮৩১) ২৫৭২

(১৫) জয়পুরহাট চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
আত্তার মার্কেট ভবন (৫ তলা)
সুগার মিল রোড, জয়পুরহাট।
ফোন: (০৫৭১) ৪১৩

(১৬) জামালপুর চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
পোষ্ট+জেলা-জামালপুর, জামালপুর।
ফোন: (০৯৮১) ৩৫৯১

(১৭) ঝালকাঠি চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
ঝালকাঠি।
ফোন: (০৪৯৬) ২২৭

(১৮) ঝিনাইদহ চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
শের-ই-বাংলা সড়ক, ঝিনাইদহ।
ফোন: (০৪৫১) ২২৯৭

(১৯) কিশোরগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
ষ্টেশন রোড, কিশোরগঞ্জ।
ফোন: (০৯৪১) ২০৮

(২০) কুড়িগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
বাজার রোড, কুড়িগ্রাম।
ফোন: (০৫৮১) ৬৫১

(২১) কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
১৫ এন, সি, রোড, কুষ্টিয়া।

(২২) লক্ষ্মীপুর চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
পুরাতন গৌতম ভবন,
পোষ্ট+জেলা-লক্ষ্মীপুর
লক্ষ্মীপুর।
ফোন: (০৩৮১) ৫৬৫

(২৩) লালমনিরহাট চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
পাটওয়ারী ভবন
গোশালা রোড, লালমনিরহাট।
ফোন: (০৫৯১) ৪১১

(২৪) মাদারীপুর চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
মাদারীপুর।
ফোন: (০৬৬১) ২৩৩,৫৮১

(২৫) মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রী
মেইন রোড, মেহেরপুর।
ফোন: (০৭৯১) ৩৬৮

(২৬) ময়মনসিংহ চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রী
১০ কেবি ইসমাইল রোড
জুবিলীঘাট, ময়মনসিংহ।
ফোন: (০৯১) ৪০২৯

(২৭) নওগাঁ চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রী
হাট নওগা
নওগা-৬৫০০।
ফোন: (০৭৪১) ৯৭৭৭

(২৮) নাটোর চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রী
লালবাজার, নাটোর।
ফোন: (০৭৭১) ৪২০

(২৯) নওয়াবগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রী
পোস্ট: চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ, নওয়াবগঞ্জ।
ফোন: (০৭৮১) ২৬৭
ফ্যাক্স: ৮৮০-৭৮১-৫২৭

(৩০) নেত্রকোণা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রী
কোর্ট রোড, নেত্রকোণা।
ফোন: (০৯৫১) ৪২৫

(৩১) নীলফামারী চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রী
বঙ্গবন্ধু রোড, সৈয়দপুর
নীলফামারী।
ফোন: (০৫৫২) ২০৬২,২১১৬,২১৬৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-৫৫২-২৬২২

(৩২) নোয়াখালী চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রী
পৌরসভা বিল্ডিং
মাইজদি কোর্ট, নোয়াখালী।
ফোন: (০৩২১) ৫২২৯

(৩৩) পাবনা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রী
চেম্বার ভবন
ঘানিয়াপট্টি, পাবনা।
ফোন: (০৭৩১) ৬৩১১

(৩৪) পটুয়াখালী চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রী
পোস্ট ও জিলা-পটুয়াখালী।
ফোন: (০৪৪১) ২৪১৯

(৩৫) রাজবাড়ী চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
পোস্ট+জেলা-রাজবাড়ী, রাজবাড়ী।
ফোন: (০৬৪১) ৩২৪

(৩৬) শাতক্ষীরা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
নিউ মার্কেট বিল্ডিং (২য় তলা)
শাতক্ষীরা।
ফোন: (০৪৭১) ৩৫৬৩, ৩১১৩, ৩৯৯৩
ফ্যাক্স: (৮৮০)৪৭১-৩৫১৪,৩১১৩

(৩৭) শরীয়তপুর চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডা
পো: ভেদেশ্বর, শরীয়তপুর।

(৩৮) শেরপুর চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
শেরপুর টাউন, শেরপুর।
ফোন: (০৯৩১) ২৯৩

(৩৯) সিরাজগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
মাওলানা মোহাম্মদ আলী রোড
পোস্ট+জেলা-সিরাজগঞ্জ।
ফোন: (০৭৫১) ৭২৬৭৪, ২৫৭১
ফ্যাক্স: (৮৮০-৭৫১)২৫৭১

(৪০) সুনামগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
মধ্যবাজার।
সুনামগঞ্জ ৩০০০।
ফোন: (০৮৭১) ৬৩৮ (চেম্বার)

(৪১) টাঙ্গাইল চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী
পাঁচানী বাজার, টাংগাইল।
ফোন: (০৯২১) ৩১৮১

"এ" শ্রেণী এসোসিয়েশন

(১) এ্যাডভারটাইজিং এজিন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
৭১৯, সাত মসজিদ রোড
ধানমণ্ডি আ/এ
ঢাকা।
ফোন: ৪১৩১১৮/৪১৮০০৫
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৩৩৬৫৭

(২) এসোসিয়েশন অব এয়ার কার্গো এজেন্ট অব বাংলাদেশ
বাড়ী .৪৭, (৪র্থ, তলা)
সড়ক .১৭, বনানী বা/এ
ঢাকা-১২১৩।
ফোন :৯৮৮১৬৬৩/৯৮৮১৬৬৪

(৩) এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ
৫/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড
ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৪১৫৯৮৭
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৮৩১২৬, ৮৮৩৯০৮

(৪) বাংলাদেশ একুমুলেটর এণ্ড ব্যাটারী ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
৭৪, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৫৩৪২৮/৯৫৬৫২৩৮-৪৪

(৫) বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল মেশিনারী মার্চেন্টস এসোসিয়েশন
৯৭, নওয়াবপুর রোড (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১১০০।
ফোন : ২৪৮৬৭৮।

(৬) বাংলাদেশ এলুমিনিয়াম ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
জাহানারা মঞ্জিল
৩৪৫, সেগুনবাগিচা, (৩য় তলা)
ঢাকা।
ফোন : ৪১৮৯৮৫/৮৩১২৬৩
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৩৬৮৬৪,
৯৩৩৫২১৩, ৪১৮৯৮৫।

(৭) বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস
উত্তরা ব্যাংক ভবন (৫ম তলা)
৯০ মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৫০২২৯

(৮) বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কনস্ট্রাকশন ইণ্ডাস্ট্রি
এবিসি হাউজ (৬ষ্ঠ তলা)
৮, বনানী বা/এ
কামাল আতাতুর্ক এ্যাভিনিউ
ঢাকা-১২১৩।
ফোন : ৮৮৮২০২/৮৮৪৭৫৪-৫৫
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৮৩০৮৫
ই-মেইল : baci @ citecheo. net

(৯) বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার্স
১৩৭, জাহানারা গার্ডেন, গ্রীণ রোড
ঢাকা-১২০৫।
ফোন : ৩১৭৪৫২/৪০১১৭২
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮২২২৫১

(১০) বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজ
৮২, কাকরাইল ভিআইপি রোড (৩য় তলা)
ঢাকা।
ফোন: ৯৩৪৫৫৮৭/৯৩৪৪৯৭৯

(১১) বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট (সিএ) ভবন (৭ম তলা)
কাওরান বাজার
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এ্যাভিনিউ
ঢাকা।
ফোন: ৩১৭৬০৬/৮১৮০৭৮

(১২) বাংলাদেশ অটোমোবাইলস এসেম্বলার্স এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
নিটল সেন্টার
৭১, মহাখালী (৩য় তলা)
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৮৮৬৮৫৪/৯৮৮৬৭৫৮
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৩১২১

(১৩) বাংলাদেশ আয়ুর্বেদ পরিষদ
৮৪, স্বামীবাগ রোড
ঢাকা।
ফোন: ২৩১৩৫৪/২৩২৪৫৫/২৪২৪৫৮

(১৪) বাংলাদেশ বেইলিং বোর্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
১, গণি মাষ্টার রোড
পূর্ব জুরাইন
ঢাকা।
ফোন: ২৫৬৮০৫

(১৫) বাংলাদেশ ব্রেড, বিস্কুট ও কনফেকশনারী প্রস্তুতকারক সমিতি
৬২/২ পুরানা পল্টন লেন
কাকরাইল, ঢাকা।
ফোন: ৮৪১০৬৪

(১৬) বাংলাদেশ ব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং ওনার্স এসোসিয়েশন
১। চণ্ডীচরণ বোস ষ্ট্রীট
ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩।
ফোন: ২৩০৬৬৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৬৭০৩৪

(১৭) বাংলাদেশ বাস ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন
হাজী আহসান উল্যাহ ভবন (৪র্থ তলা)
২৫৭/ক, বাঘবাড়ী, গাবতলী
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
ফোন: ৩১৪৫৩৬/৮১২০০৭/৮৬২৮৪৬

(১৮) বাংলাদেশ সি, আই, শীট মার্চেন্টস এসোসিয়েশন
২১, হাজী আবদুর রশিদ লেন
নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন : ২৩২৫৮৮/২৩৬৩০৬

(১৯) বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশন
১১৫-২৩, মতিঝিল ইনার সার্কুলার রোড
ঢাকা—১০০০।
ফোন : ৪১৭৬০৬

(২০) বাংলাদেশ সেলোফেন মার্চেন্টস এসোসিয়েশন
৮/৩ জুমরাইল লেন (ইসলাম ম্যানসন)
ঢাকা-১১০০।
ফোন : ২৫৬৬১৮/২৫০০৪২/২৫৭৮১৩

(২১) বাংলাদেশ সিমেন্ট আমদানীকারক সমিতি
৬০ সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড ঢাকা।
ফোন : ৪১৭৯৩৭/৮৩২৪৪৫

(২২) বাংলাদেশীয় চা সংসদ
(টি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ)
দার-ই-শাহিদী (৪র্থ তলা)
৬৯, আগ্রাবাদ বা/এ
পোস্ট বক্স ২৮৭ চট্টগ্রাম।
ফোন : (০৩১)৫০২৫৩৬/৫০১০০৯
৮৩৩১৮৭(ঢাকা)

(২৩) বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতি
(বাংলাদেশ ফিল্ম প্রডিউসার ডিস্ট্রিবিউটর এসোসিয়েশন)
৪৭, বাকরাইল (২য় তলা)
ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৮৩৪১৬৩

(২৪) বাংলাদেশ চশমা শিল্প ও বণিক সমিতি
১, পাটুয়াটুলী লেন
চশমা মার্কেট (২য় তলা)
ঢাকা-১১০০।
ফোন : ২৪০০৫০/৮৬১৫৪৯

(২৫) বাংলাদেশ ক্লোথ মার্চেন্টস এসোসিয়েশন
৫৩/১, এ, সি, ধর রোড
কালির বাজার
নারায়নগঞ্জ।
ফোন : ৯৭১৪৭০৮

(২৬) বাংলাদেশ কোল/কোক ইম্পোর্টার্স এসোসিয়েশন
১৪৯/এ, ডিআইটি এক্সটেনশন এভিনিউ
খলিল মেনসন (৩য় তলা)
ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৮৩১০৬৮/৮৩১০৫৮
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৩৪১৭৪

(২৭) বাংলাদেশ কোল্ড ষ্টোরেজ এসোসিয়েশন
বিসিএসএ ভবন,
৩৮, পুরানা পল্টন (নীচ তলা)
ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৬২৯৩২/৯৫৫৫২৫২/৯৫৫৪৮৮৩

(২৮) বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি
বাড়ী ৮/এ সড়ক ১৪ (নতুন)
সোবহানবাগ, ধানমন্ডি
ঢাকা-১২০৫।
ফোন : ৯১২২৮৪৭
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১২২৮৪৭, ৮৬৯৮৪৪
ই-মইল : bcs @ bd mail, net

(২৯) বাংলাদেশ করগেটেড কার্টন ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
১৮৮/১, মতিঝিল সার্কুলার রোড (৪র্থ তলা)
আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৪১৭৩৯৬/৮৩২০৬৪
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৩২৫৭৪

(৩০) বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি
১৪৮, ঢাকা ষ্টেডিয়াম (২য় তলা)
ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৫১১৩১/৯৫৫৬৩২৪

(৩১) বাংলাদেশ ড্রেস মেকার্স এসোসিয়েশন
৩ সাকুরা মার্কেট, পরিবাগ
ঢাকা।
ফোন : ৫০৪০৭১/৫০২৬৭৫/৫০৫৬১৪

(৩২) বাংলাদেশ দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী সমিতি
৪৯/১, লেক সার্কাস, কলাবাগান
ঢাকা।
ফোন : ৮১৬৫৭৬
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮১৬৫৭৬

(৩৩) বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল এসোসিয়েশন
আজিজ ইলেক্ট্রিক্যাল মার্কেট
১২৫/১২৬, নওয়াবপুর রোড
ঢাকা-১১০০।
ফোন : ৯৫৫৪৪২৮/৯৫৫৫৬০৩/৯৫৫৫৫৯০

(৩৪) বাংলাদেশ ইলেক্টিকেল মার্চেণ্ডাইজ ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
২ শহীদ নজরুল ইসলাম রোড
(হাটখোলা রোড), রৌশন চেম্বার (৩য় তলা)
ঢাকা।
ফোন : ৯৫৬২১২৬

(৩৫) বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
আব্বাফাত টাওয়ার (৩য় তলা)
৯৪, মালিবাগ ডিআইটি রোড
ঢাকা-১২১৭।
ফোন : ৪১৪৩০০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৩২৯১৩

(৩৬) বাংলাদেশ ইঞ্জিন চালিত দেশী নৌকা মালিক সমিতি
১২/বি, আর, কে, মিশন রোড (৫ম তলা)
ঢাকা-১২০৩।
ফোন : ৯৫৫৪৩৮৭
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬৩৩৭৯

(৩৭) বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি
৩৮, টিপু সুলতান রোড
ঢাকা-১০০০।
ফোন : ২৩৫৪৭৮/২৪৩১৮২/২৩৩১১৮৭/২৪৬৭৮৯

(৩৮) বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন
খান মেনসন (৫ম তলা)
১০৭, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৬১৬২১/৯৫৬৩৯৬২

(৩৯) বাংলাদেশ ফিল্ম ইম্পোর্টার্স এসোসিয়েশন
প্রযত্নে : ফিল্ম সেনসর বোর্ড
২৬/১, চামেলীবাগ
শান্তিনগর, ঢাকা।
ফোন : ৮৩৮৮৪৯

(৪০) বাংলাদেশ ফিনিসড লেদার এণ্ড লেদার গুডস এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন
বাড়ী ৮১৪ (৭০ নতুন) রোড ১৯ (৯/এ নতুন)
ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ৮১৫৫২৯
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮১৫৫২৯

(৪১) বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স এসোসিয়েশন
পুরানী ব্যাংক ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
২৬, দিলকুশা বা/এ
ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৫২৬৪১

(৪২) বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
৫০/১, ইনার সার্কুলার রোড
শান্তিনগর, ঢাকা।
ফোন : ৪১৮৭২০/৮৩৭৫৩১
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৩৭৫৩১

(৪৩) বাংলাদেশ ফ্রুটস ভেজিটেবল এণ্ড এলাইড প্রোডাকটস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
শরিফ ম্যানশন (৭ম তলা)
৫৬-৫৭, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৬০৫০৬
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬৬৯৬০

(৪৪) বাংলাদেশ ফার্নিচার শিল্প মালিক সমিতি
বি-৭২/৭৩, শপিং সেন্টার
গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।
ফোন : ৮৮৭৭০৩/৮৮৮৭৭৬
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৮৮৭৫৬

(৪৫) বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এণ্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
বিটিএমসি ভবন
৭—৯, কাওরান বাজার
ঢাকা-১২১৫
ফোন : ৮১৫৭৫১/৮১৫৫৯৭
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮১৩৯৫১

(৪৬) বাংলাদেশ জি, পি, এণ্ড সি, আই শীট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
৩৮৭, উত্তর তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮।
ফোন : ৮১৭৪২০/৮১৭৭৯৫/৮১১৯২৭
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮১৮৯৯৭/৯১১৩৪১৭

(৪৭) বাংলাদেশ ঘড়ি ব্যবসায়ী সমিতি
৩৩, পাটুয়াটুলী (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০।
ফোন : ২৩০৪৮৩/২৪৪০১৬/২৫৭৫৬৭/২৪৩৬০৩/২৪৬৪০৪

(৪৮) বাংলাদেশ গ্রোসারী বিজিনেস এসোসিয়েশন
১২৬, মতিঝিল বা/এ (২য় তলা)
ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৬৪৮৩৭/৯৫৬৮৫২৬

(৪৯) বাংলাদেশ হ্যান্ডিক্র্যাফটস ম্যানুফ্যাকচারার্স এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
১৩, গাউস নগর
ঢাকা।
ফোন : ৮৩৯৩৬৯
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬৮৪১৩

(৫০) বাংলাদেশ হার্ড বোর্ড ডিলার্স এসোসিয়েশন
৮/৩, জুমরাইল লেন
নয়াবাজার, ঢাকা।
ফোন : ২৫৭৮১৩/২৫০০৪২

(৫১) বাংলাদেশ হার্ডওয়্যার এণ্ড মেশিনারী মার্চেন্টস এসোসিয়েশন
৫, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ
ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৫২৭৪১
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬৪২৮৮

(৫২) বাংলাদেশ হোমিওপেথিক মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
৯/৭, সেক্রেটারিয়েট রোড
ফুলবাড়িয়া, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৬৯৭০০

(৫৩) বাংলাদেশ হোসিয়ারী এসোসিয়েশন
হোসিয়ারী ভবন
হোসিয়ারী শিল্প নগরী
শ্মশানগাঁও, ফতুল্লা
নারায়ণগঞ্জ-১৪০০।
ফোন : ৯৭১১১০৭

(৫৪) বাংলাদেশ ইণ্ডেন্টিং এজেন্টস এসোসিয়েশন
স্যুইটস ৯০১-৯০২ (১০ম তলা)
দিলকুশা সেন্টার
২৮, দিলকুশা বা/এ
ঢাকা।
ফোন : ৯৫৫২৪৩৬

(৫৫) বাংলাদেশ ইনল্যাণ্ড ওয়াটারওয়েজ (পি, সি) এসোসিয়েশন
আইডব্লিউটিএ টার্মিনাল বিল্ডিং
সদরঘাট
ঢাকা।
ফোন : ২৩৯০৬৪

(৫৬) বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স এসোসিয়েশন
রূপালী বীমা ভবন (৯ম তলা)
৭, রাজউক এভিনিউ
ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৫৭৩৩০

(৫৭) বাংলাদেশ আয়রণ এণ্ড ষ্টীল মার্চেন্টস এসোসিয়েশন
১২/১, তাজমহল রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
ফোন: ৯১২৭৮৫৭, ৯১২৭৯৮৬

(৫৮) বাংলাদেশ জুয়েলারী ম্যানুফ্যাকচারার্স এণ্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
এইচ-১০১, মৌচাক মার্কেট (২য় তলা)
ঢাকা-১২১৭।
ফোন: ৮৪১০৭৫/৪০৭২৬১

(৫৯) বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি
৩, বায়তুল মোকাররম (২য় তলা), ঢাকা।
ফোন: ৮৬১৫৭৬/৫০৬৯৩৩/৮৬৪১২৬

(৬০) বাংলাদেশ জুট এসোসিয়েশন
বি/জেএ ভবন
৭৭, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫২৯১৬

(৬১) বাংলাদেশ জুট এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
প্রযত্নে, পপুলার গ্রুপ (৯ম তলা)
২৮, দিলকুশা বা/এ
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫৯৪৫৪, ৯৫৫১৮৫৩

(৬২) বাংলাদেশ জুট গুডস এসোসিয়েশন
১৫০ মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫১১৫১, ৯৫৫৫৫৫৮, ৯৫৫৫৬৩

(৬৩) বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন
১১৫-১২০, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৬০০৭১-২/৯৫৬৬৪৭২
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৫৬৬৪৭২

(৬৪) বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন
৫৫, পুরানা পল্টন (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫১৩১৭/৮৬৪১২৫
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৬৪১২৫

(৬৫) বাংলাদেশ কাঁচ ডিলার্স এণ্ড আয়না ব্যবসায়ী সমিতি
৪, আজিজ উল্লাহ রোড
বাবু বাজার
ঢাকা-১১০০।
ফোন: ২৩৯৬৪৩/২৪৬৪৩৮/২৩৬৩১৯

(৬৬) বাংলাদেশ কালি প্রস্তুতকারক মালিক সমিতি
২২৩, তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২১৫।
ফোন: ৬০১৯৪০/৬০৪৫৩৩

(৬৭) বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এণ্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
১২১, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫৩৮৬৬, ৯৫৫৩৪২২
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৫৬৫৪৩৫

(৬৮) বাংলাদেশ লবণ মিল মালিক সমিতি
৬৫-৬৬, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ২৪১৬০৮

(৬৯) বাংলাদেশ লেদার গুডস ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশন
৩, আউটার সার্কুলার রোড
রাজারবাগ, ঢাকা।
ফোন: ৪০৬৪১৫

(৭০) বাংলাদেশ লজেন্স ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশন
২৩০/২৩১, চক বাজার
ঢাকা।
ফোন: ২৪৫৭০৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৩৬২৮৩

(৭১) বাংলাদেশ মেজর এণ্ড কম্প্যাক্ট ফ্লাওয়ার মিলস এসোসিয়েশন
৬৫-৬৬, মতিঝিল বা/এ (৫ম তলা)
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৮৮৯২৪৩/৯৫৫৪৯৮৯/৯৫৬৫০৯৮

(৭২) বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন
হেড অফিস, স্যুইট নং ১০/৪ (১০ম তলা)
ইষ্টার্ণ প্লাজা, হাতিরপুল
ঢাকা।
ফোন: (০২) ৮৬৬৯৩৪ (ঢাকা)
(০৩১) ২২৭৩২৭ (চট্টগ্রাম)
(০২) ৮৩৯৪৭৯/৪১৭৪০৪ (অফিস)

(৭৩) বাংলাদেশ মাষ্টার ষ্টেভেডরস এসোসিয়েশন
হোসাইন চেম্বার (২য় তলা)
১০৫ আগ্রাবাদ সি/এ
চট্টগ্রাম।
ফোন: (০৩১)-৫০০৩৩৫, ৭১১১৮৩, ৫০০৩৩০, ৭১১২৫৭

(৭৪) বাংলাদেশ ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
রাজউক এনেক্স বিল্ডিং (১ম তলা)
ঢাকা।
ফোন: ৯৫৫১৩৯৪

(৭৫) বাংলাদেশ মনিহারী বণিক সমিতি
১৪, চক বাজার (২য় তলা)
ঢাকা।
ফোন: ২৫৬৫৭০

(৭৬) বাংলাদেশ মোজাইক মার্চেন্ট এসোসিয়েশন
৩৩৬, সোনারগাঁও রোড, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট
ঢাকা-১২০৫।
ফোন: ৫০১৯২৪, ৫০৫৪১৬

(৭৭) বাংলাদেশ মোশন পিকচার এক্সিবিটর্স এসোসিয়েশন
৮১, নর্থ সাউথ রোড, (২য় তলা)
বিজয় নগর
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৮৩৬৫১৪, ৪১৩৬৪৫

(৭৮) বাংলাদেশ মটর পার্টস এণ্ড টায়ার টিউব মার্চেন্টস এসোসিয়েশন
৯, নর্থ ব্রুক হল রোড
ঢাকা-১১০০।
ফোন: ২৪৮৪৮৬/২৫১৮৬৩

(৭৯) বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি
৩৮/১, নর্থ ব্রুক হল রোড
ঢাকা-১১০০।
ফোন: ২৪০৩৩৪।

(৮০) বাংলাদেশ নাট, বোল্ট, স্ক্রু এণ্ড এলাইড
প্রোডাক্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
১৫০, তেজকুনি পাড়া
তেজগাঁও
ঢাকা।
ফোন: ৩২৬০৫৯, ৯১১৭৮৬১

(৮১) বাংলাদেশ ওশান গোয়িং শীপ ওনার্স এসোসিয়েশন
১/১, গোনারগাঁও রোড
এ্যাংকর টাওয়ার (১০ম তলা)
ঢাকা।
ফোন: ৮৩৩৫২০, পিএবিএক্স: ৮৩১৮৭১-৫
টেলেক্স: ৬৪১৪৪৪

(৮২) বাংলাদেশ ওয়েল ট্যাংকার ওনার্স এসোসিয়েশন
১০৩, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৬৭১৯৭, ৯৫৫৭৩৪৯

(৮৩) বাংলাদেশ পাদুকা ব্যবসায়ী সমিতি
১২৮, চক সার্কুলার রোড
চক বাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন: (০২) ২৪৫৬৪৩, ২৫৯৫৪৭

(৮৪) বাংলাদেশ পাদুকা প্রস্তুতকারক সমিতি
১৬/২, জয়নাগ রোড
বক্শীবাজার, লালবাগ, ঢাকা।
ফোন: ২৫৭১৪৭/২৪৩৮৫৪

(৮৫) বাংলাদেশ পেইন্ট ডাইস এণ্ড কেমিক্যাল মার্চেন্টস এসোসিয়েশন
১১৮, চক সার্কুলার রোড
চক বাজার (৩য় তলা), ঢাকা।

(৮৬) বাংলাদেশ পেইন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
৯২, বায়েজীদ বোস্তামী রোড
পি, ও, বক্স নং-৩৯৫
চট্টগ্রাম।
ফোন: (০৩১) ২১০১৬৫-৭

(৮৭) বাংলাদেশ পেপার ইম্পোর্টার্স এসোসিয়েশন
৪০, নওয়াব ইউসুফ মার্কেট
নয়াবাজার, ঢাকা: ১১০০।
ফোন: ২৪১৭৫২/২৩৮৭৯৯/২৮২৬৬৩/২৩২৬১৬/২৪০৫৭২

(৮৮) বাংলাদেশ পেপার মার্চেন্টস এসোসিয়েশন
১২, লয়েল ষ্ট্রীট (পাটুয়াটুলী)
ঢাকা: ১১০০।
ফোন: ২৩৬৩০৬/২৩২৫৮৮

(৮৯) বাংলাদেশ পাঠ্য পুস্তক মুদ্রক ও বিপণন সমিতি
৫৫, ইনার সার্কুলার রোড
শান্তিনগর, ঢাকা: ১২১৭।
ফোন: ৯৩৩৮১৮৬

(৯০) বাংলাদেশ পাইপ এণ্ড টিউবওয়েল মার্চেন্টস এসোসিয়েশন
৬, নর্থ সাউথ রোড
দীন সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা : ১০০০।
ফোন : ৯৫৫৪৯৭৯/২৮৩৮০৫

(৯১) বাংলাদেশ প্লাষ্টিক ব্যবসায়ী সমিতি
৪০, কে, বি, রুদ্র রোড (উর্দু রোড়)
৪র্থ তলা, ঢাকা : ১২১১।
ফোন : ২৪৪৯৯৩

(৯২) বাংলাদেশ প্লাষ্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক এসোসিয়েশন
৫/১, কামাল দহ রোড (৩য় তলা)
লালবাগ, ঢাকা : ১২১১।
ফোন : ২৩৪২৭৮/২৩৮৯৯৯/২৩৮৪২৯

(৯৩) বাংলাদেশ পোদ্দার সমিতি
২৮, কতোয়ালী রোড (৪র্থ তলা)
ঢাকা : ১১০০।
ফোন : ২৪২৮০০/২৪২৬১৬/২৫১৭৭৩

(৯৪) বাংলাদেশ পলি প্রোপাইলিন পলিথিন ক্ষুদ্র শিল্প
কারখানা মালিক ও বণিক সমিতি
১৬, মকিম কাটরা, নাগিনা ভবন (৫ম তলা)
চরবাজার, লালবাগ, ঢাকা।
ফোন : ২৩৮৬০৭

(৯৫) বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইণ্ডাষ্ট্রীজ এসোসিয়েশন
আদমজী কোর্ট (নীচ তলা)
১১৫-১২০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ফোন : ৯৫৬৪৬১৩/৯৫৫০৫৪৩

(৯৬) বাংলাদেশ পুস্তক বাঁধাই ব্যবসায়ী সমিতি
৩/১২, জনসন রোড (লিয়াকত এভিনিউ)
ঢাকা।

(৯৭) বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি
৩, লিয়াকত এভিনিউ
ঢাকা।
ফোন : ২৩১৬৬৬/২৪৩৪২৫

(৯৮) বাংলাদেশ পি, ভি, সি পাইপ ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
২০/২৫, সিদ্দিক বাজার
নর্থ সাউথ রোড, ঢাকা।
ফোন : ৯৫৫৭৩৩২

(৯৯) বাংলাদেশ পি, ভি, সি কম্পাউণ্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
৩৬, লেক সার্কাস, কলাবাগান
ঢাকা।
ফোন: ৮১৫০৫৪-৭

(১০০) বাংলাদেশ রিকণ্ডিশনড ভেহিক্যালস ইম্পোর্টার্স এণ্ড ডিলার্স এসোসিয়েশন
৩১, ইনার সার্কুলার (ভিআইপি) রোড
নয়াপল্টন, ঢাকা।
ফোন: ৮৩২৮৪২-৩

(১০১) বাংলাদেশ রিফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ারকণ্ডিশনিং বণিক সমিতি
এইচ-৬৪/৭, (২য় তলা) মহাখালী আ:এলা
নিউ এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা-১২১২।
ফোন: ৮৮১৩৪৩, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৩৪৬৮

(১০২) বাংলাদেশ রি-রোলিং মিলস এসোসিয়েশন
জহুরা ম্যানশন (৩য় তলা)
রুম নং-১২, বাংলা মটর
২৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা।
ফোন: ৫০৪১৪৯/৫০৯৭৪৩

(১০৩) বাংলাদেশ রেশম শিল্প মালিক সমিতি
২৩, লোকনাথ হাই স্কুল মার্কেট
রাজশাহী-৬০০০।
ফোন: ৭৭৫২৭১/৭৭২৭৩৯

(১০৪) বাংলাদেশ রেস্তোরা মালিক সমিতি
আল-আমিন সুপার মার্কেট (৪র্থ তলা)
১০/১-১০/২, পুরানা ষ্টেশন রোড
ফুলবাড়িয়া, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৬৯৫৮২

(১০৫) বাংলাদেশ রাইছ মার্চেন্টস এসোসিয়েশন
৭, গোপীনাথ দত্ত কবিরাজ ষ্ট্রীট
ঢাকা।
ফোন: ২৩২১৮৪

(১০৬) বাংলাদেশ রাইছ মিলস ওনার্স এসোসিয়েশন
২৪৮/১, পূর্ব গোড়ান
ঢাকা।
ফোন:

(১০৭) বাংলাদেশ রাবার গার্ডেন ওনার্স এসোসিয়েশন
১৩/১-ডি, কে, এম, দাস লেন
গোলাপবাগ, ঢাকা।
ফোন: ২৪২০৭১

(১০৮) বাংলাদেশ বাবার ইণ্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন
৪, নাজিমুদ্দিন রোড
ঢাকা
ফোন: ২৩৪৯৯৪/২৩৩৯৪৪

(১০৯) বাংলাদেশ সল্টেড এণ্ড ডিহাইড্রেটেড মেরিন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
নূর ম্যানশন
১৫, আগ্রাবাদ বা/এ
চট্টগ্রাম।
ফোন: (০৩১) ২২৫১৭১

(১১০) বাংলাদেশ স্যাণ্ড মাইনিং এণ্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশন
মোহাম্মদীয়া ইলেকট্রিক মার্কেট (৪র্থ তলা)
১৭৬, নওয়াবপুর রোড
ঢাকা।
ফোন: ৯৫৫৪৪৩৬

(১১১) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি
বিআরটিসি পরিবহন ভবন (৭ম তলা)
রাজউক এভিনিউ
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫৭৭১৩

(১১২) বাংলাদেশ সাইন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্ট ডিলার্স এসোসিয়েশন
৩২, শহীদ নজরুল ইসলাম সড়ক (হাটখোলা)
ঢাকা।
ফোন: ৯৬৬৭০১৯/৯৫৫৯৩৩৭

(১১৩) বাংলাদেশ শীপ ব্রোকার্স এসোসিয়েশন
কবীর সুপার মার্কেট (২য় তলা)
১৪৯, গোসাইলডাঙ্গা
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
ফোন: (০৩১) ৭১৪৭৭৮

(১১৪) বাংলাদেশ শীপ বিল্ডার্স এসোসিয়েশন
১০৩, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা।
ফোন: ৮৬৫৫৯৩

(১১৫) বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাইড্রোকার্বণ ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
৩৩৫/এ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮।
ফোন: ৬০২৬৮৮/৬০৬৯৭৭
ফ্যাক্স: ৮৮০/২-৮৩৩৩৭৯

(১১৬) বাংলাদেশ স্পেশালাইজড টেক্সটাইল মিলস এণ্ড পাওয়ারলুম ইণ্ডাষ্ট্রীজ এসোসিয়েশন
বিসিআইসি ভবন (১৫ তম তলা)
৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৬৬৭০২৯

(১১৭) বাংলাদেশ ষ্টীমার এজেন্টস এসোসিয়েশন
ফিনলে হাউস
আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।
ফোন: (০৩১) ৫০৩৮২৯/৫০৩৩৯৩/৭১৫৫০৯

(১১৮) বাংলাদেশ ষ্টুডিও মালিক সমিতি
৪৮, টয়েনবি সার্কুলার রোড (২য় তলা)
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫৯৮৮৫/৯৫৫৯৪৪৭

(১১৯) বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন
৯৯, হাজারীবাগ
ট্যানারীবাগ জামে মসজিদ এলাকা
ঢাকা-১২০৯।
ফোন: ৫০০৩৭৪

(১২০) বাংলাদেশ টেলিকম ব্যবসায়ী সমিতি
ন্যাগদেলেনা সুপার মার্কেট
৮২, পশ্চিম তেজতুরী বাজার
কাঁর্মগেট, ঢাকা।
ফোন: ৯৬৬৮৮৬৬

(১২১) বাংলাদেশ টেরী টাওয়ালেল এণ্ড লিনেন ম্যানুফ্যাকচারার্স এণ্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
রোড নং-৩১, হাউস নং ৪৬৩ (নীচ তলা)
নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী
ঢাকা।
ফোন: ৯৮৮৩৮৫০/৯৮৮৫৯৬৪/৮৭২১৬১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৩৮৫০
ই-মেইল: Bttlmea @ Citechco. net

(১২২) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন
মুন ম্যানশন (৭ম তলা)
ব্লক-এম, ৬৬, দিলকুশা বা/এ
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৬৩৭৯০/৯৫৫২৭৯৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৫৬৩৭৪৯/৯৫৬৩৩২০

(১২৩) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস ওনার্স এসোসিয়েশন
১২৮, ষড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭।
ফোন: ৮৩৩৭৬৭/৮৩৪৭২৭

(১২৪) বাংলাদেশ ঠিকাদার সমিতি
২৯/এ, জিগাতলা
ঢাকা।
ফোন: ৫০৭৫৪৫/৫০৫৮৫৬

(১২৫) বাংলাদেশ টোবাকো প্রডাক্টস ডিস্ট্রিবিউটরস এসোসিয়েশন
প্রযত্নে-অগ্রণী ট্রেডিং কর্পোরেশন
৬৩, বড় মগবাজার
ঢাকা।
ফোন: ৪১২৬৭০

(১২৬) বাংলাদেশ ইউনানী ঔষধ শিল্প সমিতি
১৯১/১, সোনারগাঁও রোড
হামদর্দ ভবন
ঢাকা-১২০৫।
ফোন: ৫০০৭৩১/৫০০৭৩৯/৯৬৬১৩৩৪

(১২৭) বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনারস এণ্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
৬৫-৬৬, মতিঝিল, বা/এ
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫১৩৫২

(১২৮) বাংলাদেশ ওয়াচ ইম্পোর্টার্স এণ্ড এ্যাসেম্বলার্স এসোসিয়েশন
১নং ওয়াপদা বিল্ডিং
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫১০২০/৯৫৫০৯৪৩/৯৫৫২২০৬
ফ্যাক্স ৮৮০-২-৯৫৬৪৭৬৭

(১২৯) বাংলাদেশ ইয়ার্ণ মার্চেন্টস এসোসিয়েশন
১৯, এস, এম, মালে রোড
টানবাজার, নারায়ণগঞ্জ।
ফোন: ৯৭১১৬০৮

(১৩০) কুরিয়ার সার্ভিসেস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
সাধারণ বীমা সদন
২৪-২৫, দিলকুশা বা/এ
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫৬১৮৯

(১৩১) এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
বিটিএমসি ভবন (নীচ তলা)
৭-৯, কাওরান বাজার ঢাকা।
ফোন: ৮১৫৫৯৭/৮৭৫৭৫১/৮১৫৭৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৩৯৫১।

(১৩২) লঞ্চ ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
আইডব্লিউটিএ টার্মিনাল বিল্ডিং
সদরঘাট, ঢাকা।
ফোন: ২৩৭১৭৭

(১৩৩) মেরিন সার্ভেয়ার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
প্রযত্নে ট্রাইষ্টার সার্ভেস লিমিটেড
হোসেন কোর্ট (৩য় তলা)
৭৫, আগ্রাবাদ বা/এ
চট্টগ্রাম।
ফোন: (০৩১) ৫০২৯১১/৫০১৩৭২/৭১১৩০৮
ফ্যাক্স: ৮৮০-৩১-৭১১৩১২/৭১১৩০২

(১৩৪) ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অবস্মল এণ্ড কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ অব বাংলাদেশ (নাসিব)
৬৩/১, পুরানা পল্টন লাইন
হোয়াইট হাউস
ঢাকা-১০০০।
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৩৫৩৫৭

(১৩৫) প্যাকেজিং ইণ্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
৬৮, দিলকুশা বা/এ (নীচতলা)
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫৭২৭০/৯৫৫২৫৯-২
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৫৬৪৫২৮

(১৩৬) পেষ্টিসাইড এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
প্রযত্নে এফএসি ইন্টারন্যাশনাল এস, এ
আলিকো বিল্ডিং
১৮-২০, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫০৭৬৯/৮৬৯২০৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৫৬১৭২৩

(১৩৭) রিয়েল ষ্টেট এণ্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
ইষ্টার্ণ প্লাজা (১০ম তলা)
রুম নং-১৯, সোনারগাঁও রোড
ঢাকা।
ফোন: ২৪৪৫২২/২৩৮০১২ (অফিস)

(১৩৮) শীপার্স কাউন্সিল অব বাংলাদেশ
১০-এ, সাকিট হাউজ রোড (২য় তলা)
কাকরাইল, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৪১৪২৫/৪০৭৪৫৪
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৫৬৫৫৬৩/৯৫৬০৮৩০

(১৩৯) টি ট্রেডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
দার-ই-শাহিদী
৬৯, আগ্রাবাদ বা/এ
চট্টগ্রাম।
ফোন: (০৩১) ৭১২৪৫২/৫০২৬৭৫

"বি" শ্রেণী এসোসিয়েশন:

(১৪০) বাংলাদেশ সিমেন্ট ট্রেডার্স এসোসিয়েশন
১২৭, বড় মগবাজার
ঢাকা।
ফোন: ৩০১৫৬৭/৪০২২৪৯

(১৪১) বাংলাদেশ কেমিষ্ট এণ্ড ড্রগিষ্ট সমিতি
আজিম মার্কেট (৩য় তলা)
৩/৪, কমিটিগঞ্জ (বাবু বাজার)
ঢাকা-১১০০।
ফোন: ২৪৬০১৮

(১৪২) বাংলাদেশ ফিশিং ইণ্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন
সিডিএ বিল্ডিং (৬ষ্ঠ তলা)
কোর্ট রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন: (০৩১) ২২০৪৩২
ফ্যাক্স: ৮৮০-৩১-২২৫৬২৯

(১৪৩) দি বাংলাদেশ অয়েল মিলস এসোসিয়েশন
প্রকৌ-এনফা এণ্টারপ্রাইজেস লিঃ
বিনান ভবন (৫ম তলা)
১০০, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫১১৯৫/২৪৭২৩১

(১৪৪) বাংলাদেশ সাময়িকী প্রকাশনা সমিতি
হাউস নং ২/৮-এ, রোড নং-৩
ব্লক-এ, লালমাটিয়া
ঢাকা।
ফোন: ৯১১৫৮৪১

(১৪৫) বাংলাদেশ চিনি ব্যবসায়ী সমিতি
৫৫, মতিঝিল বা/এ (৫ম তলা)
ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫৮৬২৭
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৫৬০৮৩০

(১৪৬) বাংলাদেশ টিম্বার মার্চেন্টস এসোসিয়েশন
৯৭, কবি নজরুল ইসলাম রোড
ফিরিঙ্গী বাজার, চট্টগ্রাম।
ফোন: (০৩১) ২২৪৪৩৪/২২২১৪৮

পরিশিষ্ট-৩

যৌথ ভিত্তিতে (জয়েন্ট বেসিস-এ) আমদানির পদ্ধতি

(অনুচ্ছেদ-১০ দ্রষ্টব্য)

বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের দল গঠন:

বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণকে, স্বল্পমূল্যে আমদানির জন্য, যৌথ ভিত্তিতে আমদানি সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে। ইহার জন্য এই আদেশের বিধান সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের রেজিষ্ট্রেশন শাখায় রেজিষ্ট্রিকরণের পূর্বে বা পরে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আমদানিকারকদের দল গঠন করা যাইবে।

এই সকল আমদানিকারক, যাহাদের ভিন্ন ভিন্ন মনোনীত ব্যাংক/ঋণ পত্র খোলার ব্যাংক রহিয়াছে, তাঁহারা নগদ, ঋণ, ক্রেডিট, অথবা বার্টারে যৌথভিত্তিতে তাহাদের শেয়ার নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী আমদানি করিতে পারিবে:

২। বাংলাদেশ ব্যাংকের রেজিষ্ট্রেশন শাখায় এল, সি, এ ফরম নিবন্ধনের পূর্বে যৌথ ভিত্তিতে আমদানির জন্য দল গঠনের পদ্ধতি:

(১) আমদানিকারক তাহার মনোনীত ব্যাংকে যথারীতি যথাযথভাবে পূরণকৃত এবং স্বাক্ষরিত এল, সি, এ ফরম দাখিল করিতে হইবে এবং তৎসহ এই মর্মে ঘোষণা পত্র দাখিল করিতে হইবে যে (ক) তিনি বর্তমান বাণিজ্য মৌসুমে তাঁহার শেয়ার এককভাবে আমদানির জন্য কোনরূপ আবেদন করেন নাই এবং তিনি জনাব

.....

.....

(দলনেতার নাম ও ঠিকানা, আই, আর, সি, নম্বর এবং তাঁহার মনোনীত ব্যাংকের নাম উল্লেখ করিতে হইবে) এর নেতৃত্বে উহা যৌথভাবে আমদানি করিতে সম্মত আছেন, এবং (খ) দলনেতা অথবা দলের সদস্যের সহিত কোনরূপ খেলাপ অথবা বিরোধের উৎপত্তি হইলে সে বিষয়ে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট কোন দাবী উত্থাপন করিবেন না এই মর্মে অংগীকার করিতেছেন। আমদানিকারকের স্বাক্ষর তাঁহার মনোনীত ব্যাংকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তারিখসহ প্রতিপাদন করিতে হইবে।

(২) এল, সি, এ ফরম আমদানিকারক কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সকল দিক দিয়া সম্পূর্ণ এবং সঠিক বলিয়া নিশ্চিত হওয়ার পর আমদানিকারকের মনোনীত ব্যাংক এই সকল কাগজপত্র দলনেতার মনোনীত ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করিবে এবং এল, সি, এ, ফরমের উপর নিম্নরূপ প্রত্যায়ন করিবে, যথা :—

"..... এর দলনেতৃত্বে উপরে উল্লেখিত দল গঠনে আমাদের কোন আপত্তি নাই। এই আমদানিকারক টাকা ..... মূল্যের ..... (পণ্য) আমদানি করিবার যোগ্য।"

.....

আমদানিকারকের ব্যাংকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তারিখ সম্বলিত স্বাক্ষর এবং সীল।

(৩) দলনেতা একই নিয়মে এল, সি, এ, ফরম দাখিল করিবেন। এল, সি, এ, ফরম ছাড়াও তিনি নিজের শেয়ারসহ দলের সকল সদস্যের এল, সি, এ, ফরমে উল্লেখিত মোট মূল্যের জন্য এল, সি, আবেদন ফরম দাখিল করিবেন। তিনি একটি ঘোষণা-পত্রও এই মর্মে দাখিল করিবেন যে (ক) এল,সি,এ ফরমে প্রদত্ত তথ্যাদি তাঁহার জানামতে সঠিক, (খ) তিনি বর্তমান শিপিং মৌসুমে তাঁহার শেয়ার দলের একজন সদস্য হিসাবে ছাড়া পৃথকভাবে আমদানির জন্য কোন আবেদন করেন নাই; (গ) দলভুক্ত (সদস্য) আমদানিকারকগণ (এখানে দলনেতা তাঁহার নিজের এবং সকল সদস্যদের নাম, ঠিকানা, আই, আর, সি, নম্বর এবং প্রত্যেকের পৃথক পৃথক শেয়ার লিপিবদ্ধ করিবেন) যাহাতে স্বল্পমূল্যে আমদানি করিতে পারেন তজজন্য তিনি যৌথভাবে আমদানির জন্য দলনেতা হিসাবে কাজ করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছেন, এবং (ঘ) দলের সদস্যদের সহিত কোন প্রকার খেলাপ অথবা বিরোধ উৎপত্তি হইলে, সে বিষয়ে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষসমূহের নিকট কোনরূপ দাবী উত্থাপন করিবেন না এইমর্মে অঙ্গীকার করিতেছেন। দলনেতার স্বাক্ষর তাঁহার ব্যাংকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তারিখসহ সত্যায়ন করিবে।

(৪) এল,সি,এ, ফরম এবং দলনেতা কতৃক প্রদত্ত ঘোষণা সকল দিক দিয়া সম্পূর্ণ এবং সঠিক বলিয়া নিশ্চিত হওয়ার পর দলনেতার ব্যাংক এল,সি,এ, ফরমের উপর নিম্নরূপ প্রত্যায়ন করিবে, যথা :—

"দলের . . . . . সদস্যদের দলনেতা হিসাবে উপরে বর্ণিত আমদানি-কারক কর্তৃক কার্য্য সম্পাদনের বিষয়ে আমাদের কোন আপত্তি নাই।"

দলনেতার ব্যাংকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার
তারিখ সম্বলিত স্বাক্ষর এবং সীল।

(৫) ইহার পর দলনেতার ব্যাংক দলনেতার ঘোষণা, তাঁহাদের প্রত্যায়ন পত্রসহ সকল এল,সি,এ, ফরম, দলের সদস্যদের ঘোষণা এবং তাঁহাদের ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যায়নপত্রসমূহ আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের রেজিস্ট্রেশন ইউনিটে প্রেরণ করিবে। দলের সদস্যগণ বিভিন্ন আমদানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তর এলাকার হইলে দলনেতার ব্যাংক দলনেতার এবং তাঁহার সহযোগী সদস্যদের এল,সি,এ, ফরমসমূহ দলনেতার এলাকায় বাংলাদেশ ব্যাংক রেজিস্ট্রেশন ইউনিটে জমা দিবে।

(৬) বাংলাদেশ ব্যাংকের রেজিস্ট্রেশন ইউনিট এল,সি,এ, ফরমগুলি নিবন্ধিকরণের পর সমস্ত ঘোষণা পত্র এবং প্রত্যায়নপত্রসহ এল,সি,এ, ফরমের দুই কপি করিয়া আমদানি-কারকের নিজ নিজ আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট অনুবর্তী পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিবে এবং একই সাথে এল,সি,এ, ফরমের অপর দুই কপি দলনেতার মনোনীত ব্যাংকে ঋণপত্র খুলিবার জন্য প্রেরণ করিবে।

(৭) যে সকল ক্ষেত্রে একই মনোনীত ব্যাংক বা তাহার শাখাসমূহের অধীনস্থ যোগ্য বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণ তাঁহাদের নগদ/আই,ডি,এ, ঋণ অথবা মুক্তঋণ বা ক্রেডিটের শেয়ারের অধীনে আমদানি করিতে ইচ্ছুক সেই সকল ক্ষেত্রে যৌথভাবে আমদানির পদ্ধতি অভিন্ন হইবে। ব্যাংক উপরে বর্ণিত সকল কাগজপত্র যথা

এল,সি,এ, ফরম, ঘোষণাপত্র ইত্যাদি এল,সি,এ, ফরমে প্রয়োজনীয় প্রত্যায়নপত্র এনডোর্স করিয়া দলনেতার মনোনীত ব্যাংক শাখায় প্রেরণ করিবে। দলনেতার মনোনীত ব্যাংক উপরে বর্ণিত একই পদ্ধতিতে এল,সি,এ, ফরমগুলি প্রক্রিয়াকরণ করিবে।

(৮) বার্টার এস,টি,এ, এবং শর্তাধীন লোন বা ক্রেডিটের অধীনে আমদানির ক্ষেত্রে যৌথ ভিত্তিতে আমদানি করিতে ইচ্ছুক যোগ্য বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের নিজ নিজ মনোনীত ব্যাংকে বিহীত ব্যবস্থা মোতাবেক এল,সি,এ, ফরম দাখিল করিবে। তবে এই ক্ষেত্রে তাহাদিগকে ঋণপত্র খোলার আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে না। মনোনীত ব্যাংক, এল,সি,এ, ফরম সঠিক আছে এই মর্মে নিশ্চিত হওয়ার পর, আমদানিকারকের আমদানি নিবন্ধন সনদপত্রে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠাঙ্কন করিয়া এল,সি,এ, ফরমের সকল কপি দলনেতার মনোনীত ব্যাংকে প্রেরণ করিবে। দলনেতার মনোনীত ব্যাংক দলনেতা এবং দলের সদস্যগণ কর্তৃক দাখিলকৃত এল,সি,এ, সমূহ সঠিক আছে এবং যৌথ ভিত্তিতে আমদানির সকল নিয়মাবলী সম্পন্ন করা হইয়াছে ইহা নিশ্চিত হওয়ার পর দলনেতা এবং দলের সদস্যদের এল,সি,এ, ফরম এবং দেলনেতা কর্তৃক দাখিলকৃত মোট মূল্যের জন্য ঋণপত্র খুলিবার আবেদনপত্র নির্ধারিত ব্যাংকে প্রেরণ করিবে। নির্ধারিত ব্যাংক ঋণপত্র খোলার পর এল,সি,এ, ফরমের দুই কপি করিয়া সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে প্রেরণ করিবে।

৩। এল,সি,এ, ফরম রেজিষ্ট্রিকরণের পর যৌথ ভিত্তিতে আমদানির জন্য দল গঠনের পদ্ধতি :

(১) এল,সি,এ, ফরম রেজিষ্ট্রিকরণের পর যৌথ ভিত্তিতে আমদানির জন্য দল গঠনের ক্ষেত্রে, আমদানিকারক যথারীতি তাহার মনোনীত ব্যাংকে এল,সি,এ, ফরম দাখিল করিবে এবং লিখিতভাবে তাহার ব্যাংককে জানাইবেন অথবা ঘোষণাপত্র দাখিল করিবে যে তিনি এল,সি,এ, ফরম নিবন্ধনের পরে দল গঠনে ইচ্ছুক। এল,সি,এ, ফরম সম্পূর্ণ এবং সকল দিক দিয়া সঠিক বলিয়া নিশ্চিত হওয়ার পর আমদানিকারকের মনোনীত ব্যাংক ঘোষণাপত্রসহ ইহা বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন ইউনিটে প্রেরণ করিবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের রেজিস্ট্রেশন ইউনিট হইতে নিবন্ধিত এল, সি,এ, ফরম প্রাপ্তির পর পরই আমদানিকারকের মনোনীত ব্যাংক অবিলম্বে আমদানিকারককে একটি অথবা একাধিক দল গঠন করিতে বলিবে।

(২) দলগঠনের সময় আমদানিকারককে তাহার ব্যাংকে এই পরিশিষ্টের ২(১) অনুচ্ছেদে বিবৃত একই শর্তে একটি ঘোষণাপত্র দাখিল করিতে হইবে। আমদানিকারকের স্বাক্ষর তাহার মনোনীত ব্যাংকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তারিখসহ সত্যায়ন করিবে উক্ত ব্যাংক এই সকল কাগজপত্র যথা এল,সি,এ, ফরম এবং ঘোষণাপত্র, এই পরিশিষ্টের ২(২) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত প্রত্যায়নপত্রসহ দলনেতার মনোনীত ব্যাংকে প্রেরণ করিবে।

(৩) দলনেতাও এই পরিশিষ্টের ২(৩) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ঘোষণাপত্রসহ এল,সি,এ, ফরম এবং ঋণপত্র খোলার আবেদন ফরম দাখিল করিবে। দলনেতার স্বাক্ষর তাহার ব্যাংকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তারিখসহ সত্যায়ন করিবে এবং এল,সি,এ, ফরমের উপর এই পরিশিষ্টের ২(৪) অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রয়োজনীয় প্রত্যায়নপত্র এনডোর্স করিবে।

(৪) দলনেতার ব্যাংক ঋণপত্র খুলিবার জন্য দলনেতা এবং দলের সকল সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণাপত্র, তাঁহাদের ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যায়নপত্র এবং এল,সি,এ, ফরমগুলির দুইটি করিয়া কপি রাখিবেন এবং এল,সি,এ, ফরমসমূহের অপর দুইটি কপি সকল কাগজ পত্রসহ (ঘোষণাপত্র এবং প্রত্যায়নপত্র) সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট অনুবর্তী পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিবে। দলের সদস্যগণ বিভিন্ন আমদানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তর এলাকার হইলে কাগজপত্রের পূর্ণ সেট দলের সদস্যদের সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে অনুবর্তী পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) যে সকল ক্ষেত্রে একই আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের এলাকায় অবস্থিত ও একই আমদানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের এলাকাধীন একই মনোনীত ব্যাংক বা উহার শাখাসমূহের অন্তর্ভুক্ত যোগ্য বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণ নিজেদের শেয়ার যৌথ ভিত্তিতে আমদানি করিতে ইচ্ছুক সেই সকল ক্ষেত্রে যৌথভাবে আমদানির পদ্ধতি উপরের বর্ণনা মোতাবেক হইবে। তবে ব্যাংকের সকল শাখা উপরে বর্ণিত সকল কাগজপত্র দলনেতার মনোনীত ব্যাংক শাখায় প্রেরণ করিবে। দলনেতার মনোনীত ব্যাংক উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে এল, সি, এ, ফরমগুলি বিষয়ক কার্য-প্রক্রিয়া চালু করিবে।

(৬) বার্টার এস,টি,এ, এবং শর্তাধীন লোন বা ক্রেডিটের ভিত্তিতে যৌথভাবে আমদানির ক্ষেত্রে এই পরিশিষ্টের ২(৮) অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

৪। উভয় প্রকার দল গঠনের ক্ষেত্রেই, ঋণপত্র খোলা এবং উহা বিদেশী সরবরাহকারীর নিকট প্রেরণের পর পরই মনোনীত ব্যাংক ক্ষেত্রমত, দলনেতার আই,আর,সি, তে লিখিত সমর্থন প্রদান করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষগণকে ও দলের সদস্যগণের নিজ নিজ ব্যাংককে দলের প্রত্যেক সদস্যের শেয়ার উল্লেখ করিয়া ঋণপত্রে বিবরণ জানাইবে।

৫। শিল্প আমদানিকারকদের দল গঠন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যৌথ ভিত্তিতে আমদানির ক্ষেত্রে, আমদানিকারকগণ দলনেতা নির্বাচন করিবেন এবং তাঁহাদের নিজ নিজ ব্যাংককে, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি এবং এল,সি,এ, ফরম দলনেতার মনোনীত ব্যাংকে এই পরিশিষ্টের ২ এবং ৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ঋণপত্র খুলিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া প্রেরণ করিবেন। দলনেতার ব্যাংক এল,সি, ফরমসমূহ যাচাই করিয়া যৌথ ভিত্তিতে ঋণপত্র খুলিবে এবং যথারীতি এল,সি,এ,ফরমগুলিতে লিখিত সমর্থন দান করিবে।

৬। কোন আমদানিকারক আমদানি নীতি আদেশ ১৯৯৭—২০০২ অথবা এই পরিশিষ্টে বর্ণিত বিধানসমূহের খেলাপ করিয়া ঋণপত্র খুলিবার অথবা আমদানি করিবার জন্য এল,সি,এ, ফরম দাখিল করিলে উহা এই আদেশের বিধাননতে শাস্তিযোগ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী

যুগ্ম-সচিব।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
বিমান বিহারী দাস, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।